শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রথমে পাঁচটী শ্লোকে মঙ্গলাচরণ; তন্মধ্যে প্রথম-শ্লোকে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের একত্র বন্দনা, দ্বিতীয়-শ্লোকে কেবলমাত্র স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বন্দনা, তৃতীয়-শ্লোকে যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও রোহিণী-নন্দন শ্রীবলরামই যে যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ, তদ্বিষয়ে গূঢ়োক্তি; চতুর্থ-শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের রূপ, গুণ ও লীলার জয়-গান, এবং পঞ্চম-শ্লোকে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ও তাঁহার করুণা-লীলার ন্যায় তদীয় ভক্ত ও ভক্ত-লীলারও জয় গীত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ভগবদ্ভক্ত-বন্দনা এবং ভগবৎপূজাপেক্ষা ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে। অতঃপর মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের বন্দনা করিতে গিয়া তিনি যে কেবলমাত্র গ্রন্থকারেরই গুরুদেব নহেন, পরন্তু তিনি যে স্বীয় সঙ্কর্ষণ বা অনন্তরূপে দশ-দেহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা এবং ভূ-ধারী 'শেষ'-রূপে, সহস্রমুখে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের গুণ কীর্তন করিতেছেন, তিনি যে দেবদেব মহাদেবেরও উপাস্য, অতএব জগদ্‌গুরু এবং তাঁহারই কৃপা-বলেই যে জীব স্বীয় নিত্য-সেব্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবা লাভ করিতে সমর্থ, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীবলরামের রাসলীলাও যে নিত্য, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ দেখাইয়া পূর্বপক্ষীয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুষ্টমত নিরসন করিলেন। সেই শ্রীবলদেব-প্রভুর তত্ত্ব বর্ণন করিতে গিয়া তিনি যে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও সখা, ভ্রাতা, ব্যজন, শয্যা, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ ও আসন প্রভৃতি বিবিধরূপে ব্রজেন্দ্রনন্দনেরই সেবা করেন, তাহা বর্ণন করিলেন। সেই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব-তত্ত্ব---শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-তত্ত্বের ন্যায় বিধি-মহেন্দ্রাদিরও দুর্জ্ঞেয়। তিনি 'শেষ'-রূপে পৃথিবী ধারণ এবং সহস্রবদনে শ্রীকৃষ্ণের যশঃ নিরন্তর কীর্তন করিতেছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই সেই শ্রীবলদেব, অথবা সেই মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁহার চরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের সংসার-মোচন ও গৌর-কৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। গ্রন্থকার স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় ও তদীয় অনুকম্পায় এই শ্রীচৈতন্যভাগবত (পূর্বনাম শ্রীচৈতন্যমঙ্গল) রচনা করিয়াছেন। তিনি এই রচনা-কার্যে স্বীয় অহঙ্কার প্রকাশ না করিয়া দৈন্যোক্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, মায়াবশ জীব নিজ-নিজ-চেষ্টায় মায়াধীশ ভগবত্তত্ত্ব বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীভগবান্ নিজগুণে কৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীগুরুকৃপা-প্রাপ্ত জীব-হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন।

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যলীলা তিনভাগে বর্ণিত হইয়াছেন---(১) বিদ্যাবিলাস-প্রধান 'আদিখণ্ড', (২) কীর্তনপ্রকাশ-প্রধান 'মধ্যখণ্ড' এবং (৩) সন্ন্যাসিরূপে শ্রীনীলাচলে নামপ্রচার-প্রধান 'অন্ত্যখণ্ড'। অতঃপর অধ্যায় শেষে তিনখণ্ডেরই বর্ণনীয় বিষয়গুলি সূত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

মঙ্গলাচরণ—ইষ্টদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা—

আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।১।।

লীলা-পরিকরাদি-যুক্ত অনাদি আদি শ্রীজগন্নাথ-
মিশ্র-নন্দন শ্রীগৌর-সুন্দরের
বন্দনা—

নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ।
স-ভৃত্যায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ।।২।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

আশ্রয়-বিষয়-দ্বয়, অন্যোঽন্য-সম্ভোগময়,
রাধাকৃষ্ণ মাধুর্য দেখায়।
বিপ্রলম্ভ-ভাবময়, শ্রীচৈতন্য দীনাশ্রয়,
দুয়ে মিলি' ঔদার্য বিলায়।।
ভক্ত রায়-রামানন্দ, গৌরে ব্রজযুব-দ্বন্দ্ব,
দেখে নিজ-ভাবসিদ্ধ-চক্ষে।
সেইকালে রায় ভূপ, কৃষ্ণের সন্ন্যাসি-রূপ,
নাহি পায় সাধকের লক্ষ্যে।।
রাধা-ভাবে নিজ-ভ্রান্তি, সুবলিত রাধাকান্তি,
ঔদার্যে মাধুর্য অপ্রকাশ।
ঔদার্যে মাধুর্য-ভ্রম, না করিবে তাহে শ্রম,
বলে প্রভু-বৃন্দাবনদাস।।
গান্ধর্বিকা-চিত্তহারী, কৃষ্ণ—যোগ্যে কৃপাকারী,
রাধা বিনা তিঁহো কারো নয়।
কাঙ্গাল দীনের সব, শ্রীচৈতন্য দয়ার্ণব,
তাঁরে সেবি' তাহা সিদ্ধ হয়।।
চৈতন্য-নিতাই-কথা, শুনিলে হৃদয়-ব্যথা,
চিরতরে যায় সুনিশ্চিত।
কৃষ্ণে অনুরাগ হয়, বিষয়ে আসক্তি ক্ষয়,
শ্রোতা লভে নিজ-নিত্য-হিত।।
ভাগবতে কৃষ্ণকথা, ব্যাসের লেখনী যথা,
তার মর্ম বৃন্দাবন জানি'।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে, বর্ণে অনুরূপ-মতে
গৌর-কৃষ্ণে এক করি' মানি'।।
গৌরের গৌরব-লীলা, শুদ্ধতত্ত্ব প্রকাশিলা,
যে নিতাই দাস বৃন্দাবন।
তাঁহার পদাব্জ ধরি', অনুক্ষণ শিরোপরি,
গৌড়ীয়-ভাষ্যের সঙ্কলন।।
শ্রীচৈতন্যভাগবত, লীলা-মণিমরকত,
চৈতন্যনিতাই-কথাসার।
শুনে সর্বক্ষণ কর্ণে, সহস্র-মুখেতে বর্ণে,
গ্রন্থরাজ-মহিমা অপার।।
শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ, যাতে নাশে ভোগি-গদ,
শুদ্ধভক্তি যাঁ-হ'তে প্রচার।
লিখিতে গৌড়ীয়-ভাষ্য, রহু চিত্তে তব দাস্য,
যাচি, প্রভো, করুণা তোমার।।
হরিবিনোদের আশা, ভাগবত-ব্যাখ্যা-ভাষা,
কুঞ্জসেবা করিব যতনে।
ভকত-করুণা হ'লে, সর্বসিদ্ধি তবে মিলে,
নাহি রাখি অন্য আশা মনে।।
শুদ্ধভক্ত মূর্তিমান্, শুনয়ে যাঁহার কান,
শ্রীচৈতন্যভাগবত-গান।
শ্রীগৌরকিশোর বর, এ দাসের গুরুবর,
সদা কৃপা কর মোরে দান।।
শ্রীবার্যভানবী-দেবি- আশ্লিষ্ট-দয়িতে সেবি',
যেন ছাড়ি অপরাধ ঘোর।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি', গান্ধর্বিকে, দিবানিশি,
গিরিধর সেবা পাই তোর।।

পূর্বাভাষ

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিনাম----'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'। শ্রীনরহরি-সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচনদাস-ঠাকুরও

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পুনর্বার বন্দনা—
(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

অবতীর্ণৌ স-কারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে।।৩।।

সংকীর্তনরসে মত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের
জয়—

স জয়তি বিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বি-ষড়্‌ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্তকঃ।।৪।।

'শ্রীচৈতন্য মঙ্গল' নাম দিয়া একখানি পাঁচালি-গ্রন্থ রচনা করায়, পরবর্তিকালে এই উভয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য-জ্ঞাপনার্থ ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-কৃত গ্রন্থরাজের নাম পরিবর্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-সংজ্ঞা দেওয়া হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীনারায়ণী দেবীর ইচ্ছাতেই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তৎকৃত গ্রন্থের পূর্বনাম পরিবর্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' নাম দিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, এই গ্রন্থেও তদ্রূপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা, বিশেষতঃ শ্রীনবদ্বীপ-লীলাই বিশদভাবে বিবৃত আছে। আবার দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্ন্যাসিবেষি মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলাই মুখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছেন; তজ্জন্য, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-মহাশয়ের ঐ মহাগ্রন্থ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই গ্রন্থেরই 'পরিশিষ্ট'-রূপে গৃহীত হইতে পারে। এই মহাগ্রন্থ খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদিখণ্ডে—দীক্ষাগ্রহণ-লীলা অবধি; মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণ অবধি, এবং অন্ত্যখণ্ডে-নীলাচলের কয়েক বৎসরের লীলাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। লীলার শেষাংশ অপ্রকাশিত আছে। শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতগ্রন্থেও এই অংশ বর্ণিত হয় নাই।

অন্বয়। আজানুলম্বিতভুজৌ (আজানু জানু-পর্যন্তং লম্বিতৌ ভুজৌ যয়োঃ তৌ, মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্তৌ) কনকাবদাতৌ (কনকম্ ইব অবদাতৌ পীতবর্ণৌ হেমোজ্জ্বলৌ) সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ (বহুভিঃ মিলিত্বা যৎ হরেঃ কীর্তনং, তৎ 'সঙ্কীর্তনং' তস্য মাতা চ পিতা চ পিতরৌ জনকৌ প্রবর্তকৌ ইত্যর্থঃ, একমাত্র-সঙ্কীর্তন-প্রবর্তকৌ ইতি বা) কমলায়তাক্ষৌ (কমল ইব আয়তে প্রশস্তে অক্ষিণী যয়োঃ তৌ আকর্ণ-বিস্তৃত-নয়নৌ বিশ্বম্ভরৌ (জগৎপালকৌ) দ্বিজবরৌ (ভগবদ্ভক্তিশিক্ষা-দাতারৌ জগদ্‌গুরু ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠৌ, পক্ষে, দ্বিজরাজৌ চন্দ্রৌ) যুগধর্মপালৌ ("কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ" ইতি স্মৃতেঃ সঙ্কীর্তনমেব কলিযুগধর্মঃ, তমেব পলায়তঃ যৌ তৌ 'সঙ্কীর্তনৈক-পিতরৌ' ইতি যাবৎ) জগৎপ্রিয়করৌ (সর্বজগতাং জগন্নিবাসিনাং প্রিয়করৌ শুভসাধকৌ করুণাবতারৌ (করুণয়া যয়োঃ অবতারঃ তৌ কারুণ্যনিধি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ অহং) বন্দে (প্রণমামি)।।১।।

অনুবাদ। যাঁহাদের বাহুযুগল---আজানুলম্বিত, কান্তি---সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বা কমনীয়), যাঁহারা---সংকীর্তন-ধর্মের প্রবর্তক, যাঁহাদের নয়ন--পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগধর্মসংরক্ষক, জগতের শুভসাধক এবং করুণার অবতার,, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি।।১।।

বিবৃতি। বন্দনার প্রথমশ্লোকে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের যুগলরূপ-বর্ণনায় তাঁহাদিগকে আজানুলম্বিত-ভুজ, কনকের ন্যায় কমনীয়-কান্তিযুক্ত ও কমলায়তাক্ষ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এই ভ্রাতৃযুগলের লীলা-বর্ণনায়, তাঁহারা উভয়েই সংকীর্তনের প্রবর্তক, যুগধর্ম-রক্ষক, জীবপালক, জগতের প্রিয়কারী, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ও করুণাবতার বলিয়া বর্ণিত এবং বন্দিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীনিত্যানন্দ, উভয়েই মহামন্ত্রদাতা, জগদ্‌গুরু, এবং কীর্তনাখ্যা-ভক্তির জনক; উভয়েই জগতের প্রিয়ঙ্কর বলিয়া তাঁহারা 'জীবে-দয়া' নামক ধর্মের প্রচারক; 'বিশ্বম্ভর' ও 'করুণ' বলিয়া তাঁহারা উভয়েই কলিহত জীবের একমাত্র উদ্ধারোপায় সংকীর্তনদ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবারূপ যুগধর্ম প্রচার করিয়াছেন। উভয় ভ্রাতার এইরূপ বন্দনা হইতেই জীবগণ 'নামে রুচি', 'জীবে দয়া' ও ' বৈষ্ণব-সেবা'র অনুসরণ করিবেন। বহু বচনের পরিবর্তে দ্বিবচন-প্রয়োগ-হেতু, তাঁহাদিগের প্রচার, করুণা ও যুগধর্মরক্ষা প্রভৃতির সহিত শৌক্রবংশপারম্পর্যে প্রচার-চেষ্টার পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে।

'আজানুলম্বিতভুজৌ',---মহাপুরুষগণের বাহু জানুপর্যন্ত লম্বিত; সাধারণ মনুষ্যগণের সেরূপ নহে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই বিষ্ণুপরতত্ত্ব, প্রপঞ্চে আগত বা অবতীর্ণ; তাঁহাদিগের অপ্রাকৃত শারীরিক গঠনেও মহাপুরুষ-লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত। চৈঃ

গৌর, গৌরকীর্তি, গৌরভক্ত ও
গৌরভক্ত-নৃত্যের জয়—

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্তে-
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্বপ্রিয়াণাম্।।৫।।

(১) প্রণাম-পাত্র—(ক) গৌরভক্তগণ—

আদ্যে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে।।৬।।

(খ) পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—

তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার, নাম—'বিশ্বম্ভর'।।৭।।

চঃ আদি ৩য় পঃ ৪২-৪৪ সংখ্যায়---''দৈর্ঘ্যবিস্তারে যেই আপনার হাত। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত।। 'ন্যগ্রোধপরিণ্ডল' হয় তাঁর নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু--চৈতন্য গুণধাম।। আজানুলম্বিতভুজ কমললোচন। তিল-ফুল জিনি' নাসা, সুধাংশু-বদন।।''

'কনকাবদাতৌ'---তাঁহারা উভয়েই আশ্রয়-জাতীয় ভাবাবলম্বনে লীলা বিস্তার করায়, তাঁহাদের উভয়েরই গৌরবর্ণ কান্তি। নিখিল চিৎসৌন্দর্য-দর্শনকারী বিষয় বিগ্রহ স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের সর্বাকর্ষক রূপই প্রসিদ্ধ। মহাভারতে দানধর্মে ১৪৯ অঃ, সহস্রনামে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায়-----''সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী''।

'সংকীর্তনৈকপিতরৌ',---শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই সংকীর্তনের প্রবর্তকদ্বয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,---''সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সংকীর্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য।।''

'বিশ্বম্ভরৌ'---'বিশ্বম্ভর'-শব্দের দ্বিবচনপ্রয়োগে 'বিশ্বরূপ' ও 'বিশ্বম্ভর' উভয়েই লক্ষিত। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই বিষ্ণুপরতত্ত্ব এবং বিশ্ববাসীকে নামপ্রেম বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া 'বিশ্বম্ভর'-শব্দ-বাচ্য। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত 'শ্রীবিশ্বরূপে'র একতনুত্ব। এই গ্রন্থের আদি, ৪র্থ অঃ ৪৭-৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩২ ও ৩৩ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন---''প্রথম-লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর'-নাম। ভক্তিরসে ভরিলা, ধরিলা ভূতগ্রাম।। ডু-ভৃঞ ধাতুর 'অর্থ'---'পোষণ', 'ধারণ'। পুষিলা, ধরিলা প্রেম দিয়া ত্রিভুবন।।''

বেদেও 'বিশ্বম্ভর'-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,----''বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা''---(অথর্ববেদ ২য় কাণ্ড, ৩য় প্রপাঠক, ৪র্থ অনুবাক, ৫ম মন্ত্র)

'দ্বিজবরৌ'---'দ্বিজ'-শব্দে সাধারণতঃ সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইলেও 'দ্বিজবর'-শব্দে এস্থলে আচার্যলীলাভিনয়কারী ব্রাহ্মণবেশী প্রভুদ্বয়কে বুঝাইতেছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের চতুর্থাশ্রম না থাকায়, একমাত্র ব্রাহ্মণেরই 'তুর্যাশ্রম' বিহিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণই আশ্রমবিচারেও 'দ্বিজবর'-নামে যোগ্য। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই জগদ্‌গুরু আচার্য-লীলাকারী ও লোকের নিকট ভগবদ্‌ভক্তি-শিক্ষাপ্রদাতা, অতএব ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি। সুতরাং এই অবতারে গৌড় ও ক্ষেত্রমণ্ডলে ব্রজের ন্যায় গোপজাত্যভিমানে সম্ভোগরসে তাঁহাদের কোন গোপবধূসহ রাসাদি-বিলাস বা উচ্ছৃঙ্খলতা নাই; গোপলীলা ও দ্বিজলীলা, উভয় লীলায় আবির্ভাবদ্বয়ের মাধুর্য ও ঔদার্য-বৈচিত্র্য ধ্বংস করিবার কল্পনা করিলে রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধ হেতু শ্রীরায় রামানন্দ ও গ্রন্থকারের চরণে অপরাধ উৎপন্ন হইয়া কল্পনাকারীকে নিরয়ে প্রেরণ করিবে।

পক্ষে, দ্বিজবরৌ'-শব্দে 'দ্বিজরাজৌ' অর্থাৎ একই কালে যুগপৎ সমুদিত দুইটী পূর্ণচন্দ্র।

যুগ,-৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে 'মহাযুগ' হয়। সহস্র মহাযুগে এক 'কল্প' বা 'ব্রহ্মার দিন'। এই ব্রহ্মদিনে ৭১ যুগব্যাপী চতুর্দশ মন্বন্তর। এক মহাযুগের দশভাগের এক ভাগ---কলিযুগ, দশ-ভাগের দুই ভাগ--দ্বাপরযুগ, দশভাগের তিনভাগ---ত্রেতাযুগ এবং দশভাগের চারিভাগ---কৃতযুগ।

যুগধর্ম---সত্যযুগে 'ধ্যান', ত্রেতাযুগে 'যজ্ঞ', দ্বাপরযুগে 'অর্চন' এবং কলিযুগে 'নাম-সংকীর্তন'ই যুগ ধর্ম। (ভাঃ ১২।৩।৫২)---''কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।'' (ভাঃ ১২।৩।৫১)---''কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।। (ভাঃ ১২।৩।৫১)----''কলিং

সর্বপ্রথমে স্বীয় ভক্তবন্দনার কারণ-নির্দেশ; সর্বাপেক্ষা বিষ্ণুপূজাই পরম এবং বৈষ্ণবপূজাই পরমতর—

'আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়।।৮।।

শুদ্ধভক্ত-পূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ—

(ভাঃ ১১।১৯।২১)—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।।৯।।

ভক্ত-পূজাতেই বিঘ্ননাশ ও অভীষ্ট-সিদ্ধি—

এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।।১০।।

(গ) শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা ও মাহাত্ম্য—

ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের কীর্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।১১।।

সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে।।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে---- "ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্।।"

'যুগধর্মপালৌ',—কর্মকাণ্ডপর-শাস্ত্রবিচারে কলিকালে 'দান'ই যুগধর্ম। কিন্তু মহাবদান্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রভুদ্বয়---যুগধর্মের পালকরূপে কৃষ্ণসংকীর্তনের প্রবর্তক। (ভাঃ ১১।৫।৩২)---"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।" (ভাঃ ১০।৮।১২)----"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে শ্রীরূপ-গোস্বামী এই বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন---'নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।" অর্থাৎ মহাবদান্যতাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর--'গুণ' এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদানই তাঁহার 'লীলা'। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি, ৮ম পঃ ১৫ সংখ্যায়) বলেন,----"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর তাঁহাদের এই দয়ার কথাই লিখিয়াছেন,---"(দয়াল) নিতাই- চৈতন্য বলে' ডাক্‌রে আমার মন।" বাস্তবিকই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দান—অনুপম, অসমোর্ধ ও অভূতপূর্ব; তাঁহারা উভয়েই যুগধর্মের পালক, সুতরাং কৃষ্ণসংকীর্তনকারী ও অমন্দোদয়দয়াময়।

'জগৎপ্রিয়করৌ',---শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, উভয়েই জগতের প্রিয়কারী। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ৮৬, ১০২ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন---'সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়। গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিয়া উদয়।। এই চন্দ্র সূর্য দুই পরম সদয়। জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়।।" ঐ আ ১।২, ৮৪, ম ১।২ শ্লোক---"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।"

'করুণাবতারৌ'---শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'করুণাবতার'-সম্বন্ধে শ্রীরূপ-গোস্বামী স্ব-কৃত 'বিদগ্ধমাধব'-নামক নাটকের প্রারম্ভে 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' লিখিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ২০৭-২০৮ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন---"এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে।। প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ---কৃপা অবতার। উত্তম, অধম,—কিছু না করে, বিচার।। (চৈঃ চঃ আ ৫।২১৬)—নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল। শ্রীরাধামদনমোহনে 'প্রভু' করি' দিল।।১।।

অন্বয়। ত্রিকালসত্যায় (বিশ্বসৃষ্টেঃ অগ্রে, মধ্যে, অন্তে ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যদিতি সর্বেষু কালেষু সত্যায় নিত্যায় সনাতনায়,—ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য অদ্বয়-ভগবত্তাসর্বকারণকারণত্বং চ সূচ্যতে) জগন্নাথসুতায় (নিত্যঃ অজঃ অপি তেন জগন্নাথমিশ্রস্য পুত্রত্বেন বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্যলীলায়া অপি মথুরায়াং জন্মাদিলীলায়া উৎকর্ষঃ প্রদর্শিতঃ তাদৃশ ভক্তবৎসলায়) সভৃত্যায় (সপরিকরায় সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদায় ইত্যর্থঃ) সপুত্রায় (শিষ্য-পারম্পর্যক্রমেণ তদাশ্রিতত্যক্তগৃহভক্তবৃন্দসহিতায়, শৌক্রপারম্পর্যেণ তস্য বংশাভাবাৎ; যদ্বা, 'সংকীর্তনৈকপিতরৌ' ইতি বচনাৎ কৃষ্ণসংকীর্তনমেব তস্য পুত্রঃ, তেন সহিতায়) সকলত্রায় (রাগমার্গে শ্রীগদাধর স্বরূপ-রামানন্দাদি-স্বশক্তিভিঃ, বিধিমার্গে তু শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াবিষ্ণুপ্রিয়াভ্যাং সহ বর্তমানায়) তে (তুভ্যং ভগবতে) নমঃ।।

নিত্যানন্দ বা বলরামপ্রভু-কর্তৃক স্বীয় কলা 'অনন্ত' বা 'শেষ'-
স্বরূপে তৎপ্রভু গৌরকৃষ্ণের গুণ-কীর্তনরূপ সেবা—

সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু-বলরাম।
যাঁহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণযশোধাম।।১২।।
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে।।১৩।।

বলরাম বা নিত্যানন্দের গুণকীর্তন ফলেই কৃষ্ণের বা
চৈতন্যের গুণ-কীর্তনে যোগ্যতা—

অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্তন।।১৪।।

নিত্যানন্দ বা বলরামের অলৌকিক
গৌরকৃষ্ণ-দাস্য-চেষ্টা—

সহস্রেক-ফণাধর প্রভু-বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু, সকল—উদ্দাম।।১৫।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীচৈতন্য যশঃকীর্তন প্রমত্ত—

হলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড-শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর।।১৬।।

কৃষ্ণচৈতন্য-প্রেষ্ঠ অভিন্ন-বিষয়বিগ্রহ প্রভুবর—

ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার।।১৭।।

অনুবাদ। হে প্রভো! আপনি--ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই তিন কালেই সত্য, আপনি---জগন্নাথমিশ্রের নন্দন; আপনার পরিকর বা ভৃত্যরূপী ভক্তগণের, আপনার পুত্রগণের ('পুত্র'-পর্যায়ে গৃহীত 'ত্যক্তগৃহ গোস্বামী' প্রভৃতি শিষ্যগণেব, অথবা 'কৃষ্ণসংকীর্তন'-নামক অভিধেয়বিশেষে) এবং আপনার কলত্রগণের (বিধিবিচারে---'ভূ'---শক্তিস্বরূপা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, 'শ্রী'শক্তিস্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং 'লীলা, নীলা বা দুর্গা'-শক্তিস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম, এবং রুচি-বিচারে--শ্রীগদাধরদ্বয়-নরহরি রামানন্দ-জগদানন্দ প্রভৃতি শক্তিবর্গের) সহিত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।।২।।

বিবৃতি। বন্দনার দ্বিতীয়-শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই রূপে বন্দিত হইয়াছেন। তিনি---ত্রিকাল-সত্য বাস্তব বস্তু, অর্থাৎ অনাদিনিধন নিত্য-তত্ত্ব। ভৃত্য, পুত্র ও কলত্রাদি অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদরূপ বিলাস-পরিকরগণের সহিত সেই জগন্নাতসুত শ্রীগৌরসুন্দরকে নমস্কার।

'জগন্নাথসুত' বলিতে একবচনে শ্রীগৌরসুন্দরই লক্ষ্যস্থল; জগন্নাথের অপর পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ বা শঙ্করারণ্য-স্বামী লক্ষিত হন নাই; যেহেতু তিনি বাল্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ করায়, এবং কোন উদাসীন শিষ্যের দীক্ষাগুরু না হওয়ায়, তৎপ্রতি পরিবর্তি-বিশেষণদ্বয় 'সকলত্র' ও 'সপুত্র' প্রযুক্ত হইতে পারে না।

যদি বল, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিই বা কিরূপে 'সপুত্র'পদটী প্রযুক্ত হইতে পারে? তদুত্তরে জানিতে হইবে যে তদীয় উদাসীন 'গোস্বামী' শিষ্যগণই তাঁহার 'পুত্র'-পর্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন; আর 'গৃহস্থ' শিষ্যগণই তাঁহার 'ভৃত্য' পর্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। পুত্র-পর্যায়ে অচ্যুত-গোত্রীয় ত্যক্তগৃহ ত্রিদণ্ডিগণের স্থান; শ্রীরূপপ্রভু স্ব-কৃত 'উপদেশামৃতে'র আরম্ভে শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়কেই 'ত্রিদণ্ডি'-সম্প্রদায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইঁহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজবংশ। শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান শ্রীঅচ্যুত প্রভুই অচ্যুত গোত্রীয়গণের মূল পিতৃপুরুষ-সূত্রে স্বীয় 'অচ্যুতানন্দ'-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুদ্বয়ের অধস্তনগণ---তাঁহাদের প্রভুদ্বয়েরও প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'ভৃত্য'মাত্র।

বিধি বিচারে,---'ভূ'শক্তিস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া ও 'শ্রী'শক্তি স্বরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়া-নাম্নী শ্রীগৌর-নারায়ণের পত্নীদ্বয় এবং লীলা, নীলা বা দুর্গা শক্তিস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম; আর, রুচি বিচারে,---শ্রীগদাধরদ্বয়, শ্রীনরহরি, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণ, সকলেই শ্রীগৌর-গোবিন্দের 'কলত্র'-পর্যায়ে গৃহীত হইয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ ১৪ শ সংখ্যা) লিখিয়াছেন,---"এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।।"২।।

অন্বয়। স-কারুণ্যৌ (কারুণ্যেন সহ বর্তমানৌ করুণা বন্তৌ; 'স্ব-কারুণ্যৌ' ইতি পাঠে তু স্বং স্ব-স্বরূপভূতমেব কারুণ্যং যয়োঃ তে কারুণ্য-তনু, করুণাবতারৌ তি যাবৎ) পরিচ্ছিন্নৌ (মধ্যমাকারৌ, চিদ্ঘন-মূর্তী অপি প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-চিচ্ছক্ষুযা এব দর্শনীয়ৌ ইতি যাবৎ, ন তু মায়াবশ্যত্বাৎ জীববৎ অবিচ্ছিন্নৌ) সদীশ্বরৌ (সন্তৌ নিত্যস্বরূপৌ চামু) ঈশ্বরৌ (সর্বেষাং প্রভু চ

শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণের শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্তনকারীর প্রতি
শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সন্তোষ—

তাঁহার চরিত্র যেবা জনে শুনে, গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁর পরম সহায়।।১৮।।

তৎপ্রতি সঙ্কর্ষণের সেবকদম্পতি শিবদুর্গার সন্তোষ;
কৃষ্ণকীর্তনে তাঁহার যোগ্যতা-লাভ—

মহাপ্রীত হয় তাঁরে মহেশ-পার্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী।।১৯।।

নিয়ন্তারৌ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ (তন্নামকৌ) দ্বৌ ভ্রাতরৌ (একাত্মানৌ অপি বিগ্রহদ্বয়ে পরস্পর-সেব্য-সেবকভাবাভিন্ন-ভ্রাতৃভাবেন বিলাসবন্তৌ) তৌ ভজে (ভজামি, সেবে)।।৩।।

অনুবাদ। করুণাময় (ঔদার্যবিগ্রহ), (অচিন্ত্যশক্তিবলে) মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্বনিয়ন্তা, প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে আমি ভজনা করি।।৩।।

বিবৃতি। 'পরিচ্ছিন্নৌ'—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ-তত্ত্বের লীলা—চিদ্‌বিলাস বৈচিত্র্য-দ্যোতক। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ-রাম, উভয়ে অভিন্ন হইয়াও 'স্বয়ংরূপ' ও 'স্বয়ংপ্রকাশ'-মূর্ত্তিতে দুইরূপে বিগ্রহদ্বয়।

'ভ্রাতরৌ'—ভ্রাতৃদ্বয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু,—এই উভয়ের মধ্যে শৌক্র-ভ্রাতৃত্ব লীলার অভিনয় নাই। পারমার্থিকগণ সেব্য পরমার্থ-বিচারে তাঁহাদিগের 'স্বয়ংরূপ' ও 'স্বয়ংপ্রকাশ'-লীলাদ্বয়ের পরস্পর অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলিবার জন্যই তাঁহাদিগকে 'ভ্রাতৃদ্বয়' বলিয়াছেন।।৩।।

অন্বয়। বিশুদ্ধবিক্রমঃ (বিশুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্ব-চিন্ময়ঃ বিক্রমঃ যস্য সঃ, 'অতিশুদ্ধঃ-বিক্রমঃ' ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে) কনকাভঃ (হেমকান্তিঃ) কমলায়তেক্ষণঃ (কমলায়তাক্ষঃ) বরজানু-বিলম্বি-ষড়্‌ভুজঃ (বরঞ্চ অদো জানু বেতি সুন্দরজঙ্ঘা তৎপর্যন্তং বিলম্বীনি দীর্ঘাণি ষট্‌সংখ্যকানি ভুজানি যস্য সঃ, আজানুলম্বিতভুজঃ, 'সদ্‌ভুজঃ' ইতি পাঠে তু চিদ্‌বিগ্রহস্য নিত্যত্বং সূচ্যতে) বহুধা (বিবিধা-প্রকারেণ) ভক্তি রসাভিনর্তকঃ (ভক্তিরসাবিষ্টঃ সন্ অভিনর্তকঃ সম্যক্‌নৃত্যশীল ভক্তানাং নর্তন-বিলাস-প্রবর্তকঃ ইতি যাবৎ) সঃ (গৌরচন্দ্রঃ) জয়তি (সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে, অনুজ্ঞার্থে বর্তমান-প্রয়োগঃ।।৪।।

অনুবাদ। বিশুদ্ধবিক্রম, হেমকান্তি, পদ্মপলাশলোচন, সুন্দর-জানু-পর্যন্ত বিলম্বিত-ষড়্‌ভুজযুক্ত, কীর্তনকালে ভক্তিরস-পরিপ্লুত-চিত্তে বিবিধ প্রকারে নৃত্যবিলাসশীল শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন।।৪।।

'বহুধা ভক্তিরসাভিনর্তকঃ'—পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গৌণরস মিলিত হইয়া ভক্তিরসের উদয় করায়। গৌরসুন্দর পাঁচপ্রকার রতিবিশিষ্ট ভক্তের বিষয়-বিগ্রহ হইয়া সুষ্ঠুভাবে স্বয়ং নৃত্য করিয়াছেন এবং আশ্রিত-জনগণকে নৃত্য করাইয়াছিলেন।।৪।।

অন্বয়। দেবঃ (লীলাময়ঃ স্বরাট) কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ জয়তি জয়তি (অত্যুৎকর্ষেণ জয়তাৎ, ঔৎসুক্যে দ্বিরুক্তিঃ); তস্য নিত্যা (সনাতনী) পবিত্রা (অচিৎস্পর্শসম্ভাবনা-রহিতা শুদ্ধসত্ত্বময়ী লোকপাবনী) কীর্তিঃ (যশোরশ্মিঃ) জয়তি জয়তি তস্য বিশ্বেশমূর্তে (বিশ্বেশঃ সর্ব জগতাং প্রভুঃ, স এব মূর্ত্তিঃ সাক্ষাৎ চিদ্‌বিগ্রহঃ, অথবা, বিশ্বেষাং সর্বেষাম্ ঈশানাং প্রভুণাং মূর্তয়ঃ যস্মিন্ যতো বা, তস্য) ভৃত্যঃ (ভক্তঃ) জয়তি জয়তি; তস্য (গৌরস্য স্বকীয়স্য) সর্বপ্রিয়াণাং (সর্বেষাং প্রিয়াণাং প্রিয়বর্গাণাং ভক্তানাম্ ইত্যর্থঃ; 'সর্বপ্রিয়স্য' ইতি পাঠে ত্বস্য 'তস্য' ইতি পদস্য বিশেষণত্বং) নৃত্যং (নামকীর্তনমুখে উদ্দণ্ডনর্তনং চ) জয়তি জয়তি।।৫।।

অনুবাদ। লীলাময় স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন; তাঁহার সনাতনী পবিত্রা কীর্তি জয়যুক্তা হউন, জয়যুক্তা হউন; সর্বেশ্বরেশ্বর সর্বজগৎপ্রভু সাক্ষাৎ চিদ্‌বিগ্রহ (অথবা, সকল ঈশ্বরগণের প্রভু) শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তাঁহার নিখিল প্রিয়-পরিকরগণের নৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।।৫।।

বিবৃতি। শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ বিজয়ের পর, তাঁহার অনুগমগুলী তাঁহাকে সম্বন্ধাধিদেবতা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র' বলিয়া নির্দেশ করিতেন। শ্রীরূপগোস্বামী স্ব-কৃত স্তবে বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ"। (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩৪ সংখ্যায়)—"শেষলীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। 'শ্রীকৃষ্ণে' জানাঞা সব বিশ্ব কৈলা ধন্য।।"

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, 'চৈতন্যমঙ্গলের পরিবর্তে ' গৌরমঙ্গল', 'চৈতন্যভাগবতে'র পরিবর্তে 'গৌরভাগবত', 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পরিবর্তে 'গৌরাঙ্গচরিতামৃত' কিংবা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে'র পরিবর্তে 'গৌরচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া

ইলাবৃতবর্ষে রুদ্রাণী ও স্ত্রীসেবিকাগণসহ রুদ্রের সঙ্কর্ষণ পূজা—

পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞা।।২০।।

মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের গুণাবলী সমস্ত ঈশ্বর পূজকেরই আরাধ্য—

পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা।।২১।।

অচেতনাশ্রয়ে তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রণালীকে কলঙ্কিত করিতে পারিবেন। শ্রীগৌর-লীলায়, তিনি জগতের হরিবিমুখ অচৈতন্য ব্যক্তিগণের কৃষ্ণান্বেষণপ্রবৃত্তিরূপ চৈতন্যধর্ম উদয় করাইবার জন্যই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম গ্রহণ করিয়া, নিঃশ্রেয়সার্থি-জনগণের কৃষ্ণভজন-চেষ্টার আদর্শ-উদ্দীপন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যে মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেমদাতা,---ইহাই তাঁহার পরমপবিত্রা নিত্যা কীর্তি।

সেই বিশ্বেশ-মূর্তি বিশ্বম্ভর গোলোকপতির ভৃত্যস্বরূপ যাবতীয় ভক্তগণই তাঁহার লাল্য এবং তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ও মহৈশ্বর্যের অধিকারী।

শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর ও অন্যান্য প্রিয়জনবর্গের গোপীভাবোচিত কীর্তনমুখে দাস্যই সর্বোপরি জয় লাভ করুক।।৫।।

শ্রীচৈতন্যের বন্দনার প্রাগ্‌ভাগে সাধারণভাবে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে দণ্ডবন্নতি দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবই সেই শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর সর্বপ্রধান নায়ক। সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই গ্রন্থকারের সেই গুরুদেব।

'গোষ্ঠী',—"নানাশাস্ত্রবিশারদৈ রসিকতা সৎকাব্যসংমোদিতা নির্দোষৈঃ কুলভূষণৈঃ পরিমিতা পূর্ণা কুলজ্ঞৈরপি। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-কারণ-কথা শুশ্রূষয়ানন্দিতা গত্বাভীষ্টমুপৈতি যদ্‌গুণিজনো 'গোষ্ঠী' হি সা চোচ্যতে।।"

দণ্ড,---দণ্ডবৎ; পরণাম,---প্রণাম। সেই 'প্রণাম'---চতুর্বিধা; যথা---(১) অভিবাদন, (২) অষ্টাঙ্গ, (৩) পঞ্চাঙ্গ, (৪) করশিরঃসংযোগপূর্বক প্রণাম।।৬।।

গুরু-প্রণামের পর অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বন্দনার পর শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করিলেন। ইহাই শিষ্টাচার ও সজ্জনপদ্ধতি; এইজন্য 'তবে' শব্দের প্রয়োগ।

যদিও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় দশনামী ও অষ্টোত্তরশতনামী ত্রিদণ্ডি-বৈদিকসন্ন্যাসিগণ শ্রীশঙ্করপাদের বহুপূর্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি নির্বিশেষ-বিচারপ্রিয় বৈদান্তিক শঙ্করের অভ্যুদয়ে চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদমুলে ভারতে পঞ্চোপাসক-সমাজ পুনর্গঠিত হওয়ায় শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য-সম্প্রদায়ের দশনামী দণ্ডিন্যাসিগণের প্রথামত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর্যাবর্তে বৈদিকাভাস অর্থাৎ 'বেদানুগব্রুব' আর্যসমাজের অনেকেই শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী এবং শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের শাসনানুসারে পঞ্চোপাসক।

দশনামী সন্ন্যাসী--যথা "তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্বতসাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ।।" প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর উপাধি ও স্থানের নাম যথাক্রমে লিখিত হইতেছে---

তীর্থ ও আশ্রম---সন্ন্যাসোপাধি, স্থান---দ্বারকা, ব্রহ্মচারি-নাম---স্বরূপ। বন ও অরণ্য--সন্ন্যাসোপাধি, স্থান---পুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারি-নাম---প্রকাশ। গিরি, পর্বত ও সাগর সন্ন্যাসোপাধি, স্থান---বদরিকাশ্রম, ব্রহ্মচারি-নাম---আনন্দ। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী---সন্ন্যাসোপাধি, স্থান---শৃঙ্গেরী, ব্রহ্মচারি-নাম---চৈতন্য (মঞ্জুসা---২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশঙ্করাচার্য সমগ্র ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিটী শিষ্যকে মঠাধিপ করেন। এই চারিটী মূলমঠের অধীন অসংখ্য শাখা-মঠ ক্রমশঃ উদ্ভুত হইয়াছে। দেশভেদে মঠের বাহ্য সাদৃশ্য নির্দিষ্ট থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে বিপর্যয় লক্ষিত হয়। এই চারিমঠে আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার, ভূমিবার-ভেদে চতুর্বিধ সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। কাল-বশে এই সম্প্রদায়ের ধারণারও বিপর্যয় দেখা যায়। মঠ-ভেদে চারিটী মহাবাক্যেরও বিভাগ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে পূর্বে মঠাধীশ সন্ন্যাসি-গুরুর নিকট গমন করিয়া 'ব্রহ্মচারি' হইতে হয়। তিনি যে-প্রকার সন্ন্যাসী, তদনুসারে 'ব্রহ্মচারি'-নাম দিয়া থাকেন। আজও এই সম্প্রদায়ে এই প্রথা বিশেষভাবে চলিয়া আসিতেছে।

বলদেবের রাস বর্ণন—

তান রাসক্রীড়া-কথা—পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপী-সনে করিলা বিহার।।২২।।

চৈত্র ও বৈশাখ-মাসে শ্রীবলরামের রাস—

দুইমাস বসন্ত, মাধব-মধু-নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে।।২৩।।

শ্রীমহাপ্রভু কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিনয় করায় তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও ভগবান্ স্বীয় 'ব্রহ্মচারি'-নামই প্রচার করেন। 'ভারতী'-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বীয় পরিচয় দিবার কথা তাঁহার লীলা-লেখকগণ কেহই বলেন না। সন্ন্যাস-নামের সহিত ঈশ্বরাভিমান সংশ্লিষ্ট থাকায়, বোধ হয়, জীববান্ধব জগদ্‌গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও আপনাকে কৃষ্ণদাসাভিমানে বশ্য-জীবকূলের নিকট শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি প্রচারপূর্বক তাহাদের নিত্যহিতসাধনেচ্ছায় তাদৃশ একদণ্ড সন্ন্যাসোপাধিদ্বারা সদম্ভে পরিচয়-প্রদান আদর করেন নাই। 'ব্রহ্মচারি'-নামে গুরুদাস্যাভিমানই অনুস্যূত; উহা ভক্তির প্রতিকূল নহে। মহাপ্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সন্ন্যাসের চিহ্নসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

'মহেশ্বর'---(শ্বেঃ উঃ ৪।১০ ও ৬।৭)---''মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'' ও ''তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্''। (ভাঃ ১১।২৭।২৩ শ্লোকে শ্রীধরস্বামি-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'য় ধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ডস্থ ৯ অঃ-বাক্য)---'' যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তস্য প্রকৃতিলীনস্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।। যোঽসাবকারো বৈ বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্নারায়ণো হরিঃ। স এব পুরুষো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ।।'' (ব্রঃ বৈঃ প্রকৃতিখণ্ডে ৫৩ অঃ)---''বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্বেষাং মহতামীশ্বরঃ স্বয়ম্। মহেশ্বরঞ্চ তেনেমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।''

নবদ্বীপ,---ভাগীরথীর পূর্বকূলে নবদ্বীপ নগর। বহুপূর্ব হইতেই তথায় সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সেই স্থান সম্প্রতি নবদ্বীপ-নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পল্লী-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে-স্থলে শ্রীজগন্নাত মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতের ভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি 'শ্রীমায়াপুর'-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় নবদ্বীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্তিস্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। প্রভুর প্রকটকালীন কুলিয়া-গ্রামে বা 'পাহাড়পুরে'ই আধুনিক নবদ্বীপ সহর বসিয়াছে এবং সেইস্থলেই বর্তমান নবদ্বীপ-মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নবদ্বীপ-নগর 'কুলিয়াদহ' বা 'কালীয়-দহে'র বর্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীতে নদীয়া-নগর বর্তমান 'নিদয়া', 'শঙ্করপুর', 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্বে ষোড়শ-শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমকালীন নবদ্বীপ-নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্তমান বামুনপুকুর পল্লীর নাম ' বেলপুকুর' ছিল, পরে ' মেঘার চড়ায় প্রাচীন বিল্বপুষ্করণী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান 'বামুনপুকুর'-নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, কাকড়ের মাঠ, শ্রীরামপুর, বাব্‌লা-আড়ি প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদ্বীপ ও কতকটা মোদদ্রুম-দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাডাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও 'তেঘড়ির কোল', ' কোল-আমাদ', 'কুলিয়ার গঞ্জ' প্রভৃতি বর্তমান নবদ্বীপ সহরের স্থানসমূহ আজও সেই প্রাচীন কোলদ্বীপের সংস্থান নির্দেশ করিতেছে। গঙ্গার পশ্চিম-পারে বিদ্যানগর, জান্নগর, মাম্‌গাছি, কোব্‌লা প্রভৃতি স্থান নবদ্বীপের উপকণ্ঠে বা সহরতলীরূপে অবস্থিত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ববর্তিকালে প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তিহীন কুতর্কমূলক-ধারণা এক্ষণে নানাকারণে ভীষণমূর্তি ধারণ করিবার অবসর পাইলেও ঐগুলি প্রকৃতস্থান-নির্ণয়বিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিবে না। চাঁদকাজীর সমাধির কিছু দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গণ ('প্রভুর জন্মভিটা') অবিসম্বাদিতভাবে দিব্যসূরি শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধভক্তগণের নির্দেশমতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিরপেক্ষ যুক্তিপুষ্ট ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবিতর্কিত ভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত স্থানগুলিকেই 'প্রাচীননবদ্বীপ' বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করে।

ভক্তিরত্নাকরে, ১২শ তরঙ্গে---'ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার। সর্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার।।'' যথা বিষ্ণু পুরাণ ২য় অঃ, ৩য় অঃ, ৬-৭ শ্লোক---'ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময়। ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।। নাগদ্বীপস্তথা

ভাগবতে বলরাম-রাসের বক্তা—শ্রীশুকদেব,
শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিৎ—
সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা-পরীক্ষিতে।।২৪।।

তথাহি (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮; ২১-২২)—
চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস গোপীগণসহ বলরামের রাস—
দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্।।২৫।।

সৌম্যো গান্ধর্বস্ত্বথ বারুণঃ। অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ। যোজনানাং সহস্রং তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।।''

ইহার শ্রীধরস্বামি-টীকা—''সাগরসংবৃতঃ ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্তী; নবমস্যাস্য পৃথঙ্নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে।।''

তথা (গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ১৮শ সংখ্যা--) ''রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে। সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদুর্নবদ্বীপঃ সোহয়ং জগতি পরমাশ্চর্য-মহিমা।।''

নবদ্বীপ-নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্তি যা'তে।। শ্রবণ-কীর্তন আদি নববিধা ভক্তি। দেখহ শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি।।'' তথা হি (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)--''শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেহধীতমুত্তমম্।।''

''অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম।। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে। নহিল সে নামের ব্যত্যয় কোন-মতে।। যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়। তথাপি সে সব নাম অনুভব হয়।। ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণলীলানুসারেতে।। কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল। কথো গ্রাম-নাম লোকে অস্ত-ব্যস্ত কৈল।। তৈছে নবদ্বীপে অন্তর্ভূত যত গ্রাম। প্রভু-ভক্ত-লীলামতে ব্যক্ত হইল নাম।। কথো অস্ত-ব্যস্ত, কথো লুপ্ত সেইমতে। কিন্তু নবদ্বীপ-নাম জানাই ক্রমেতে।। 'দ্বীপ' নাম-শ্রবণে সকল দুঃখ-ক্ষয়। গঙ্গা-পূর্ব-পশ্চিম-তীরেতে দ্বীপ নয়।। পূর্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্তদ্বীপ হয়। গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ, চতুষ্টয়।। কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর। রুদ্রদ্বীপ, এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।। এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়। প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে সদায়।।''

(ত্রিদণ্ডিগোস্বামি-শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ-কৃত 'নবদ্বীপশতকে' ১-২ সংখ্যা)—''নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরটরুচিরং ভাববলিতং মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজনসহিতং কীর্তনপরম্। সদোপাস্যং সর্বৈঃ কলিমলহরং ভক্তসুখদং ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যর্চন-বিধৌ।। শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদবিষ্ণুসদনম্। সিতদ্বীপং চান্যে বিরলরসিকো যং ব্রজবনং নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুদিতম্।।''

অবতার,---(শ্রীল জীবপ্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ২৮শ সংখ্যায়---) ''অবতারশ্চ প্রাকতবৈভবেহবতরণমিতি''! শ্রীরূপ প্রভু-কৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূঃ খঃ অবতারবর্ণন প্রসঙ্গোক্ত-শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণোক্তি— ''অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেহবতরণ খল্ববতারঃ'' অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-ধাম হইতে মায়াতীত তত্ত্বে প্রাকৃত বৈভবরূপ এই প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার'।

(চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ ৮৮-৯০ সংখ্যায়---) ''যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা।। দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জ্বলন। মূল একদীপ তাহাঁ করিয়ে গণন।। তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।।'' (ঐ আদি ৩ পঃ ২৮-৩০ সংখ্যায়---) ''তাতে আপন ভক্তগণ করি' সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি' করিমু নানা রঙ্গে।। এত ভাবি' কলিযুগে প্রথম-সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায়।। চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য, সিংহের হুঙ্কার।।'' (ঐ ১০৯ সংখ্যা---) ''চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতার 'ধর্মসেতু'।।'' (ঐ আদি ৫ পঃ ১৪-১৫ সংখ্যা---) ''প্রকৃতির পারে '' পরব্যোম'-নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি গুণবান্।। সর্বগ অনন্ত, ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ, কৃষ্ণাবতারের তাহাঁঞি বিশ্রাম।। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায়।।'' (ঐ ৭৮-৮১ সংখ্যায়---) ''যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে (কারণার্ণবশায়ীকে) কৃষ্ণের 'কলা' করি'। মৎস্যকূর্মাদ্যবতারের তেঁহো 'অবতারী'।। সেই পুরুষ---সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। নানা অবতার করে, জগতের ভর্তা।। সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্ত যেই অংশের অবধান। সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার'-নাম।। আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্। সর্বাবতার-বীজ, সর্বাশ্রয়-ধাম।।'' (ঐ ১৩১, ১৩২ ও ১২৭,

যামুনতটে রামঘাটায় পূর্ণিমা-রজনীতে বলরামের রাস—

পূর্ণচন্দ্র কলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ।।২৬।।

তৎকালে গন্ধর্ব ও মুনিগণের বলরাম-স্তুতিগান—

উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বনিতা-শোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযুথেশো মহেন্দ্র ইব বারণঃ।।২৭।।

১২৮ এবং ১৩৩ সংখ্যায়—) "কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশাশ্রয়। সর্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয়।। যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে। সকল সম্ভব কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে।। ☆☆ অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি'। সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে 'অবতারী'।। 'অবতার', 'অবতারী'—অভেদ, যে জানে। পূর্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে।। ☆☆ অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি। সর্বাবতার লীলা করি' সবারে দেখাই।।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ২৬৪ সংখ্যায়—)

"সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্তি 'অবতার'-নাম ধরে।।
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম।।"

বিশ্বম্ভর,—পূর্ববর্তী ১ ম শ্লোকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।। ৭।।

ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্তের হৃদয়ে, প্রথমতঃ কেবলমাত্র ভগবানের পূজাই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ,—এইরূপ ধারণা হয়। তাদৃশী ধারণা কিন্তু ভক্তপূজার মহিমা খর্ব করিয়া ভগবৎপ্রীতির শিথিলতাই প্রকাশ করে। শাস্ত্রে (পদ্মপুরাণ) বলেন,—"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাধাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্। অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।।"

দঢ়—দৃঢ়। মর্যাদা-পথে,—ভগবান্ পূজ্য-বস্তু এবং ভগবদ্দাসগণই পূজক। রাগপথে, তাদৃশ পূজ্য-পূজক সম্বন্ধে ঐশ্বর্য প্রবল না থাকায়, সেবা-প্রবৃত্তির আধিক্যহেতু সেবকের প্রগাঢ় সেবাভিমান বর্তমান; তজ্জন্য মাধুর্যরসে সেব্য-বস্তু কৃষ্ণ অপেক্ষাও আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমানে অথবা সেব্যবস্তুকে আপনার 'অধীন' বা 'আয়ত্ত' বলিয়া উপলব্ধিতে সেবার প্রগাঢ়তাই বিদ্যমান।

বেদে ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ; যথা—

"তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ভূতিকামঃ"—(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১০), —(৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের) শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণকৃত 'গোবিন্দ-ভাষ্যে' এই মন্ত্রার্থ-ব্যাখ্যা—"আত্মজ্ঞং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞং তদ্ভক্তমিত্যর্থঃ; ভূতিকামো মোক্ষপর্যন্ত-সম্পত্তিলিপ্সুরিত্যর্থঃ" অর্থাৎ আত্যন্তিক-মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি ভগবদ্-ভক্তকে সেবা করিবেন।

"তানুপাস্ব তানুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃণু হি তে ত্বামবন্ত"—৩।৩।৪৭ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমধ্ব-ভাষ্য-ধৃত পৌষায়ণ-শ্রুতি-বাক্য; অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের উপাসনা কর, তাঁহাদিগের সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করিবেন।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"—(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩, সুবাল—১৬) ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য বর্তমান।

"তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ।।"—(ইতিহাস সমুচ্চয়ে) প্রভৃতি বহু সাত্বতশাস্ত্রবাক্য বর্তমান।।৮।।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট মহাভাগবত উদ্ধব জীবহিতার্থ বিশুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞান ও শুদ্ধভক্তিযোগ জিজ্ঞাসা করায়, তদুত্তরে শ্রীভগবান্ শুদ্ধভক্ত্যঙ্গসমূহের বর্ণন-প্রসঙ্গে স্ব-ভক্তমহিমা কীর্তন-করিতেছেন—

অন্বয়। মদ্ভক্তপূজা (মম ভক্তানাং সেবা) অত্যধিকা মৎপূজায়া অপি শ্রেয়সী, উৎকর্ষেণ মম সন্তোষ-সাধিকা,—ইতি উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদুক্তিঃ)।।৯।।

দুন্দুভিনাদ ও কুসুম-বর্ষণ—

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা।।২৮।।

আত্মারামোপাস্য শ্রীবলদেবের রাস—

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তাঁরাও রামের রাসে করেন স্তবন।।২৯।।

অনুবাদ। (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব!) আমার ভক্তের সেবা—আমার পূজা হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠ।।৯।।

আদিপুরাণ-বাক্য—"যে যে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্থে মে ভক্ততমা মতাঃ।।" (ভাঃ ৩।৭।২০)—"দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু। যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ।।" পাদ্মোত্তরবচন—"অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা। সর্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চনাৎ।। ইত্যাদি শুদ্ধভক্তপূজা-মাহাত্ম্যময় বহু শাস্ত্রবাক্য দেখা যায়।

কার্যসিদ্ধি,—(৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রঃ সূঃ গোবিন্দভাষ্যধৃত শাণ্ডিল্য-স্মৃতিবাক্য)—"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্। ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্তপরিচর্যারতাত্মনাম্।। কেবলং ভগবৎপাদ-সেবয়া বিমলং মনঃ। ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্তচরণার্চনাৎ।।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী—(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ২০-২১ সংখ্যায়)—'গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণ।। তিনের স্মরণে হয়, বিঘ্ন-বিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ-বাঞ্ছিত-পূরণ।।"১০।।

সাধারণভাবে বৈষ্ণবগুরুগণকে বন্দনাপূর্বক গ্রন্থকার নিজগুরু ইষ্টদেবের বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণন আরম্ভ করিলেন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপাই তদ্বিষয়ে যোগ্যতার প্রধানতম কারণ।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, 'স্বয়ংরূপ' শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অভিন্ন-স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুই মূলসংকর্ষণ, তিনিই (মহা) সংকর্ষণ এবং কারণ-গর্ভ-ক্ষীর সমুদ্রশায়িপুরুষাবতারত্রয় ও সহস্রফণা (মুখ বা মস্তক)-যুক্ত 'অনন্তদেব' বা 'শেষ',—এই বিষ্ণুতত্ত্ববর্গের মূল আকর বা অংশী।।১১।।

বলরাম,—(ভা ১০।২।১৩ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি—) "রামেতি লোকরমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্র য়াৎ"

অর্থাৎ আমার প্রতি লোকের রতি প্রকট করাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীবলদেবকে 'রাম' এবং বলের উৎকর্ষহেতু তাঁহাকে 'বল' বলিয়া সকলে সম্বোধন করিবে।

(চৈঃ চঃ আদি ৫ ম পঃ ১১৬-১১৭ ও ১২০-১২২ সংখ্যায়—) "সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ-সর্ব-অবতংস।। সেই বিষ্ণু 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী। কাহাঁ শিরে আছে মহী,—হেন নাহি জানি।।" ☆ ☆

"সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর।। সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ গান। নিরবধি গুণ গাহেন, অন্ত নাহি পা'ন।। সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেম-সুখে।।"

যশোধাম,—নিখিল অপ্রাকৃত সদ্গুণ-কীর্তিরাশির নিলয় ও ভাণ্ডার।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ দ্বিভুজ হলধর নরবপু শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভু ভক্তস্বরূপে অনুক্ষণ গৌরকৃষ্ণসেবারত থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বর্ধন করিলেও এস্থলে তাঁহারই 'অংশকলা'-স্বরূপ ভূধারী সহস্রবদন অনন্তদেব বা শ্রীশেষের সহস্রমুখে নিরন্তর স্বীয় আরাধ্য শ্রীগৌরগুণকীর্তনরূপ অতুলনীয় সেবা সামর্থ্য বর্ণিত হইতেছে। তিনি চতুঃসনাদি ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। গৌরকৃষ্ণলীলা-বর্ণনসূত্রে তিনি—ব্যাসাবতার শ্রীগ্রন্থকারের 'গুরু' বা প্রভু।

শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমুখে কৃষ্ণযশোময় ভাগবতকীর্তন,—(ভা ৬।১৬।৪০ ও ৪৩ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর স্তবোক্তি) "জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্মমনবদ্যম্। নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয় আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায়।।" ☆☆ "ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা যয়া হ্যভিহিতো ভাগবতো ধর্মঃ। স্থিরচরসত্ত্বকদম্বেষ্বপৃথগ্ধিয়ো যমুপাসতে ত্বার্যাঃ।।" অর্থাৎ, "হে অজিত, (সনৎকুমারাদি) নিষ্কিঞ্চন আত্মারাম মুনিগণ (ভগবৎপ্রেমরূপ) অপবর্গের নিমিত্ত যাঁহার উপাসনা করেন, সেই আপনি যখন অনিন্দ্য (বিশুদ্ধ) শ্রীভাগবতধর্ম কীর্তন করিতেছেন, তখন আপনারই জয় (সর্বোৎকর্ষ) লাভ হইয়াছে। ☆ ☆ আপনার যে দৃষ্টি কখনও পরমার্থকে পরিত্যাগ করে না, সেই দৃষ্টিদ্বারাই আপনি শ্রীভাগবতধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, অতএব স্থাবর জঙ্গম প্রাণিসমূহে সমবুদ্ধি পণ্ডিত ভাগবতগণ ঐ ধর্মেরই উপাসনা করেন।"

রাম ও কৃষ্ণ—অভিন্ন বিগ্রহ—

যাঁর রাসে দেবে আসি' পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে,—ভেদ নাহি কৃষ্ণ-হলধরে।।৩০।।

রাম-চরিত্র বেদে গুপ্ত থাকিলেও পুরাণে ব্যক্ত—

চারি-বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব, সব—পুরাণে বিদিত।।৩১।।

পাঠান্তরে, 'কৃষ্ণযশোধাম' অর্থাৎ কৃষ্ণের (অলৌকিক) যশের আধার (শ্রীমদ্ভাগবত)।।১২।।

থুই,---এ-স্থলে, 'থোয়' (স্থাপন করে), এই অর্থে ব্যবহৃত। যেরূপ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকটই লোকে বহুমূল্য রত্নাদি গচ্ছিত রাখে, তদ্রূপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ প্রভুর কলা স্বরূপ শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমুখে কীর্তনাখ্যা-ভক্তিদ্বারা সংসেবিত হইবার জন্য তাঁহার গুণলীলার অনন্তভাণ্ডার (শ্রীভাগবত) গচ্ছিত রাখিয়াছেন।

শ্রীঅনন্ত,---(ভা ৫।২৫।১ম শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি---) ''তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি'' অর্থাৎ পাতালের তলদেশে ত্রিংশৎসহস্রযোজন অন্তরে ভগবানের এক তামসী কলা আছেন, তাঁহার নাম--- 'শ্রীঅনন্ত' (বস্তুতঃ, এই মূর্তি---বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী; তমোগুণাবতার রুদ্রের অন্তর্যামিরূপে বিশ্বের সংহারাদি করেন বলিয়া এই মূর্তি---'তামসী' নামে আখ্যাত)। ভা ৫।১৭।১৭ শ্লোকের শ্রীমধ্বভাষ্যধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন--- ''অনন্তান্তঃস্থিতো বিষ্ণুরনন্তশ্চ সহামুনা''।

বিষ্ণু-পুঃ ২য় অং ৫ম অঃ ১৩-২৭ শ্লোকে ভূধারী শ্রীশেষ বা অনন্তদেবের অপরিমেয় বীর্য, সর্বভক্তনমস্যতা, সহস্রফণা বা শির, লাঙ্গল ও মুষলায়ুধ, অতিবিশাল আকার প্রভৃতি বৈভব বর্ণিত আছে।।১৩।।

বলরামের স্তবন,---ভা ৫।১৭।১৭-২৪ শ্লোকে শ্রীমৎ সঙ্কর্ষণের প্রতি ভবানীনাথের স্তব, ভা ৫।২৮।১-১৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবকর্তৃক শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তবোক্তি বর্ণন এবং ভা ৬।১৬।১৭-২৫ শ্লোকে চিত্রকেতুর নিকট শ্রীনারদের শ্রীসঙ্কর্ষণ-মহিমময়ী মহোপনিষদ্‌বিদ্যা-প্রদান, ঐ অধ্যায়ে ৩৪-৪৮ শ্লোকে চিত্রকেতুকর্তৃক শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তব, বিষ্ণুপুরাণে ৫ম অং ৯ম অঃ ২২-৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীবলদেব-স্তব প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এই সব শাস্ত্রবাক্য বিচার করিলে জানা যায় যে, 'সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ' শ্রীমন্নিত্যানন্দ-রামের স্তব অর্থাৎ নামগুণানুকীর্তনফলেই জীবের অবিদ্যা-জনিত অচেতন উপাধি বা বন্ধন নষ্ট হয়।। তখন শুদ্ধজীব শ্রীনিত্যানন্দরামকে গুরুজ্ঞানে স্তুতি-পুরঃসর তাহারই আনুগত্যে অপ্রাকৃত-সেবোন্মুখী জিহ্বায় স্বীয় অভীষ্টদেব ও উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কীর্তন করিতে থাকেন।।১৪।।

সহস্রেক-ফণাধার,---(ভাঃ ৫।১৭।২১ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি রুদ্রের স্তবোক্তি---) ''যমাহুরস্য স্থিতি-জন্ম-সংযমং ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ। ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং ভূমণ্ডলং মূর্ধসহস্রধামসু।।''

অর্থাৎ (দিব্যদ্রষ্টা) ঋষিগণ যাঁহাকে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ অথচ গুণত্রয়রহিত বলিয়া 'অনন্ত'-নামে অভিহিত করেন, সেই অনন্তদেবের সহস্রফণারূপ স্বীয় ধামের একদেশে একটি সর্ষপের ন্যায় যে ভূমণ্ডল অবস্থিত, তাহা যাঁহার গণনার মধ্যেই আসে না, সেই ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবকে কেই বা পূজা না করিবে?

(ভা ৫।২৫।২য় শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি---) ''যস্যেদং ক্ষিতিমণ্ডলং ভগবতোঽনন্তমূর্তেঃ সহস্রশিরস একস্মিন্নেব শীর্ষণি ধ্রিয়মাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে।''

অর্থাৎ সেই সহস্রশীর্ষা অনন্তমূর্তি ভগবানের একটী ফণায় ধৃত হইয়া এই ক্ষিতিমণ্ডল একটী সর্ষপের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

ঐ অধ্যায়েরই ১২ ও ১৩শ শ্লোকদ্বয় (পরবর্তী মূল ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।।(ভাঃ ৬।১৬।৪৮ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর স্তবোক্তি---) ''ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি তস্মৈ নমো ভাগবতেঽস্তু সহস্রমূর্দ্ধ্নে'' অর্থাৎ যাঁহার শিরোদেশে এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল সর্ষপতুল্য অবস্থিত, সেই সহস্রশীর্ষা ভগবান্ অনন্তদেবকে প্রণাম।

উদ্দাম,---স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাচালিত; অতিশয় প্রবল; (ভাঃ ৫।১৭।১৭-২৪, ৫।২৮।১-১৩ এবং ৬।১৬।৩৪-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।

অনভিজ্ঞতা-মূলে শ্রীবলরামের রাসে সন্দেহ—
মূর্খ-দোষে কেহ কেহ না দেখি' পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ।।৩২।।

ব্রজে একইস্থানে বলরামাদি সখাসহ কৃষ্ণের হোলি-খেলা—
একঠাঁই দুইভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন-মাঝে।।৩৩।।

হলধর,—(ভাঃ ৫।২৫।৭ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের পাতালতলাধীশ্বর পৃথ্বীধারী শ্রীঅনন্তদেবের রূপবর্ণন) ''* * নীলবাসা এককুণ্ডলো হলককুদি কৃতসুভগসুন্দরভুজঃ'' অর্থাৎ পৃথ্বীধারী শ্রীশেষের পরিধানে নীলবসন, কর্ণে এক কুণ্ডল এবং (স্বীয় আয়ুধ) হলটী এরূপভাবে ধৃত যে, উহার পৃষ্ঠ-ভাগে তাঁহার সুন্দর রম্য বাহু সুবিন্যস্ত।''

লঘুভাগবতামৃতে (পূঃ খঃ প্রাভববৈভববর্ণন-প্রসঙ্গে ৬২ সংখ্যায়---) ''এ তস্যৈবাংশভূতোঽয়ং পাতালে বসতি স্বয়ম্। নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালা-বিভূষিতঃ।। ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফণাবলীম্। লাঙ্গলী মুষলী খড়্গী নীলাম্বর-বিভূষিতঃ।।''১৫।।

'মহাপ্রভু',—যদিও চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ ১৪ সংখ্যা—''এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ।।'' লিখিত আছে, তথাপি স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীহলধর-বলদেব-প্রভুই সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ এবং জীববৃন্দের প্রভুস্বরূপ সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল আকরস্থানীয় প্রভু; এজন্যই তাঁহার একান্ত আশ্রিতসেবক শ্রীগ্রন্থকার এস্থলে তাঁহারই অংশকলাস্বরূপ শ্রীশেষকে তদভিন্নবিগ্রহ-জ্ঞানে 'মহাপ্রভু'-আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন; সুতরাং তাহা সিদ্ধান্ত-সঙ্গতই হইয়াছে।

প্রকাণ্ড শরীর,—চৈঃ চঃ আদি ৫ ম পঃ ১১৯ সংখ্যায়—''পঞ্চাশৎকোটিযোজন পৃথিবী বিস্তার। যাঁর একফণে রহে সর্ষপাকার।''

(ভাঃ ৬।১৬।৩৭ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর স্তব—) ''যত্র পতত্যণুকল্পঃ সহাণ্ডকোটি-কোটিভিস্তদনন্তঃ'' অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে পরমাণুবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, সেইজন্যই আপনি—'অনন্ত'; ১৫ শ সংখ্যায় উদ্ধৃত ভাঃ ৫।১৭।২১, ৫।২৫।২ ও ৬।১৬।৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পাঠান্তরে—' চৈতন্যচন্দ্রের রসে মত্ত মহাধীর'।।১৬।।

(চৈঃ চঃ আদি ৫ ম পঃ ৪-৬ ও ৮-১১ সংখ্যায়)—''সর্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয়-দেহ শ্রীবলরাম।। একই 'স্বরূপ' দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য-কায়-ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়।। সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।।'' * *'' শ্রীবলরাম গোসাঞি—মূল-সঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন।। আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা-কার্য করে ধরি' চারি কায়। সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন। ' শেষ'-রূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ-সেবন।। সর্বরূপে আস্বাদয় কৃষ্ণসেবানন্দ। সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ।।'' (ঐ আদি ৫ম পঃ ১২০, ১২৪, ১৩৭ ও ১৫৬ সংখ্যায়)—''সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর।।'' * * ''এত মূর্তি ভেদ করি' কৃষ্ণ-সেবা করে। কৃষ্ণের ' শেষতা' পাঞা 'শেষ' নাম ধরে।।'' * * ''আপনাকে 'ভৃত্য' করি' কৃষ্ণে 'প্রভু' জানে। কৃষ্ণের 'কলার কলা' আপনাকে মানে।।'' * * ''শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, শ্রীনিত্যানন্দ—রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করেন, চৈতন্যের কাম।।''

জ্ঞাতব্য এই যে, শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণপ্রভু স্বয়ং বিষ্ণুপরতত্ত্ববস্তু; সুতরাং সমান-ধর্মবশতঃ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ; অর্থাৎ সমগ্রচিৎসত্তা-বিস্তারিণী বা শুদ্ধসত্ত্বপ্রাকট্যবিধায়িনী সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহই শ্রীনিত্যানন্দ-বলরাম।।

মধ্যখণ্ডে ১২ শ অঃ ৫৩-৫৬ সংখ্যায়—''প্রভু বলে, এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে। যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।। ইহান চরণ—শিবব্রহ্মার বন্দিত। অতএব ইহানে করিহ সভে প্রীত।। তিলার্ধেক ইহানে যা'র দ্বেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে মোর 'প্রিয়' নহে।। ইহান বাতাস লাগিবেক যা'র গায়।। তারেহ কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্বথায়।।''

শ্রীনিত্যানন্দ-রাম বা সঙ্কর্ষণের গুণাবলী শ্রবণ বা কীর্তনকারীর মাহাত্ম্য (ভা ৫।১৭।১৮-১৯ শ্লোকে)—''ভজে......কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ''; ৫।২৫।৮ শ্লোকে—''য এষ এবমনু শ্রুতোঽভিধ্যায়মানো মুমুক্ষুশামনাদিকাল-কর্মবাসনাগ্রথিতমবিদ্যাময়ং

তথাহি (ভাঃ ১০।৩৪।২০-২৩)—
বলরাম ও সখাগণ-সহ ব্রজগোপীগণের মধ্যে কৃষ্ণের হোলি-খেলা—

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্।।৩৪।।

উত্তম-বেশে স্বীয় অনুরক্তা গোপীগণ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীবলরামের মনোহর গুণ-গান—

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরাজোহম্বরৌ।।৩৫।।

হৃদয়গ্রন্থিং সত্ত্ব-রজস্তমোময়মন্তর্হৃদয়ং গত আশুনির্ভিনত্তি'' অর্থাৎ যে সকল মুমুক্ষু (স্বরূপসিদ্ধিলাভেচ্ছু) ব্যক্তি শ্রীগুরুমুখে শ্রীঅনন্তের উক্তপ্রকার গুণচরিত শ্রবণ করিয়া সর্বতোভাবে তাঁহার ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাদের সত্ত্বরজস্তমোগুণময় হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদিকালসঞ্চিত কর্মবাসনাজনিত অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থিরূপ সংসার শীঘ্রই ছেদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়া ফেলেন। ভাঃ ৫।২৫।১১ শ্লোক (পরবর্তী মূলের ৫৫ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

(ভাঃ ৬।১৬।৩৪ ও ৪৪ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর স্তব—) '' অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাত্মভির্ভবতা। বিজিতাস্তেহপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোহতিকরুণঃ।।'' '' ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ। যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোহপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।।''

অর্থাৎ হে ভগবান্ অজিত, অন্য কাহারও কর্তৃক আপনি পরাজিত না হইলেও সর্বত্র সমবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয় সাধুভক্তগণ আপনাকে জয় করিয়া স্বীয় অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন, কেননা, আপনি—অতিশয় করুণ; আর তাঁহারা নিষ্কাম হইয়াও আপনা-কর্তৃকই বিজিত, কেননা, আপনি নিষ্কামচিত্ত ভক্তগণকেই আত্মদান করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! আপনার দর্শনফলেই মানবগণের যে সর্বপাপক্ষয় হইবে,— ইহা কিছু বিচিত্র নহে; কেননা, (আপনার দর্শন দূরে থাকুক,) আপনার নাম একবার-মাত্র শ্রবণ করিয়া পুক্কশও (চণ্ডালও) সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।।১৮।।

রুদ্রের অন্তর্যামী—শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রভু। পার্বতী প্রভৃতির সহিত মহেশ শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রভুকে নিজ অভীষ্টদেবতা-জ্ঞানে নিত্যকাল স্তবাদিদ্বারা আরাধনা করেন,—ভাঃ ৫।১৭।১৬-২৪ দ্রষ্টব্য। অতএব যিনি মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র শ্রবণ বা কীর্তন করেন, মহেশ ও পার্বতী স্বীয় আরাধ্যদেবতার সেবক-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি মহাসন্তুষ্ট হ'ন।

সেই বলদেবপ্রভু—একান্তভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণানন্দ বর্ধনকারী। তাঁহার আনুগত্যরত সেবোন্মুখজীবের শুদ্ধ সত্ত্বময়ী সেবোন্মুখী জিহ্বায় উচ্চারিত কৃষ্ণসেবাতাৎপর্যময়ী বাণীই 'শুদ্ধা সরস্বতী'; আর নিত্যানন্দ-বলদেবানুগত্য পরিত্যাগপূর্বক জীবের যে কৃষ্ণতোষণ-তাৎপর্যশূন্যা জড়েন্দ্রিয়তোষণপরা ইতর-বাণী, তাহাই 'অসতী' বা 'দুষ্টা সরস্বতী' নামে প্রসিদ্ধা।।১৯।।

সঙ্কর্ষণ,—(ভাঃ ৫।২৫।১ম শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)—''সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমান-লক্ষণং যং সঙ্কর্ষণ ইত্যাচক্ষতে।'' ইহার শ্রীস্বামিকৃত 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকা দ্রষ্টব্য। (ভাঃ ১০।২।১৩ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি—) ''গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি'' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণপূর্বক রোহিণীর উদরে সন্নিবিষ্ট করায় ঐ গর্ভে আবির্ভূত পরমেশ্বরকে লোকে 'মূল-সঙ্কর্ষণ'-নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

(ভাঃ ৫।১৭।১৬)—''ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্বুদ-সহস্রৈরব রুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ 'সঙ্কর্ষণ'-সংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি।''

পরব্যোমপতি ভগবান্ শ্রীনারায়ণের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারিটী মূর্তির মধ্যে সঙ্কর্ষণ-মূর্তিটীও কারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্,—এই উপাধিত্রয়ের অতীত শুদ্ধচিন্ময়ী হইলেও জগৎসংহার প্রভৃতি তামসিক কার্যের কারণ বলিয়া ঐ মূর্তিকে ব্যবহারতঃ 'তামসী' বলা যায়। ভগবান্ ভব ভগবতী ভবানীর সহস্র অর্বুদ পরিচারিকার সহিত সেই মূর্তিকে আপনার অংশী বা মূলকারণ জানিয়া তাঁহাতে চিত্তসন্নিবেশ-পূর্বক যে মন্ত্র জপ করিতে করিতে উপাসনা করেন, তাহা ভাঃ ৫।১৭।১৭-২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

ভাঃ ৫।১৭।১৬ শ্লোকের শ্রীমধ্বকৃত 'ভাগবত তাৎপর্য'—''পূজ্যতে গিরিশেনেশ ইলাবৃতগতেন তু। জীবব্যপেক্ষয়া চৈব তথান্তর্যাম্যপেক্ষয়া।।''

পূর্ণিমা-রজনীতে সায়ংকালেই উভয়ের ক্রীড়া—

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপ-তারকম্।
মল্লিকাগন্ধ-মত্তালি জুষ্টং কুমুদবায়ুনা।।৩৬।।

উভয়ের নিখিল-প্রাণীর হৃৎকর্ণ-রসায়ন সঙ্গীতালাপ—

জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্।।৩৭।।

বৃহদ্ভাগবতামৃতে (১ম খঃ ২য় অঃ ৯৭-৯৮ ও ১ম খঃ ৩য় অঃ ১ম এবং ২য় খঃ ৩য় অঃ ৬৬ শ্লোকে)---"সমানমহিমশ্রীমৎপরিবারগণাবৃতঃ। মহাবিভূতিমান্ ভাতি সৎপরিচ্ছদমণ্ডিতঃ।। শ্রীমৎসঙ্কর্ষণং স্বস্মাদভিন্নং তত্র সোঽর্চ্চয়ন্। নিজেষ্ট-দেবতাত্বেন কিংবা নাতনুতেঽদ্ভুতম্।। * * "ভগবন্তং হরং তত্র ভাবাবিষ্টতয়া হরেঃ। নৃত্যন্তং কীর্তয়ন্তঞ্চ কৃত সঙ্কর্ষণার্চনম্।।" * * "ভগবন্তং সহস্রাস্যং শেষমূর্তিং নিজপ্রিয়ম্। নিত্যমর্চয়তি প্রেম্ণা দাসবজ্জগদীশ্বরঃ।।"

অর্থাৎ আত্মসম-মহিমান্বিত পরমশোভাশালী পরিষদ্‌বর্গে পরিবৃত ও মহাবিভূতিযুক্ত সুন্দর ছত্র-চামরাদি পরিচ্ছদদ্বারা মণ্ডিত, আপনা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ স্বীয় অন্তর্যামী শ্রীমৎসঙ্কর্ষণদেবের পূজায় রত হইয়া গিরীশ সেইস্থানে (স্বীয়লোকে) বিরাজ করিতেছেন। তিনি তথায় সঙ্কর্ষণদেবকে স্বীয় অভীষ্টদেবতারূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূজাবিধানপূর্বক কি অত্যদ্ভুত মহিমাই না বিস্তার করিতেছেন! (দেবর্ষি নারদ) সেই স্থানে (শিবলোকে) শ্রীমৎসঙ্কর্ষণদেবের অর্চনরত, তদীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্যপরায়ণ ও কীর্তনমত্ত মহৈশ্বর্যশালী মহাদেবকে (দর্শন করিলেন)। মহাদেব জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ন্যায়ই নিত্যকাল প্রেমসহকারে সহস্রবদন শেষমূর্তি শ্রীভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।

লঘুভাগবতামৃতে (পূঃ খঃ লীলাবতারবর্ণনপ্রসঙ্গে ৮৭-৮৮ সংখ্যায়---"সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তিমীয়িবান্।। শেষো দ্বিধা মহিধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদ্ ভূভৃৎ সঙ্কর্ষণো মতঃ।।" পুনরায় (ঐ প্রাভববর্ণন-প্রসঙ্গে ৬২ সংখ্যায়)---"এতস্যৈবাংশভূতোঽয়ং পাতালে বসতি স্বয়ম্। নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালাবিভূষিতঃ। ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফণাবলীম্।।" পুনরায়, (ঐ মহাবস্থ-নামক চতুর্ব্যূহবর্ণন-প্রসঙ্গে ১৬৭ সংখ্যায়---) "নিজাংশো যস্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ ইয্যতে। যস্তু সঙ্কর্ষণো ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সম্মতঃ। জীবশ্চ স্যাৎ সর্বজীব প্রাদুর্ভাবাস্পদত্বতঃ।।"

অর্থাৎ " যিনি গোলোকে 'সঙ্কর্ষণ'-নামক দ্বিতীয় ব্যূহ, তিনিই ভূধারী শেষের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীবলরাম (লীলাবতার) রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 'ভূধারী' ও সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের 'শয্যা'-রূপ-ভেদে 'শেষ'---দ্বিবিধ; তন্মধ্যে ভূধারী ' শেষ'---সঙ্কর্ষণের আবেশাবতার বলিয়া তিনিও 'সঙ্কর্ষণ'-নামে কথিত।" * * " এই মূলসঙ্কর্ষণ বলদেবেরই অংশভূত সঙ্কর্ষণ পাতালে বাস করিতেছেন; ইনি---তালধ্বজ, বাগ্মী অর্থাৎ চতুঃসনের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতা বনমালী এবং রত্নোজ্জ্বলা-ফণাধারী।" * "শ্রীসঙ্কর্ষণ--- চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রথম-ব্যূহ শ্রীবাসুদেবেরই বিলাসবিগ্রহ; তিনি চতুর্ব্যূহের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যূহ এবং সমগ্রজীবের প্রাকট্যের কারণ বলিয়া তিনি 'জীব'-নামেও কথিত হ'ন।।"২০।।

পঞ্চমস্কন্ধের এই ভাগবতকথা, ভাঃ ৫।১৭।১৬-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুই যাঁহাদিগের দেবতা, তাঁহারাই ' বৈষ্ণব'; আবার সমগ্র বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-অংশী বা আকরই মূল সংকর্ষণ শ্রীবলরাম। সুতরাং শ্রীবলরামের বা তাঁহার অভিন্নাংশ-স্বরূপ শ্রীমহাসংকর্ষণের মাহাত্ম্যগীতি---বৈষ্ণবমাত্রেরই বন্দনীয় বিষয়; যথা (ভাঃ ৫।২৫।৪, ৭-৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি---) "..... অহিপতয়ঃ সহ সাত্বতর্ষভৈরেকান্তভক্তিযোগেনাবনমন্তঃ......; ধ্যায়মানঃ সুরাসুরোরগসিদ্ধগন্ধর্ববিদ্যাধর-মুনিগণৈঃ...... সুললিতমুখরিকামৃতেনাপ্যায়মানঃ স্বপার্ষদবিবুধযূথপতীন্; ... ... তস্যানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস।"

অর্থাৎ, নাগপতিগণ সাত্বতশ্রেষ্ঠগণের সহিত ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতে করিতে (স্ব-স্ব-বদন-শোভা দর্শন করেন); সুর, অসুর, উরগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও মুনিগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিতেছন; তিনি সুললিতবচনামৃতদ্বারা স্বীয় পার্ষদ দেবযূথপতিগণকে সর্বদা আপ্যায়িত করিতেছেন; ব্রহ্ম-তনয় ভগবান্ শ্রীনারদ 'তুম্বুরু' নামক গন্ধর্বের সহিত ব্রহ্মার মানসী সভায় তাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন (পরবর্তী মূলের ৫৩-৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।।

ভাগবতোক্ত বলরাম বা নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্যে
প্রীতিহীন—অবৈষ্ণব বা অভক্ত—

ভাগবত শুনি' যার রামে নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন—বর্জ্জিত।।৩৮।।

ভাগবত-বিরোধী—পাপপুণ্য-বিচারক যমের দণ্ডার্হ
কুকুর্মফল-বাধ্য নারকী—

ভাগবত যে না মানে, সে—যবন-সম।
তার শাস্তা আছে জন্মে-জন্মে প্রভু যম।।৩৯।।

তথ্য। রাসক্রীড়া,—(ভাঃ ১০।৩৩।১ম শ্লোকের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকা—) ''রাসো নাম বহুনর্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ''; শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী'-ধৃত বাক্যে 'রাসলক্ষণ' যথা—''নটে গৃহীত-কণ্ঠীনামন্যোঽন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্তকীনাং ভবেদ্‌রাসো মণ্ডলীভূয় নর্তনম্।।'' সঙ্গীতসারবচন, যথা—''নর্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ। যত্রৈকো নৃত্যতি নটস্তদ্বৈ হল্লীষকং বিদুঃ।। তদেবেদং তালবদ্ধগতিভেদেন ভূয়সা। রাসঃ স্যান্ন স নাকেঽপি বর্ততে কিং পুনর্ভুবি।।'' শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা—''নৃত্যগীত-চুম্বনা লিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া''।।

উদার,—মহতী, উৎকৃষ্ট।

শ্রীবলরামের রাসক্রীড়া-সম্বন্ধে ভাঃ ১০।৬৫।১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী' বা 'বৈষ্ণবতোষণী'-টীকার উক্তি—''যস্তাঃ স্বয়ং নাম্না সংকর্ষণঃ সান্ত্বয়ামাস, স মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমপি মনসৈব সমাকৃষ্য রহসি কাঞ্চিৎ প্রতি কদাচিদনুভাবয়তীতি তথা স ইত্যর্থঃ। . . . . এবমেবাস্য বক্ষ্যমাণ-স্বপ্রিয়াভিঃ ক্রীড়াপি যুক্তা স্যাৎ। তত্র হেতুঃ—'ভগবান্' সর্বজ্ঞত্বাৎ তাসু তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বস্য তত্ত্বজ্ঞস্তথা সর্বশক্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। অন্যথা ব্যাখ্যানে তু, দ্বারকায়ামপি মর্যাদা-লোপঃ প্রসজ্জেতেত্যলমতিবিস্তরেণ। . . . . . অগ্রজাংশস্তু দশমীর্মিব দশাং গতানাং তাসাং রক্ষণার্থমস্ফুরন্নেবাসীৎ।।'' তৎকৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকায়ও—''সঙ্কর্ষণঃ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমপি মনসি সমাকৃষ্য দর্শয়তীতি চ তথেত্যর্থঃ; তা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীঃ।'' আবার তৎকৃত বৃহৎক্রমসন্দর্ভেও—''তাঃ কৃষ্ণপরিগৃহীতাঃ''।

গোপীসনে বিহার,—পরবর্ত্তী ২৫ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।

বিবৃতি। গোপীমণ্ডলসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া এবং নিজগোপীগণ-সঙ্গে শ্রীবলদেব-প্রভুর রাসবিহার, এই উভয় লীলার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। উভয়ের রাসস্থলী—শ্রীবৃন্দাবনের পৃথক্ প্রকোষ্ঠে অবস্থিতা। মর্যাদা ও মাধুর্য-ভেদে চিদ্‌বিলাসবৈচিত্র্যে নির্বিশেষ-ভাব আক্রমণ করিয়া যেন আমাদের চিদ্দর্শন-বৈশিষ্ট্যের বিঘ্ন না ঘটায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব অভিন্ন-বস্তু হইলেও তাঁহাদের লীলা-বৈচিত্র্যের অপলাপ করিতে হইবে না। শ্রীবলদেবের বিষয়-বিগ্রহত্বে অধিষ্ঠান থাকিলেও তিনি—আশ্রিত-লীলারই আদর্শ।।২২।।

মধু—চৈত্র ও মাধব—বৈশাখ (শ্রীস্বামি-কৃত টীকা)। হলায়ুধ,—শ্রীবলরাম। পুরাণে,—শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীবি.পু. ৫ অং ২৪ অঃ ২১শ এবং ২৫ অঃ ১৮ শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।।২৩।।

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট, শ্রীবলদেবের ব্রজনিবাসী পূর্ব সুহৃদ্‌গণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোকুলে গমন ও কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠিত মাতা-পিতাদি বয়োবৃদ্ধ গুরু-জনবর্গ, সমবয়স্ক ও বয়ঃকনিষ্ঠগণ-কর্তৃক সমাদর লাভ এবং কৃষ্ণবিরহাতুরা একান্ত-কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণকে সান্ত্বনা-প্রদানানন্তর এই চারিটী শ্লোকে স্ব-পরিগৃহীতা গোপীগণের সহিত পূর্ণিমা-রজনীতে রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন,—

অন্বয়। ভগবান্ রামঃ (বলদেব) মধুং (চৈত্রং) মাধব (বৈশাখং) দ্বৌ মাসৌ (মাসদ্বয়) ক্ষপাসু (জ্যোৎস্নাময়রাত্রিষু) গোপীনাং রতিম্ আবহন্ (প্রাপয়ন্, সম্পাদয়ন্) তত্র (শ্রীবৃন্দাবনে) অবাৎসীৎ (উবাস)।।২৫।।

অনুবাদ। শ্রীবৃন্দাবন-ধামে 'চৈত্র' ও 'বৈশাখ', এই দুই মাস, নিশাকালে গোপরামাগণের রতি বর্ধনপূর্বক শ্রীবলদেব অবস্থান করিলেন।।২৫।।

তথ্য। শ্রীসনাতনপ্রভু-কৃত 'বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী'-টীকার উক্তি—''এবং প্রাক্ শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রিয়াস্তাঃ সান্ত্বয়িত্বা নিজাগমনমুখ-প্রয়োজনং বিধায়াত্মনো ব্রজজনৈক-প্রিয়তাদিকং দর্শয়ন্নন্যাশ্চ বসন্তো রময়ামাসেত্যাহ,—দ্বাবিতি। ... ... 'রতিম্' আদ্যরসম্

নিখিল চিদ্‌বল বা বীর্যাধার শ্রীবলরামপ্রভুর রাসে অবিশ্বাসী ব্যক্তিই ভক্তিহীন বা 'ক্লীব'—

এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে।
বোলে,—'বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?'৪০।।

যথার্থ শাস্ত্র-তাৎপর্যে অবিশ্বাসী হেতুবাদীই পাপী ও নাস্তিক—

কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে।
এক অর্থে অন্য অর্থ করিয়া বাখানে।।৪১।।

আসম্যক্ 'বহন্' প্রাপয়ন্, যতো 'রামঃ' রতিকুশলঃ। তত্র হেতুঃ---'ভগবান্' কামশাস্ত্রাদ্যুক্ত তত্তৎ-প্রকারাভিজ্ঞঃ; অথবা যতঃ (পূর্বোক্ত শ্লোকে) 'তাঃ' শ্রীকৃষ্ণবিরহাত্যন্তাতুরাস্তদ্দর্শনৈকলালসাকুলা ইত্যর্থঃ। অতঃ 'ক্ষপাসু' নিদ্রাকালেষ্বপি 'গোপীনাং' তাসাং 'রতিং' সুখম্ 'আ' ঈষদপি 'বহন' প্রাপয়ন্ দ্বৌ মাসৌ চাবাৎসীৎ। 'চ'-কারাৎ কিঞ্চিদধিকৌ তদানীং তাসাং বিরহার্তিভরোৎপত্তেঃ; যতো 'ভগবান্' পরমদয়ালুঃ; কিঞ্চ 'রামঃ' সর্বসুখকরঃ।''

শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী-টীকার উক্তি---''তদেবং দ্বাবিত্যত্র (শ্লোকে) গোপীনামিতি গোপ্যন্তরাণামিত্যেবার্থঃ। ন হি সর্বত্র 'গোপী'-শব্দেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্য এব গৃহীতা ইতি নিয়মঃ। ... ... ন চ প্রসঙ্গপ্রাপ্তত্বেনাত্র পূর্বোত্তরাণাং (গোপীনাম্) একত্বমাশঙ্ক্যম্। ... পূর্বাভ্যস্তা এতা অন্যা এবেতি তস্মাৎ প্রকরণমিদমেবমবতার্য্যম্। এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াঃ সুষ্ঠু সান্ত্বয়িত্বৈব, যাঃ খলু কৌমারগতেন 'গোপ্যন্তরেণ ভুজয়োঃ' ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণ-পরিহাসেন ভাবিতদসঙ্গমত্বেঽপি সিদ্ধতয়া সূচিতাঃ। যাশ্চ শঙ্খচূড়বধ-হোরিকা-ক্রীড়ায়াং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীসম্বলিততয়া বর্ণিতাস্তাঃ প্রাগশ্রুত তদঙ্গসঙ্গাস্তদর্থরক্ষিত-কৌমারাঃ কৃষ্ণস্যানুমতে স্থিত ইত্যনুসারেণ তৎপ্রার্থনয়া সান্ত্বয়ামাসেত্যাহ-দ্বাবিত্যাদিনা।......ক্ষপাস্বিতি পরমগুপ্তত্বং ব্যঞ্জিতম্। 'রামঃ' ইতি রমণযোগ্যতাব্যঞ্জকম্।'' তৎকৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকাতেও---''গোপীনাং 'গোপ্যন্তরেণ ভুজয়োঃ' ইত্যনুসারেণ শঙ্খচূড়বধাদিম-হোরিকা-বিহারে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভিঃ সম্বলিতানাং তৎপ্রেয়সী-চরীণাং গোপীবিশেষাণামিত্যর্থঃ। অত্র চ 'শ্রীকৃষ্ণস্যানুমতে স্থিত' ইতি কারণং যোজ্যম্। পূর্ব হ্যনেন তাসামঙ্গ-সঙ্গো ন বর্ণিতঃ। কিন্ত্বনুরাগমাত্রং, ততশ্চ তদর্থং রক্ষিতকৌমারাসু তাসু চ কৃপয়াসৌ তথা প্রার্থিতবানিতি।'' তৎকৃত 'বৃহৎক্রমসন্দর্ভ'-টীকাতেও---''গোপীনাং রতিমাবহন্ ইত্যাদিষু 'গোপীনাং' স্ব-পরিগৃহীতানাম্।''

শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী' টীকার উক্তি---'গোপীনাং রতিমিতি শ্রীকৃষ্ণক্রীড়াসময়েঽনুৎপন্নানামতি-বালানামন্যাসামিত্যভিযুক্তপ্রসিদ্ধঃ' ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ; শঙ্খচূড়বধসময়-হোরিকা-ক্রীড়ায়া যাঃ কৃষ্ণপ্রেয়সী সম্বলিততয়া রামপ্রেয়সোঽপি নির্দ্দিষ্টাস্তাসামেব ইত্যস্মৎ-প্রভুচরণাঃ।।''২৫।।

অন্বয়ঃ। (রামঃ) পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে (পূর্ণচন্দ্রস্য কলাভিঃ মরীচিভিঃ আমৃষ্টে উজ্জ্বলে) কৌমুদীগন্ধবায়ুনা (কৌমুদী-বিকসিত-কুমুদ-কদম্বগন্ধবহেন সমীরণেন) সেবিতে যমুনোপবনে (শ্রীরামঘট্ট'তয়া প্রসিদ্ধে স্থলে) স্ত্রীগণৈঃ স্বপরিগৃহীতৈঃ (গোপীসমূহৈঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) রেমে (ক্রীড়িতবান্)।।২৬।।

অনুবাদ। পূর্ণচন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে স্থানটী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত, জ্যোৎস্না-বিকসিত কুমুদকদম্বের গন্ধ লুণ্ঠন করিয়া সমীরণ যে-স্থানে স্বচ্ছন্দে বহিয়া যাইত, সেই যামুনপুলিনোপবনে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্ শ্রীবলরাম ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।।২৬।।

তথ্য। শ্রীসনাতনপ্রভু-কৃত 'বৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী'-টীকার উক্তি---শ্রীরামস্য প্রীত্যর্থং শ্রীবৃন্দাবন-শোভার্থং বা তদানীং নিত্যপূর্ণচন্দ্রোদয়াৎ; স্ত্রীগণৈঃ শ্রীকৃষ্ণরমিতেতরৈঃ।''

শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার উক্তি---''যমুনোপবনে শ্রীরামঘট্টতয়া প্রসিদ্ধে স্থলে, কিন্তু যত্র শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃতা, তৎস্থলমপি রামেণ দূরতঃ পরিহৃতম্।।''২৬।।

অন্বয়। করেণুযূথেশঃ (করিণীদলপতিঃ) মাহেন্দ্রঃ (মহেন্দ্রস্য অয়ং তদ্বাহনঃ) বারণঃ (গজঃ ঐরাবত ইত্যর্থঃ) ইব (যথা,--- ঐরাবতঃ ইভীনাং যূথেষু যথা সুখেন রমতে, তথা তদ্বৎ, স রামঃ) বনিতা-শোভিমণ্ডলে (বনিতাভিঃ স্ব-গোপীভিঃ বিরাজিতে মণ্ডলে যূথে) গন্ধর্বৈঃ উপগীয়মান) (সংস্তুতঃ সন্ স্বয়ং চ উদ্‌গায়ন্) রেমে (ক্রীড়িতবান্)।।২৭।।

অনুবাদ। হস্তিনীযূথপতি ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের ন্যায় স্বীয় গোপীগণ-পরিশোভিত-মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীরাম স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাকিলেন; তৎকালে গন্ধর্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছিল।।২৭।।

গৌর-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ তদভিন্ন-প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের নিকট অপরাধীর নিষ্কৃতি নাই—

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।
তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব ঠাঁই।।৪২।।

প্রভু-দাস-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া একই বিষয়-বিগ্রহের অবতার-লীলার সহায়তা—

মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস।
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ।।৪৩।।

অন্বয়। ব্যোম্নি (অন্তরীক্ষে) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (দুন্দুভিধ্বনিরভবৎ, বিবক্ষয়া কর্তরি,—দেবাঃ দুন্দুভীন্ বাদয়ামাস ইত্যর্থঃ; 'দেবাঃ' ইত্যধ্যাহারঃ) কুসুমৈঃ (পুষ্পৈঃ) মুদা (হর্ষেণ) ববৃষুঃ (বর্ষণং চক্রুঃ); গন্ধর্বাঃ মুনয়ঃ (চ) তদ্বীর্যৈঃ (তস্য রামস্য বীর্যপ্রকাশকৈঃ বচোভিঃ) রামম্ ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ)।।২৮।।

অনুবাদ। ঐ সময়ে অন্তরীক্ষে দুন্দুভিনিনাদ হইতে লাগিল, দেবগণ সহর্ষে কুসুমবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব ও মুনিবৃন্দ শ্রীবলভদ্রের বিক্রমসূচক স্তবদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।।২৮।।

তথ্য। পাঠান্তরে—'উপগীয়মান উদ্গায়ন্' এবং 'মাহেন্দ্রো বারণো যথা'। ২৭শ ও ২৮শ সংখ্যার শ্লোকদ্বয় শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীসনাতন-গোস্বামী, শ্রীজীব-গোস্বামী বা শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠাকুর স্ব-স্ব-টীকায় ব্যাখ্যা না করায়, বোধ হয়, কোন মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতে উহাদের উল্লেখ নাই। তবে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ী শ্রীবীররাঘবাচার্য স্ব-কৃত 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা'-টীকায় ও শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ী শ্রীবিজয়-ধ্বজতীর্থ স্ব-কৃত 'পদরত্নাবলী'-টীকায় উহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।।২৭-২৮।।

তথ্য। স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর নিন্দা,—(ভাঃ ২।১।৩-৪) শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) "হে রাজন্! গৃহমেধী স্ত্রীসঙ্গিগণের বয়স বা আয়ুষ্কালের মধ্যে রাত্রিভাগ নিদ্রাতে অথবা স্ত্রীসঙ্গে এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টায় অথবা কুটুম্বভরণকার্যে বৃথা ব্যয়িত হয়। দেহ, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি বস্তু অসৎ বা অনিত্য হইলেও, তাহাতে প্রমত্ত ব্যক্তি উহাদের বিনাশ দেখিয়াও দেখে না।"

(ভাঃ ৩।৩১।৩২-৪২) শ্লোকে মাতা-দেবহূতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি—) "উপস্থ ও উদরের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত অসাধুগণের সহিত অবস্থান করিয়া জীব যদি তাহাদের পথেই বিচরণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে প্রবেশ করে। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ ইত্যাদি যাবতীয় সদ্গুণরাশি সমস্তই অসৎসঙ্গ প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; ঐ সকল অশান্ত, মূঢ়, দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, ঘৃণ্য অসদ্ব্যক্তিগণের সঙ্গ জীবের কখনও কর্তব্য নহে। যোষিৎ (স্ত্রী) ও যোষিৎসঙ্গী (স্ত্রীসঙ্গী) ব্যক্তির সংসর্গফলে জীবের যে রূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গে সেইরূপ (সর্বনাশ) হয় না। দেখ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও স্বীয় দুহিতাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় মৃগ-রূপ ধরিয়া মৃগীরূপধারিণী সেই কন্যার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। এক শ্রীনারায়ণ-ঋষি ব্যতীত সেই ব্রহ্মাদি দেবতা, তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি প্রজাপতি, মরীচ্যাদি-সৃষ্ট কশ্যপাদি, কশ্যপাদি-সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদির মধ্যে এমন কোন্ ধৃতিমান্ পুরুষ আছেন,—যিনি এই প্রমদারূপিণী মায়ায় বিমুগ্ধ না হন? হে মাতঃ! আমার স্ত্রীরূপা মায়ার প্রভাব দেখ, সে একটীমাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্যন্ত পদাবনত করিয়া থাকে। যিনি সাধনভক্তিযোগের পরপার (সাধ্য-কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি কখনও কামিনীর সঙ্গ করিবেন না; কারণ, তত্ত্ববিদ্গণ এই যোষিৎকুলকে সাধকের পক্ষে নিরয়দ্বারস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। স্ত্রীরূপা দৈবী মায়া শুশ্রূষাদি-ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ সাধক তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় অবলোকন করিবেন। স্ত্রীসঙ্গ-ফলে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া জীব গৃহস্বামিনীর ন্যায় আচরণকারিণী স্ত্রীরূপা আমার মায়াকেই মোহবশতঃ বিত্ত, পুত্র ও গৃহদাতা স্বামী বলিয়া মনে করে। স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত জীবের এই মায়াকে পতি, পুত্র ও গৃহরূপী মৃত্যু বলিয়া জানা কর্তব্য।"

(ভাঃ ৪।২৫।৬ শ্লোকে রাজা প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "হে রাজন্! স্ত্রীসঙ্গী মূঢ় ব্যক্তি অনিত্য পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই 'পরমার্থ'-বুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি-চালিত হইয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখসাধক গৃহ ও কাম্যকর্মাদিতে এবং জন্মমরণময় সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে, বিষ্ণুর পরমপদ কখনও লাভ করিতে পারে না।"

মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের দশবিধ গৌর-কৃষ্ণসেবা—

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন।।৪৪।।

চিদ্‌রাজ্যে স্বয়ং শুদ্ধসত্ত্বের মূলকারণ বিষয়বিগ্রহ হইয়াও দাসাভিমানে শ্রীশেষ-সঙ্কর্ষণের স্বীয় প্রভুকে সেবন—

আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে।।৪৫।।

ভাঃ ৪।২৫।১০—৪।২৯।৫১ পর্যন্ত, বিশেষতঃ ৪।২৮।৫৯ শ্লোকে পুরঞ্জন ও পুরঞ্জনীর উপাখ্যানদ্বারা রাজা প্রাচীনবর্হিকে শ্রীনারদের স্ত্রীসঙ্গের (ইন্দ্রিয়তর্পণের) কুফল ও শ্রীহরিতোষণের সুফল-বর্ণন দ্রষ্টব্য।

পুনরায়, (ভাঃ ৪।২৯।৫৪-৫৫ শ্লোকে রাজা প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) "হে রাজন্! পুষ্পের ন্যায় প্রথমে সরস ও পরিণামে বিরস-ধর্মযুক্তা স্ত্রীগণের আশ্রয়স্থল গৃহে থাকিয়া যে ব্যক্তি জিহ্বা ও উপস্থাদি ইন্দ্রিয়লভ্য পুষ্প-মধুগন্ধসদৃশ অতি তুচ্ছ কাম্যকর্মফলস্বরূপ কামসুখলেশ অন্বেষণ করিতে করিতে স্ত্রীগণের সহিত সহবাস করিয়া তাহাদের প্রতি স্বীয় চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া ফেলিয়াছে, ভ্রমর গুঞ্জন ধ্বনির ন্যায় পত্নী ও স্বজনাদির অতি মনোহর আলাপে যাহার কর্ণ অতিশয় প্রলোভিত হইয়াছে, অহোরাত্র পর্যন্ত প্রতি মুহূর্ত, প্রতি ক্ষণ, প্রতি নিমেষার্দ্ধ, প্রতি পল ইত্যাদি কালের ক্ষুদ্রতম অংশসমূহ মৃগের সম্মুখস্থিত ব্যাঘ্রযূথের ন্যায় তাহার আয়ু হরণ করিতেছে দেখিয়াও উহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া যে ব্যক্তি স্বভোগ্য গৃহকলত্রাদিতে বিহার করিতেছেন, ব্যাধতুল্য কৃতান্ত পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া দূর হইতে অলক্ষিতভাবে যাহার অন্তঃকরণে গুপ্ত শরদ্বারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই হরিতোষণ-বিমুখ স্ত্রীসঙ্গী সংসার-মরণাহত-হৃদয় জীবের অবস্থা বিচার করুন্। অতএব হে রাজন্! ......আপনি নিতান্ত কামুকদলের অসদ্বার্তা-মুখরিত, (ইন্দ্রিয়-তর্পণপর) যোষিৎসঙ্গমূলক আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধমুক্তজীবগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্রীহরির প্রীতি বিধান করুন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অসৎসঙ্গ হইতে বিরত হউন।"

(ভাঃ ৫।১।২৯ শ্লোকে সার্বভৌম-নৃপতি গৃহস্থ-বৈষ্ণব শ্রীপ্রিয়ব্রতের সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) "......মহারাজ প্রিয়ব্রতের গার্হস্থ্যলীলাভিনয়ও যথেষ্ঠ ছিল; তৎপত্নী বিশ্বকর্মা-তনয়া সম্রাজ্ঞী বর্হিষ্মতীর পতিদর্শনে হর্ষ ও অভ্যুত্থান, অঙ্গাবরণ-চেষ্টা, ললিতগমনাদি চালচলন, স্ত্রীসুলভ কটাক্ষনিক্ষেপাদি শৃঙ্গারবিলাস-প্রকাশ, লজ্জা-সঙ্কোচ-নিবন্ধন হাস্য, কটাক্ষ ও মনোহর পরিহাস-বাক্যাদি অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্দ্বারা প্রিয়ব্রতের সদসদ্‌বিবেক-জ্ঞান যেন পরাভূত হইতেছিল; সুতরাং বিষয়াসক্তিবশতঃ তিনি যেন আত্মবিস্মৃত অর্থাৎ স্বরূপোপলব্ধিহীন ব্যক্তির ন্যায় রাজ্য ভোগ করিতেন।"

ঐ ৩৭ শ্লোকে ঐ প্রিয়ব্রতের বিষয়ভোগে ধিক্কারোক্তি—"অহো! আমি কতবার অসৎ কার্য করিয়াছি! ইন্দ্রিয়বর্গ এতদিন ধরিয়া আমাকে অবিদ্যা-বিরচিত বিষয়ান্ধকূপে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। বিষয়ভোগ ত' যথেষ্টই হইল, আর নয়; হায়! আমি এই কামিনীর ক্রীড়ামৃগ (মর্কট) তুল্য হইয়া পড়িয়াছি; আমাকে ধিক্, শত ধিক্!"

(ভাঃ ৫।৫।২ ও ৭-৯ শ্লোকে আত্মজগণের প্রতি ভগবান্ শ্রীঋষভদেবের উক্তি—) "তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্ত বা মহাজনের সেবাকেই স্বরূপাবস্থিতি-রূপা মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকেই তমোরূপ নরকের দ্বার বলিয়া অভিহিত করেন। জ্ঞানী, পণ্ডিত হইয়াও জীব যখন ইন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা বা ভোগময়ী প্রবৃত্তিকে 'অনর্থ' বলিয়া দর্শন না করে, তখন সে স্বরূপবিস্মৃত, প্রমত্ত ও মূঢ় হইয়া মৈথুনসুখ-প্রধান গৃহ লাভ করিয়া তাপত্রয় ভোগ করে। তত্ত্ববিদ্‌গণ স্ত্রী-পুরুষের এই মিথুনীভাবকেই তাহাদের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যেহেতু উহা হইতে জীবের দেহ-গেহ-পুত্র-ধনাদিতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়। যখন তাহার কর্মফলজনিত মনোরূপ হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হয়, তখনই সেই পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ হইতে বিরত হইয়া সংসারমূল অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মুক্তি ও পরমপদ লাভ করেন।"

(ভাঃ ৬।২।৩৬-৩৮ শ্লোকে বিষ্ণুদূতগণের কৃপায় যমদূতগণের পাশ মুক্ত অজামিলের আত্মগ্লানিবাক্য—) "দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়ভোগ-কামনা; এই ভোগকামনা হইতেই জড়ীয় শুভাশুভকর্মে আসক্তি,—ইহাই জীবের বন্ধন; এই বন্ধন আমি মোচন করিব। রমণীরূপিণী যে বিষ্ণুমায়া ক্রীড়াপশুর ন্যায় অধম আমাকে লইয়া যথেচ্ছভাবে ক্রীড়া-রঙ্গ করিয়াছে, সেই মায়াগ্রস্ত স্বীয় মনকেও আমি মোচন করিব। পরমার্থ বাস্তব-বস্তুতে বুদ্ধি স্থির হওয়ায় 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনাম-কীর্তনাদিপ্রভাবে শোধিতচিত্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিয়োগ করিব।"

শাস্ত্র-প্রমাণ—

(শ্রীঅনন্ত-সংহিতায় ধরণী-শেষ-সংবাদে ও শ্রীযামুনাচার্য বা আলবন্দারু-কৃত 'স্তোত্ররত্নে' ৪০ শ্লোক)

শয্যাদি বহুমূর্তিভেদে সেবনার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের শেষত্বলাভ-হেতু অনন্তদেবের 'শেষ'-সংজ্ঞা—

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকো-
পাধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতঃ শেষ ইতীরিতে জনৈঃ।।৪৬।।

শ্রীসঙ্কর্ষণাংশ শ্রীগরুড়েরও বহুভাবে বিষ্ণুসেবা—

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণে হঞা কুতূহলী।।৪৭।।

শ্রীসঙ্কর্ষণ-ভক্ত প্রাচীন সাত্বত-বৈষ্ণবগণের নাম—

কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস, শুক, নারদাদি,—'ভক্ত' নাম যাঁর।।৪৮।।

সহস্র-মুখে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-কীর্তনকারী সর্ববৈষ্ণবপূজ্য-বিগ্রহ শ্রীঅনন্তদেব—

সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।
সহস্রবদন প্রভু ভক্তিরসময়।।৪৯।।

(ভা ৬।৩।২৮ শ্লোকে স্বীয় দূতগণের প্রতি ধর্মরাজ যমের উক্তি---) "নিষ্কিঞ্চন, স্ত্রীসঙ্গবর্জনকারী ভাগবত পরমহংসকুল ভগবান্ মুকুন্দের যে পাদপদ্মমকরন্দ-রস নিরন্তর সেবন করেন, তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া যে-সকল অসাধু ব্যক্তি নরকের দ্বারস্বরূপ স্ত্রীসঙ্গাগার গৃহেই একান্ত লোলুপ, হে দূতগণ! তোমরা তাহাদিগকেই আমার নিকট আনয়ন করিও।"

(ভাঃ ৬।৪।৫২-৫৩ শ্লোকে প্রবৃত্তিমার্গপরায়ণ, স্ত্রীসঙ্গ-দক্ষ, মায়াবশ প্রজাপতি দক্ষ এবং তদনুগামী ভাবি-জীবগণকে ভগবান্ শ্রীহরি অনন্তকালের জন্য স্ত্রীসঙ্গরূপ অভক্তিমার্গ বা বিষয়-ভোগে নিক্ষেপ করিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে)।

(ভাঃ ৬।১৭।৮ শ্লোকে পরমহংস ও অবধূতাগ্রগণ্য ঈশ্বর শ্রীমদ্‌গিরিশকে পার্বতীর সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখিয়া বিদ্যাধরাধিপতি চিত্রকেতুর উক্তি---) "প্রাকৃত বদ্ধজীবই প্রায়শঃ নির্জনে স্ত্রীলোকের সহিত বিহার করে।"

(ভাঃ ৭।৬।১১, ১৩ ও ১৭ শ্লোকে অসুর-বালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ---) "স্বীয় অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সঙ্গ, রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ করিয়া গৃহব্রত গো-দাস কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? সে জিহ্বা ও উপস্থেন্দ্রিয়-জাত সুখকেই বহুমানন করায়, দুরন্ত-মোহগ্রস্ত হইয়া কিরূপে বৈরাগ্যযুক্ ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে?"

(ভাঃ ৭।৯।৪৫ শ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি---) "গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদি যে সুখ, তাহা---নিতান্ত তুচ্ছ, হস্তদ্বয়ের কণ্ডূয়নের ন্যায় উহাতেও দুঃখের পর দুঃখই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কিন্তু কামুক দীন ব্যক্তিগণ তৎফলে বহু দুঃখ পাইয়াও তাহাতে তৃপ্ত বা বিরত হয় না; কেবলমাত্র আপনার কৃপাপ্রাপ্ত ধৃতিমান্ ব্যক্তিগণই এই কামের বেগ সহ্য (দমন) করিতে পারেন, অন্যে নহে।"

(ভাঃ ৭।১২।৬-৭, ৯-১১ শ্লোকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের আশ্রম ধর্ম বর্ণন---) "স্ত্রীলোক ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সহিত যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্রই ব্যবহার কর্তব্য। সকলেরই কামিনী-গাথা (গ্রাম্যকথা) বর্জন কর্তব্য; কেননা, প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসীরও মন হরণ করে। নারী---সাক্ষাৎ অগ্নি, এবং পুরুষ---ঘৃত কুম্ভতুল্য, অতএব নির্জনে স্বীয় ঔরসজাত কন্যার সহিতও একত্র অবস্থান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে। যে-কাল-পর্যন্ত জীব স্বরূপ সাক্ষাৎকারদ্বারা দেহেন্দ্রিয়-সুখ প্রভৃতিকে (বিকৃত) সুখাভাস বিবেচনা করিয়া অনর্থমুক্ত হইতে না পারিয়াছেন, তৎকালাবধি (সাধনাবস্থায়) স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান হইতে বিরত হইয়া ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে (পরস্পর সম্ভোগার্থ) ঐক্যবুদ্ধি করিবে না; যেহেতু সেই জড়ীয় ভোক্তৃবুদ্ধি হইতেই বুদ্ধিবিপর্যয় অর্থাৎ ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্য-বুদ্ধি জন্মে, (সুতরাং অদ্বয়জ্ঞানানুশীলন-দ্বারা ক্রমশঃ জড়ীয় দ্বৈত বা ভোগ্য-বুদ্ধি দূর করিবে) ---কি গৃহস্থ, কি ত্যক্তগৃহ যতি সকলের পক্ষেই এইসকল ধর্ম কথিত হইয়াছে।"

(ভাঃ ৭।১৪।১২-১৩ শ্লোকেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীদেবর্ষির উক্তি---) "যে ব্যক্তি প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রতি ভোক্তৃবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীঅজিতকে জয় করেন। অন্তিমে কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পর্যবসান-যোগ্য এই তুচ্ছ দেহ কোথায়, এই দেহের নিমিত্ত যাহার সহিত সঙ্গ হয়, সেই স্ত্রীই বা কোথায়, আর পরম-মহান্ সত্য, সনাতন আত্মাই বা কোথায়?

স্বয়ং যোগেশ্বর হইয়াও শ্রীশেষ—আদি-বিষ্ণুদাস—

আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব।।৫০।।

পাতালস্থ ভূধারি-শেষের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে যেন-মতে বৈসেন পাতাল।।৫১।।

(ভাঃ ৭।১৫।১৮শ শ্লোকেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি---) ''জিহ্বা ও উপস্থেন্দ্রিয়-বেগবশে কামুক ব্যক্তি কুক্কুরের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়।''

(ভাঃ ৯।৬।৫১ শ্লোকে সৌভরি-মুনির প্রচুর স্ত্রীসঙ্গের পর মনে মনে অনুতাপোক্তি---) ''মুমুক্ষু অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স লাভেচ্ছু সাধক মৈথুনধর্মী জীবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন; অসমর্থতা-নিবন্ধন তিনি বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে সর্বান্তঃকরণে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না; সুতরাং সৎসঙ্গাভাবে নির্জনে একাকী থাকিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্তনিয়োগ করিবেন, আর যদি প্রকৃষ্ঠরূপে সঙ্গ করিতেই হয়, তবে সেই ভগবদ্ধর্মপরায়ণ বিষ্ণুব্রত সাধুগণেরই সঙ্গ কর্তব্য।''

(ভাঃ ৯।১১।১৭ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীরামসীতা চরিত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি) ''স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর প্রসঙ্গ বা আসক্তি সর্বত্রই এইরূপ ভয় আবাহন করে, জিতেন্দ্রিয় মুক্ত পুরুষগণের পক্ষেও যখন উহা—ভয়াবহ, তখন গ্রাম্যধর্মপরায়ণ গৃহাসক্ত ব্যক্তির ত' কথাই নাই।''

(ভাঃ ৯।১৪।৩৬-৩৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব-কর্তৃক উর্বশী ও পুরূরবার বৃত্তান্তবর্ণন-প্রসঙ্গে স্ত্রীজিত পুরূরবার প্রতি উর্বশীর উক্তি-) ''হে রাজন! তুমি মরিওনা, এই সকল ব্যাঘ্রী যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে, অর্থাৎ তুমি কাম-বশ হইও না; ব্যাঘ্রীর হৃদয়তুল্য স্ত্রীলোকের সখ্য কোথাও স্থায়ী হয় না; রমণীগণ--প্রিয়তমের নিমিত্ত সর্বকার্যে সাহসিনী; বিশেষতঃ, যাহারা---নব নব পরপুরুষে অভিলাষবতী, পুংশ্চলী ও স্বেচ্ছাচারিণী, তাহারা সম্পূর্ণরূপে সৌহার্দ বিসর্জন করিয়া স্বীয় বশীভূত মূঢ় লোকগণের নিকট অলীক বিশ্বাস উৎপাদন করে।''

শ্রীমদ্ভাগবতে নবম-স্কন্ধে সমগ্র ১৯শ অধ্যায়ে অর্থাৎ ১-২০ ও ২৪-২৮ শ্লোকে ছাগ-দম্পতির দৃষ্টান্তদ্বারা রাজা যযাতি কর্তৃক দেবযানীর নিকট স্ত্রীসঙ্গ নিন্দা-বর্ণন দ্রষ্টব্য।

(ভাঃ ১১।৩।১৯-২০ শ্লোকে বিদেহরাজ শ্রীনিমির প্রতি নব-যোগেন্দ্রের অন্যতম অন্তরীক্ষের উক্তি—)''দুঃখনাশ ও সুখলাভের নিমিত্ত কর্মপরায়ণ মৈথুনচারী স্ত্রীসঙ্গী মানবগণের কর্মফলের বৈপরীত্য সর্বদা দর্শন করিবে; নিত্য দুঃখপ্রদ, মৃত্যুকারণ, অতিকষ্টলভ্য বিত্তদ্বারা লব্ধ অনিত্য গৃহ ও যোষিৎ প্রভৃতির সঙ্গের দ্বারা কতদূরই বা প্রীতি হয়?''

(ভাঃ ১১।৫।১৩ ও ১৫শ শ্লোকে ঐ নিমির প্রতি শ্রীচমসের উক্তি--) 'ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া শাস্ত্রবিহিত স্ত্রীসঙ্গ দ্বারাই যে ব্রহ্মচর্য হয়,----এই বিশুদ্ধ বৈধধর্ম অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গিগণ জানে না। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদির ভোগ্য দেহের সহিত স্নেহপাশে বদ্ধ হয়, তাহারা অধঃপতিত হয়।''

ভাঃ ১১।৭।৫২-৭৪ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তত্ত্ববিৎ অবধূত ও রাজর্ষি-যদুর সংবাদ-বর্ণন-প্রসঙ্গে কপোত-দম্পতির বৃত্তান্ত আলোচ্য।

(ভাঃ ১১।৮।১, ৭-৮, ১৩-১৪, ১৭-১৮শ শ্লোকে রাজর্ষি যদুর প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি--) ''স্বর্গ বা নরক, উভয়স্থলেই জীবগণের ইন্দ্রিয়সুখ-লাভ অবশ্যম্ভাবি দুঃখের ন্যায় ঘটিয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ব্যক্তি ভোগে অভিলাষ করিবেন না। ... পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও তদ্রূপ বিষ্ণুমায়ারূপিণী স্ত্রীমূর্তি-দর্শনে তদীয় হাবভাবে প্রলোভিত হইয়া অন্ধতামিস্রে পতিত হয়। ... নষ্ট প্রজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি মায়া-বিরচিত যোষিৎ, হিরণ্য, ও অলঙ্কার-বস্ত্রাদিতে উপভোগ-বুদ্ধিদ্বারা প্রলোভিতচিত্ত হইয়া অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হয়। ... সন্ন্যাসী কাষ্ঠনির্মিত যুবতী মূর্তিকে পদদ্বারাও স্পর্শ করিবেন না; কিন্তু স্পর্শ করিলে, করিণীর অঙ্গসঙ্গ-ফলে করীর ন্যায় বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবেন। ... প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুরূপা স্ত্রীতে কখনই আসক্ত হইবেন না; আসক্ত হইলে এক গজীতে আসক্ত নিজাপেক্ষা বলবত্তর অন্যান্য গজগণকর্তৃক গজের দশা-লাভের ন্যায় নিধনপ্রাপ্ত হইবেন। ... বনচারী ব্যক্তি (স্ত্রীসঙ্গ-সম্বন্ধি গ্রাম্য) গীত কখনও শ্রবণ করিবেন না। মৃগীপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিও স্ত্রীগণের গ্রাম্য (ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক) নৃত্যগীতবাদ্যাদি ভোগ করিয়া ক্রীড়নকের ন্যায় তাহাদিগের বশীভূত হইয়াছিলেন।''

ব্রহ্মার সভায় শ্রীনারদের শ্রীশেষ-মাহাত্ম্য-কীর্তন—

শ্রীনারদ-গোসাঞি তুম্বুরু করি' সঙ্গে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মা—স্থানে শ্লোকবন্ধে।।৫২।।

তথাহি (ভাঃ ৫।২৫।৯-১৩)—

শ্রীসঙ্কর্ষণের কটাক্ষেই ত্রিগুণময় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস; তিনি—দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব—

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্ম-
ন্নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম।।৫৩।।

সন্ধিনীশক্তি মদ্‌বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-রাম হইতেই সকল সত্তার প্রকাশ; অনন্তবীর্য সঙ্কর্ষণের এককণা-লাভেই মহাবলশালী বরাহ-নৃসিংহের স্বজনচিত্তরঞ্জন—

মূর্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সং শুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্যঃ।।৫৪।।

সকল নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের একমাত্র আশ্রয়িতব্য শ্রীঅনন্তের নামাভাস-শ্রবণকীর্তনেই সর্বানর্থনাশ—

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্তয়েদকস্মাদ্
আর্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্‌বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ।।৫৫।।

সহস্র শিরার একটীমাত্র শিরোপরি বিন্যস্ত এই ভূমণ্ডলকে সামান্য-সর্ষপতুল্য-অনুভবকারী সহস্রবদনের বীর্য—সহস্র বদনেও বর্ণনাতীত—

মূর্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদবিমিত-বিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ।।৫৬।।

পাতালে অবস্থানপূর্বক পালনেচ্ছায় অবলীলাক্রমে পৃথ্বীধারী মহাবীর্য প্রভাবশালী শ্রীঅনন্তদেব—

এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি।।৫৭।।

শ্লোকার্থ; ৫৩ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ—

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, সত্ত্বাদি যত গুণ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায় পুনঃ পুনঃ।।৫৮।।
অদ্বিতীয়-রূপ, সত্য, অনাদি মহত্ত্ব।
তথাপি 'অনন্ত' হয়, কে বুঝে সে তত্ত্ব? ৫৯।।

৫৪ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ—

শুদ্ধসত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রভু ধরেন করুণায়।
যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায়।।৬০।।
যাঁহার তরঙ্গ শিখি' সিংহ মহাবলী।
নিজ-জন-মনো রঞ্জে হঞা কুতূহলী।।৬১।।

(ভাঃ ১১।৮।৩০-৩৩ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিঙ্গলা-বেশ্যার নির্বেদোক্তি-বর্ণন----)"হায়, অতি মূর্খা আমি আত্মরমণ, চিদ্‌রতিপ্রদ, জীবহৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে বর্তমান, সনাতন, ভগবান্ শ্রীঅধোক্ষজকে পরিত্যাগ করিয়া, যথেষ্ট ভোগসম্পাদনে অশক্ত, তুচ্ছ-শোক-মোহ-ভয়-প্রদ এই নশ্বর স্ত্রী-পুরুষ-দেহের সেবা করিতেছি! হায়, এই আমিই আবার স্ত্রী-সঙ্গী অর্থগৃধ্নু ঘৃণ্য পুরুষের নিকট হইতে তাহার ইচ্ছামত এবং আমার ইচ্ছামত (সহজে) বিক্রয়যোগ্য এই দেহদ্বারা অর্থ ও রতি ইচ্ছা করিতেছি! হায়, ওতপ্রোতভাবে নিহিত বংশস্তম্ভাদির ন্যায়, পৃষ্ঠাস্থি, পঞ্জরাস্থি ও হস্তপদাস্থি প্রভৃতি অস্তিসমূহে নির্মিত, চর্ম, লোম ও নখাদিদ্বারা আবৃত, ক্লেদনিঃসরণশীল নবদ্বারযুক্ত বিষ্ঠামূত্রপূর্ণ এই স্ত্রী-পুরুষ-দেহরূপ গৃহকে আমি ব্যতীত আর অন্য কোন যোষিৎ সেবা করিয়া থাকে? হায়, এই বিদেহপুরে আমিই একমাত্র মূঢ়বুদ্ধি, যেহেতু আমি অতি অসতী, এই জন্যই আত্মপ্রদ ভগবান্ শ্রীঅচ্যুত ব্যতীত অন্য কামভোগে ইচ্ছা করিতেছি!" ঐ অধ্যায়েরই ৩৪, ৩৫, ৩৯ ও ৪২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

(ভাঃ ১১।৯।২৭ শ্লোকে রাজর্ষি-যদুর প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি---)"বহু সপত্নী মিলিয়া যেমন একজন গৃহস্বামী (পতি) কে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ জিহ্বা, শিশ্ন, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ বদ্ধজীবকে স্ব-স্ব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করে।"

৫৫ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ—

যে অনন্ত-নামের শ্রবণ-সংকীর্তনে।
যে-তে মতে কেনে নাহি বোলে যে তে জনে।।৬২।।
অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়েন কভু তানে।।৬৩।।
'শেষ' বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার।।৬৪।।

৫৬ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ—

অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে।
যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে।।৬৫।।
সহস্র-ফণার এক-ফণে 'বিন্দু' যেন।
অনন্ত বিক্রম, না জানেন,—'আছে' হেন।।৬৬।।

সনকাদির নিকট কৃষ্ণকীর্তনমুখে ভাগবত-ব্যাখ্যা-রত মহাভাগবত শ্রীশেষ-বিষ্ণু—

সহস্র-বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর।
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর।।৬৭।।

কীর্তনকারী শ্রীঅনন্তের কীর্তন-প্রভাব ও কীর্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের গুণমাধুর্য, এতদুভয়ের স্ব-স্ব-উৎকর্ষ-প্রদর্শনার্থ প্রতিযোগিতা-লীলা-বৈচিত্র্য; উভয়েই 'অজিত'—

গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে—বলবন্ত।।৬৮।।

সহস্রমুখে শ্রীশেষ প্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনন্তগুণ-কীর্তন—

অদ্যাপিহ শেষ-দেব সহস্র-শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ, অন্ত নাহি দেখে।।৬৯।।

(ভাঃ ১১।১০।৭, ২৫ ও ২৭-২৮ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি---) ''আমার ভক্ত দেহ, গেহ ও স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হইবেন।..... ভক্তিবিমুখ পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যপ্রভাবে দেবক্রীড়াস্থলে নন্দনকাননাদিতে স্ত্রীগণের সহিত বিহার করিতে থাকিলেও স্বীয় অধঃপতন জানিতে পারে না।.... যদি বা অসতের সঙ্গবশতঃ কেহ অধর্মরত, অজিতেন্দ্রিয়, কামাত্মা ও স্ত্রীলম্পট হইয়া প্রাণিগণের হিংসা করে, তাহা হইলে সে-ব্যক্তি অন্তিমকালে ভীষণ তমোগতি লাভ করে।''

(ভাঃ ১১।১৪।২৯ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতিশ্রীকৃষ্ণের উক্তি---) ''বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগপূর্বক সৎসঙ্গে নিরন্তর আমার চিন্তা করিবেন।''

(ভাঃ ১১।১৭।৩৩ ও ৫৬ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি---) ''ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি স্ত্রীগণের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও পরিহাসাদি এবং মিথুনীভূত প্রাণীর দর্শন অগ্রেই পরিত্যাগ করিবেন।..... যে-ব্যক্তি---গৃহে আসক্ত-বুদ্ধি, পুত্রবিত্ত-কামনা-ক্লিষ্ট এবং স্ত্রী-লম্পট, সেই মূঢ়ই 'আমি' ও 'আমার', এই অহঙ্কারে বদ্ধ হয়।''

(ভাঃ ১১।২১।১৮-২১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি---''যে যে ভোগ্যবিষয় হইতে মানব নিবৃত্ত হইবে, সেই সেই বিষয়ের বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইবে; এই নিবৃত্তি লক্ষণ ভক্ত্যাত্মক ধর্মই মানবগণের চরমকল্যাণপ্রদ ও শোক-মোহ-ভয়নাশক। যোষিৎ প্রভৃতি বিষয়ে ভোগবুদ্ধি বশতঃই তাহাতে ভোক্তা পুরুষাভিমানীর 'আসক্তি'; তাহা হইতে 'কাম' এবং সেই কাম হইতেই মানবগণের 'কলি' অর্থাৎ বিবাদ জন্মে; কলি হইতে দুর্বিসহ 'ক্রোধ' জন্মে; 'মোহ' উহার অনুগমন করে এবং ঐ মোহ হইতে পুরুষের কর্তব্যাকর্তব্য-স্মৃতি নষ্ট হয়। তদ্‌বিরহিত মানবই অসাধুতুল্য এবং তজ্জন্য সেই মোহগ্রস্ত মৃত-তুল্য ব্যক্তি ভগবদ্ভজনরূপ একমাত্র স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।''

(ভাঃ ১১।২৬।৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) ''কখনও শিশ্নোদর-তর্পণরত অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবে না। ঐরূপ একজনের সঙ্গকারী ব্যক্তিও অন্ধের অনুসরণকারী অন্ধের ন্যায় অন্ধতামিস্রে পতিত হয়।''

ঐ অধ্যায়ের ৪র্থ-২৪শ শ্লোকে ইলা-তনয় পুরূরবার স্ত্রীসঙ্গ-পরিণামসূচক আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

(ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ, ৫ম লঃ--) ''যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে নব নব রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ। তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ।।''

অর্থাৎ 'যে অবধি নিত্য নব-নব-চিদ্‌রসনিলয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আমার চিত্ত অনুরাগোদ্যত হইয়াছে, অহো, সেই অবধি স্ত্রীসঙ্গের স্মরণ হইলেই আমার অতিশয় মুখবিকৃতি ও নিষ্ঠীবন-ত্যাগ হইতে থাকে।'

কীর্তনকারী ও কীর্তনীয়-বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিযোগিতা,
পরস্পরের মধ্যে সেবা প্রদান-গ্রহণ-লীলা-
বিলাস-বৈচিত্র্য—

শ্রীরাগঃ—

কি আরে, রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা, রুদ্র, সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর,
আনন্দে দেখিছে।। ধ্রু।।৭০।।

শ্রীঅনন্তের নিত্যবর্ধনশীল অপার
কৃষ্ণগুণসমুদ্রোত্তরণ-চেষ্টা—

লাগ্ বলি' চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল, অধিক অধিক বাড়ে।।৭১।।

তথাহি (ভাঃ ২।৭।৪১)—

ব্রহ্মাদি মুনিগণের কথা দূরে থাক্, ভগবান্ শ্রীঅনন্ত সহস্রবদনে কীর্তন দ্বারাও কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগুণ-বলের সীমা লাভে অসমর্থ—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।।৭২।।

৫৭ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ; কৃষ্ণের পালন-
শক্ত্যাবেশাবতারই ভূধারী শ্রীশেষ-দেব—

পালন-নিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছেন মহাশক্তিধর নিজ-কুতূহলে।।৭৩।।

(ভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ, ৭ম লঃ--) "ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে পিশিত-বিমিশ্রিত-বিশ্র-গন্ধভাজি। কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে ভগবতি হন্ত রতের্লবেঽপ্যুদীর্ণে।।"

অর্থাৎ, 'অহো, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে লেশমাত্র রতি উদিতা হইলে পণ্ডিতব্যক্তি গাঢ়রুধিরময়, চর্মাবৃত, মাংসময়, আমগন্ধি (দুর্গন্ধযুক্ত) এই দেহে কেনই বা আর রমণ করিবেন?' ঐ ৮ ম লঃ---(১) "অহমিব কফ-শুক্র শোণিতানাং পৃথু কুতুপে কুতুকী রতঃ শরীরে। শিব শিব পরমাত্মনো দুরাত্মা সুখবপুষঃ স্মরণেঽপি মন্থরোঽস্মি।।"

অর্থাৎ, 'হায়, আমি কফশুক্রশোণিতাধার চর্মময়-কোষরূপ এই স্থূলদেহে বিচিত্র জড়রসাস্বাদনার্থ পরম উৎসাহভরে রত হইয়াছি! রাম!! রাম!!! দুরাত্মা আমি চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণেও অলস হইলাম!'

(২) "হিত্বাস্মিন্ পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে মুদং বিগ্রহে প্রীত্যুৎসি মনাঃ কদাহমসকৃদ্দুস্তর্কচর্যাস্পদম্। আসীনং পুরটাসনোপরি পরং ব্রহ্মাম্বুদশ্যামলং সেবিষ্যে চলচারুচামরমরুৎসঞ্চার-চাতুর্যতঃ।।"

অর্থাৎ, 'কবে আমি এই মাংস-ব্যাপ্ত ও রক্তক্লেদময় দেহে প্রীতি পরিহার করিয়া প্রেমার্দ্রচিত্তে কুতর্কাগোচর স্বর্ণ সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট নবঘনশ্যাম পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে চঞ্চল-চারু-চামরের সমীরণসঞ্চালন-নৈপুণ্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ সেবা করিব?'

(৩) "স্মরন্ প্রভুপদাম্ভোজং নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ। যস্তু দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু হৃণীয়তে।।"

অর্থাৎ, 'যিনি সর্বসুলক্ষণযুক্তা পদ্মিনী-নারীগণকেও দেখিবামাত্র অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ দুঃসঙ্গ জ্ঞান করেন, সেই বিষ্ণুভক্ত (সর্বদা) স্বীয় প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণপূর্বক নৃত্য করিতে করিতে সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন।'

(৪) "তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতীসঙ্গ-রঙ্গোদয়ে ন তৃপ্যতি ন সর্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি। ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বভি প্রভো তব পদার্চনে পর মুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ।।"

অর্থাৎ 'যুবতীসঙ্গ-রঙ্গের (স্মৃতির) উদয় হইবামাত্র আমার মন মুখবিকৃতি বিস্তার করে, নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-সমাধির নিমিত্ত যে-সব শ্রবণ-মননাদির অনুষ্ঠান, তাহাতেও আমার অতৃপ্তি (পুনরাগ্রহ) হইতেছে না অর্থাৎ উহাকে যথেষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিতেছে এবং সিদ্ধিসমূহের প্রতিও আমার আর লালসা হইতেছে না; হে প্রভো! (ভগবন্!) কেবলমাত্র তোমার পাদপদ্মার্চনেই আমার মন পরম তৃষ্ণা লাভ করিতেছে।'

বিবৃতি। নিত্য-বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলদেব--মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ গোপীগণের ভোক্তৃস্বরূপে অবস্থিত হইবার যোগ্য; বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহাদিগের কোনও অচিৎ-সুলভ দোষের কথা নাই; অর্থাৎ প্রপঞ্চে নিত্য বশ্যতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় জীবগণ আপনাদিগকে 'পুরুষ' যা ভোক্তাভিমানে যে স্ত্রীলোকের বা প্রকৃতির সঙ্গ করে, তাহাই দূষণীয়; কিন্তু যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল পুরুষ ভগবান্ শ্রীবলরাম স্বীয় রাসস্থলীতে যে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রাপঞ্চিক হেয়ত্বের বা

ব্রহ্মার 'মানসী'-সভায় শ্রীনারদের বীণা-সংযোগে শ্রীসঙ্কর্ষণগুণ-গান—

ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তুম্বুরু-বীণা-সনে।।৭৪।।

তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মার প্রেম ও তৎকীর্তনে নারদের সর্বলোক-পূজ্যতা—

ব্রহ্মাদি-বিহ্বল, এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাই' নারদ—পূজিত সর্ব্বস্থানে।।৭৫।।

অবৈধ ব্যবহারের কোনই সম্ভাবনা নাই। তাই, শ্রীবলদেবতত্ত্ববিৎ পরম-সৌভাগ্যবান্ মুনিগণও দিব্যদর্শনে নিখিলসত্তার অধীশ্বর পরমেশ্বর শ্রীবলরামের লীলা দর্শন করিয়া করযোড়ে স্তব করিতে করিতে আনন্দ প্রকাশ করেন।।২৯।।

তথ্য। ভেদ নাই, কৃষ্ণ-হলধরে,---(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৫ সংখ্যা--) "সর্ব-অবতারী কৃষ্ণ---স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ---শ্রীবলরাম।। একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য-কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়।।" ঐ মধ্য ২০শ পঃ ১৭৪ সংখ্যা " বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের--শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র ভেদ, সব--কৃষ্ণের সমান।।" ভা ১০।১৫।৮ শ্লোকে অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি---"গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ"।।৩০।।

বেদে যাহা গুপ্ত,--সাত্বতপুরাণে তাহাই ব্যক্ত; সেই পুরাণের মাহাত্ম্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামি প্রভু-কৃত ষট্সন্দর্ভান্তর্গত 'তত্ত্বসন্দর্ভে' ১২-১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। মহাঃ ভাঃ আদি পঃ ১ম অঃ ২৬৭ শ্লোকে---'ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদ সমুপবৃংহয়েৎ"; নারদীয়ে---"বেদার্থাদধিক মন্যে পুরাণার্থং বরাননে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ।। পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্যগযোনিমবাপ্নুয়াৎ। সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং ক্বচিদাপ্নুয়াৎ।।" স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে---"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থ দ্বিজোত্তমাঃ। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্রসংশয়ঃ।। বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্‌বেদো মাময় চালয়িষ্যতি। ইতিহাস-পুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয় কৃতঃ পুরা।। যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ। উভয়োর্যন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে।। যো বেদ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ। পুরাণং নৈব জানাতি ন স স্যাদবিচক্ষণঃ।।"

শ্রীবলদেবের চরিত্র,---সকল সাত্বতপুরাণে, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৬শ ও ২৫শ অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে, ১০ম স্কন্ধে ৩৪ ও ৬৫ অধ্যায়ে এবং বিষ্ণু পুরাণে ৫ম অং ৯ম অঃ ২২-৩১শ শ্লোকে উল্লিখিত আছে।।

মূর্খ-দোষে,----মূর্খতা-দোষে; শাস্ত্রের সার বা তাৎপর্যোপলব্ধির অভাব হইলেই 'মূর্খ'-সংজ্ঞা হয়। এস্থলে অধোক্ষজ-বিষ্ণু- বৈমুখ্যক্রমে প্রাকৃতদম্ভবশে কোন কোন উপাধিগ্রস্ত জীব শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণ আলোচনা না করিয়াই, অথবা নিগম-কল্পতরুর প্রপক্কফল, নিরস্তকুহক, পরমসত্যবস্তু-প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে অর্থবাদাদি কল্পনাদ্বারা অপরাধ অর্জন করিবার নিমিত্ত শ্রীবলদেবের রাসক্রীড়া অস্বীকার করে। উহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকার ৩৮-৪১ সংখ্যায় যথার্থ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা শ্রীবলদেবকে বিষয়বিগ্রহ-তত্ত্ব--শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া না জানিয়া তাঁহার ভোক্তৃত্ব অপসরণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা----অনভিজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট।।৩২।।

রাসক্রীড়া,---ভা১০।৩৪।১৩ শ্লোকে শ্রীজীবপ্রভু তৎকৃত 'লঘুতোষণী'-টীকায় উহাকে 'হোরিকা-ক্রীড়া' (হোলিখেলা) নামে অভিহিত করিয়াছেন।।৩৩।।

শিবচতুর্দশী-দিবসে সর্পযোনিপ্রাপ্ত সুদর্শন-নামক বিদ্যাধরের গ্রাস হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মহারাজ নন্দের মোচনসাধন বর্ণনপূর্বক শ্রীশুকদেব এই চারিটী শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট হোলি-পূর্ণিমা-তিথিতে প্রদোষ-কালে শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ হোলি-ক্রীড়া কীর্তন করিতেছেন,---

অন্বয়। (শিবরাত্র্যনন্তরং) কদাচিৎ (হোরিকাপূর্ণিমায়াং) রাত্র্যাং (চন্দ্রিকা-বহুসায়াম্) অদ্ভুতবিক্রমঃ (অদ্ভুতঃ অলৌকিকঃ বিক্রমঃ প্রভাবঃ যস্য সঃ---দ্বয়োরপি বিশেষণং) গোবিন্দঃ (শ্রীগোকুলযুবরাজঃ) রামঃ (বলদেবঃ) চ (সখায়শ্চ) ব্রজযোষিতাং (গোপীনাং) মধ্যগৌ সন্তৌ বনে (ব্রজ-সন্নিহিতে ইত্যর্থঃ) বিজর্হতুঃ (বিহারং কৃতবন্তৌ)।।৩৪।।

অনুবাদ। অনন্তর (শিবরাত্রি-ব্রতান্তে) কোনও এক জ্যোৎস্নাময়ী হোলিপূর্ণিমা-রজনীতে অদ্ভুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম (সখাগণ-সহ) ব্রজবনিতাগণের মধ্যবর্তী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন।।৩৪।।

আচার্য শ্রীগ্রন্থকার-কর্তৃক সকল-জীবকেই শ্রীনিত্যানন্দ-রামের চরণসেবনোপদেশ—

কহিলাঙ এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন-প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ।।৭৬।।

অশোকাভয়ামৃতসেবনেচ্ছু নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-রামপদাশ্রয়-কর্তব্যতা—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে।।৭৭।।

তথ্য। 'অথ' অর্থাৎ শিবরাত্রির পর; 'কদাচিৎ' অর্থাৎ হোরিকা-পূর্ণমা-রাত্রিতে। 'রামঃ' অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকে রমণ বা ক্রীড়া করাইয়া থাকেন; এতদ্দ্বারা জন্মাবধি একসঙ্গে বিহারাদি-হেতু তৎকালে কৃষ্ণ-সহ বলরামের সখ্য-ভাবেরই উদয় বুঝাইতেছে; বিশেষতঃ, ব্রজেই বলরামের সখ্যভাবের প্রাচুর্য ও রাজধানীতে অগ্রজত্ব লক্ষিত হইয়াছে। এস্থলে এই অগ্রজত্বের গৌণত্ব বলিতে ইচ্ছা করায়, পশ্চাৎ 'চ'-কারের নির্দেশ করা হইয়াছে। বলরামের সঙ্গে তদুপলক্ষিতরূপে সখাগণকেও বুঝিতে হইবে, যেহেতু ভবিষ্যোত্তরশাস্ত্রে, বিশেষতঃ মধ্যদেশাদিতে, হোলি-খেলায় ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। 'বনে' অর্থাৎ ব্রজ সন্নিহিত উপবনে (---শ্রীজীবপ্রভু কৃত 'লঘুতোষণী')।।৩৪।।

অন্বয়। স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ (সু সুষ্ঠু অলঙ্কৃতানি চন্দনেন অনুলিপ্তানি চ অঙ্গানি যয়োঃ তৌ) স্রগ্বিণৌ (বলমালা-ধরৌ) বিরজোঽম্বরৌ (বিরজসী নির্মলে অম্বরে বাসসী যয়োঃ তৌ) বদ্ধসৌহৃদৈঃ (বদ্ধং সৌহৃদং প্রেম যৈঃ তৈঃ) স্ত্রীরত্নৈঃ (স্ত্রীললামভূতৈঃ) লতিং (গান-নর্মাদি পরিপাটীভিঃ মনোহরং যথা স্যাৎ তথা) উপগীয়মানৌ (হোরিকোচিতগীতিভিঃ বর্ণ্যমানৌ সন্তৌ 'বিজহ্রতুঃ' ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ)।।৩৫।।

অনুবাদ। তাঁহারা উভয়েই উত্তম অলঙ্কার, চন্দানানুলেপন, বনমালা ও সুনির্মল-বস্ত্রে অলঙ্কৃত ছিলেন। সেই উত্তম-ললনাগণ তদ্গতহৃদয়ে মনোহরভাবে তাঁহাদের গুণগান করিতে লাগিলেন।।৩৫।।

তথ্য। এস্থলে শ্রীবলরামেরও পৃথক্ প্রেয়সীবর্গ লক্ষিত হইতেছে----(শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী')।।৩৫।।

অন্বয়। উদিতোডুপ-তারকং (উদিতঃ উডুপঃ চন্দ্র তারকাশ্চ যস্মিন্ তৎ) মল্লিকাগন্ধমত্তালি (মল্লিকাগন্ধেন মত্তাঃ অলয়ঃ যস্মিন্ তৎ) কুমুদ-বায়ুনা (কুমুদগন্ধযুক্তেন বায়ুনা) জুষ্টঃ (সেবিত) নিশামুকং (নিশাপ্রবেশসময়ং) মানয়ন্তৌ (সৎকুর্বন্তৌ .বিজহ্রতুঃ ইতি প্রথমেনান্বয়ঃ)।।৩৬।।

অনুবাদ। তখন রজনীর প্রারম্ভ; (আকাশে) শশধর ও তারকারাজি উদিত হইয়াছিল, ভ্রমরকুল মল্লিকার গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আর কুমুদ-কুসুমের গন্ধ বহন করিয়া সমীরণও (মন্দমন্দ) বহিতেছিল; সেই সময়কেই সমাদর অর্থাৎ উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচন করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন।।৩৬।।

অন্বয়। (তৌ রামকৃষ্ণৌ) স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং (স্বরমণ্ডলস্য স্বরণোং মণ্ডলং সমূহঃ তস্য মূর্চ্ছনাং) যুগপৎ (একদা) কল্পয়ন্তৌ (কুর্বন্তৌ) সর্বভূতানাং সর্বপ্রাণিনাং শ্রোতৃণামিত্যর্থঃ মনঃশ্রবণমঙ্গলং (মনসঃ শ্রবণস্য শ্রোত্রশ্য চ মঙ্গলং সুখং যথা ভবতি, তথা) জগতুঃ। 'অগায়তাম্)।।৩৭।।

অনুবাদ। শ্রীগোবিন্দ ও বলরাম, উভয়েই যুগপৎ অর্থাৎ একইকালে সুরগ্রামের মূর্ছনা আলাপ করিতে করিতে নিখিল-প্রাণীর সুখপ্রদ গান করিতে লাগিলেন।।৩৭।।

তথ্য। স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং,----উহার লক্ষণ, যথা 'সঙ্গীতসারে'---''ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্। মূর্ছনেত্যুচ্যতে গ্রাম-ত্রয়ে তা একবংশতিঃ।।'' (----শ্রীজীব প্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী')।।৩৭।।

(ভাঃ ৬।১৬।৩৮ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর স্তবোক্তি--) ''যে-সকল বিষয়তৃষ্ণা ফলভোগকামনা পরবশ নরপশু আপনার বিভূতি ইন্দ্রাদি দেবগণেরই উপাসনা করে, কিন্তু পরমেশ্বর আপনার উপাসনা করে না; হে ঈশ্বর! রাজকুলের বিনাশের সঙ্গে যেমন তৎসেবকগণেরও আশা ভরসা-কামনাদি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রাদিদেবতার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের উপাসকগণেরও আশা-ভরসাকামনাদি বিনষ্ট হয়।''

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৪তম ও ৬৫ তম অধ্যায়ে এবং ৫ম স্কন্ধে ১৭শ ও ২৫শ অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে সকল জীবের সেবা-তত্ত্ব শ্রীবলরামের বা সংকর্ষণের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাতে যাহারা উদাসীন থাকে, তাহারা

বাঞ্ছাকল্পতরু-বৈষ্ণব-চরণে অমানী গ্রন্থকারের দৈন্যভরে গুরু-নিত্যানন্দ-রামদাস্যরূপ স্বাভীষ্ট-প্রার্থনা—

বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে-জন্মে প্রভু-বলরাম।।৭৮।।

একই নিত্যানন্দ-বলদেব-বাচক বহু অভিন্ন শ্রীনাম—

'দ্বিজ', 'বিপ্র', 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ', 'অনন্ত', 'বলদেব'।।৭৯।।

গুরু-নিত্যানন্দ হইতে গ্রন্থ-রচনার্থ আদেশ লাভ—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।।৮০।।

নিত্যানন্দ-কৃপায় গৌরগুণ-স্ফূর্তি, তদংশ কলা শ্রীশেষের সহস্র-মুখে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-কীর্তন —

চৈতন্য-চরিত্র স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।
যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়।।৮১।।

কখনও ভগবদ্ভক্তিমার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তাহারা স্বীয় মনোধর্মোত্থ অক্ষজ-জ্ঞানবলে মায়িক বিচারক্রমে অপ্রাকৃত-বিষ্ণুতত্ত্বের আকর-স্বরূপ শ্রীবলরাম বা সংকর্ষণতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে অসমর্থ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবিষয়ে সুন্দর সিদ্ধান্ত আছে, যথা আদি ৫ম পঃ----"গোবিন্দের প্রতি-মূর্তি---শ্রীবলরাম।। তাঁর এক-স্বরূপ---শ্রীমহাসংকর্ষণ। 'জীব'-নামক তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়। মহাসংকর্ষণ---সর্বজীবের আশ্রয়।। তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় 'কলা'তে গণন। দূর হৈতে পুরুষ করেন মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য তা'তে করেন আধান।। অংশের অংশ যেই, 'কলা' তাঁর নাম।। যাহারে ত' 'কলা' কহি, তেঁহো---মহাবিষ্ণু।। মহাপুরুষ, অবতারী, তেঁহো সর্বজিষ্ণু। গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী, দোঁহে---'পুরুষ'-নাম। সেই দুই---যাঁর অংশ-বিষ্ণু, বিশ্বধাম। সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। নানা অবতার করেন, জগতের ভর্তা।। সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ--সর্ব-অবতংস। শ্রীচৈতন্য---সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।। .... দুই ভাই----এক-তনু, সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান', তোমার হ'বে সর্বনাশ।। একেতে বিশ্বাস, অন্যেরে না কর সম্মান। 'অর্ধ-কুক্কুটী-ন্যায়'---তোমার প্রমাণ।। কিংবা দোঁহে না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড। একে মানি, আরে না মানি,---এইমত ভণ্ড।।"

বিবৃতি। যতদূর জীব জড়বদ্ধ থাকেন , ততদূরই তিনি সচ্চিদানন্দ-বৈষ্ণবের উপাস্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা-পথের পথিক নহেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দত্ব অনুভব করিতে অসমর্থ। জীবাত্মার ঈশ্বর পুরুষাবতারত্রয়ের তত্ত্ব অবগত হইলেই জীব ঐ মায়া বা জড়গ্রস্তা বুদ্ধি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ জীব হৃদয়ে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইয়া জীবকে নিত্য-সত্য বৈষ্ণবের নিত্যোপাস্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিষ্ণুর উপাসনা-পথে অগ্রসর করায়। যথা সাত্বততন্ত্র-বাক্যে-----"আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ড সংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।।"৩৮।।

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য,---(পাদ্মোত্তরে ৬৩ অঃ---) "শ্রীমদ্ভাগবতালাপাত্তৎ কথং বোধমেষ্যতি। তৎকথাসু চ বেদার্থঃ শ্লোকে শ্লোকে পদে পদে।।" ইত্যাদি বহুতর সাত্বতপুরাণবাক্য বর্তমান আছে।

ভাগবতাবমাননার ফল,----(যথা, হঃ ভঃ বিঃ----১০।২৭৭ সংখ্যা---) "জীবিতাদধিকং যেষাং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। ন তেষাং ভবতি ক্লেশো যাম্যঃ কল্পশতৈরপি।।" (হঃ ভঃ বিঃ----১০।২৮১ সংখ্যায়)" যো হি ভাগবতে শাস্ত্রে বিঘ্নমাচরতে পুমান্। নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা কুলানাং পাতয়েচ্ছতম্।।" (পাদ্মোত্তরে ৬৩ অঃ) "তাবৎ সংসার-চক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতে জ্ঞানতঃ পুমান্।। যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্ত্রকথা ক্ষণম্।।" ..... "আজন্মমাত্রমপি যেন শঠেন কিঞ্চিচ্চিত্তে বিধায় শুক শাস্ত্রকথা ন পীতা। চণ্ডালবচ্চ খরবৎ খলু তেন নীতং মিথ্য স্বজন্মজননী-জন-দুঃখভাজা।।" ..... জীবঞ্চবো নিগদিতঃ স তু পাপকর্মা যেন শ্রুতং শুককথা-বচনং ন কিঞ্চিৎ। ধিক্ তং নরং পশুসমং ভুবি ভার-রূপমেবং বদন্তি দিবি দেবগণাস্তু মুখ্যাঃ।।"

যবন,---বেদশাস্ত্রবিরোধী অনাচারী ম্লেচ্ছ; (মহাঃ ভাঃ আদি পঃ ৮৪ অঃ ১৩-১৫শ শ্লোকে তুর্বসুর প্রতি যযাতির অভিশাপ ---) "যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি। তস্মাৎ প্রজাসমুচ্ছেদং তুর্বসো তব যাস্যসি।। সঙ্কীর্ণাচার ধর্মেষু প্রতিলোম-চরেষু চ। পিশিতাশিষু চান্ত্যেষু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি।। গুরুদার-প্রসক্তেষু তির্যগ্‌যোনি-গতেষু চ। পশুধর্মেষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি।।" (ঐ ৮৫ অঃ ৮৪ শ্লোকে---) "যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ। দ্রুহ্যো সুতাস্তু বৈ ভোজা অন্যোঽস্তু

তজ্জন্য গৌরগুণকীর্তন-কার্যে গ্রন্থকার-কর্তৃক অনন্তদেবের বন্দনা—

অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত।
গাইলুঁ তাহান কিছু পাদপদ্মদ্বন্দ্ব।।৮২।।

মহাভাগবত বৈষ্ণবের বা ভক্তের কৃপা-প্রভাবেই শ্রীগৌর-চরিত-কীর্তনে যোগ্যতা-লাভ—

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ চরিত।
ভক্তপ্রসাদে সে স্ফুরে,—জানিহ নিশ্চিত।।৮৩।।

ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।।" (ঐ ১৭৫ অঃ)----"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্দ্রাবিড়ান্ শকান্। যোনিদেশাচ্চ যবনান্ সকৃতঃ শবরান্ বহূন্।।" রামায়ণে বালকাণ্ডে ৫৫ সর্গে ৩য় শ্লোকে)---"যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ সকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।" (হরিবংশে ১৪ অঃ) ---"সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ। ধর্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ।। অর্দ্ধং শকানাং শিরোসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জয়ৎ। যবনানাং শিরঃ সর্বং কাম্বোজানা তথৈব চ।।" (মনু সং ১০।৪৪-৪৫---) "পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।। মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ঃ বহিঃ। ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ।।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ধৃত বোধায়ন-স্মৃতি-বাক্য---) "গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে। ধর্মাচার-বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।।" "স এব যবনদেশোদ্ভবো যাবনঃ।" (বৃদ্ধচাণক্য বাক্যে---"চণ্ডালানাং সহস্রৈশ্চ সূরিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। একো হি যবনঃ প্রোক্তো ন নীচো যবনাৎ পরঃ।।"

বিবৃতি। কর্মফলপ্রভাবে জীবের উচ্চাবচ-জাতিতে জন্ম হয়। জীবের সত্ত্বগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ-কুলে এবং রজস্তমোগুণে পাপপ্রবণ যবনাদি অবর-জাতিতে জন্ম হয়। ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত জীব বেদশাস্ত্রানুশীলন-ক্রমে সারগ্রাহী 'ব্রহ্মজ্ঞ' হইবার যথেষ্ট সুযোগ পা'ন, কিন্তু যবনাদিকুলে জন্ম হইলে জীবের বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতই বেদশাস্ত্রের প্রপক্বফল ও সর্বশাস্ত্রশিরোমণি। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি যবনগণের আদৌ শ্রদ্ধা নাই। যবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকুলে উদ্ভূত হইলেও যদি সেই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর নিকট সুশিক্ষার অভাবে সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য বিভু সর্বাশ্রয় কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের মর্যাদা না জানে, তাহা হইলে তাদৃশ কুশিক্ষিত মানবই অনার্য-যবন সদৃশ অনভিজ্ঞ বা ভারবাহী হইয়া পড়ে। বর্তমান-কালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তথা-কথিত অনার্যবিরোধি-সমাজভুক্ত জনগণ ভাগ্যদোষে আপনাদিগকে 'বেদানুগ' বলিয়া পরিচয় দিয়াও সত্যার্থ-নিরূপণে একান্ত-বৈমুখ্য-হেতু শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্বেষী হইয়াছে; তাহারাও ভারবাহী অনভিজ্ঞ যবনসদৃশ। আর, যবনকুলে প্রকটিত হইয়াও শ্রীঠাকুর-হরিদাস শ্রীমদ্ভাগবতে পারদর্শী ও একান্ত শ্রদ্ধাবন্; তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণ কুলশিরোমণি মহাভাগবত পরমহংস।

প্রভু,---অনুগ্রহ-নিগ্রহ-সমর্থ; (ভাঃ ৬।৩।৭ শ্লোকে ধর্মরাজ যমের প্রতি যমদূতগণের উক্তি--) "কর্মি-জীবের পাপ ও পুণ্যফলের মুখ্য শাসনকর্তা একজনই হ'ন, বহু হইতে পারেন না; অতএব সেশ্বর মানবগণের আপনিই একমাত্র স্বামী, শাস্তা, দণ্ডধারী এবং শুভাশুভবিচারক।" নৃসিংহপুরাণেও---"অহমমরগণার্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নযুক্তঃ। হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্ হরিচরণ প্রণতান্নমস্করোমি।।" (বিষ্ণুপুরাণেও ৩ অং ৭ অং ৭ অঃ ১৫)।

ন্যায় অন্যায়ের বিচারকর্তা শ্রীযম ভগবদ্ভক্তকে প্রণাম করেন এবং বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষীকে তাহার কর্মফলস্বরূপ নরকাদি যন্ত্রণা-ভোগে বাধ্য করিয়া দণ্ডবিধান করেন। ফলতঃ ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তির নিত্যানন্দলাভের পরিবর্তে কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগজনিত ক্লেশ বা যাতনা-লাভ-অনিবার্য।।৩৯।।

নির্বিশেষবাদী সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবলরামের চিদ্বিলাসবৈচিত্র্যময়ী শ্রীরাসক্রীড়াকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবাত্মার শুদ্ধা ও নিত্যা-গতি চিন্ময়ী রাসস্থলীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন এবং নপুংসকের ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আপাততঃ বিষয়-ভোগে বিরত হইলেও অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা-বৈচিত্র্যময় পঞ্চরসে বঞ্চিত থাকেন; এজন্যই তাঁহাদিগকে 'নপুংসকবেষী' বা 'নির্বিশিষ্ট-বিচারপর সন্ন্যাসী' বলা হইয়া থাকে।।৪০।।

শাস্ত্রের এক অর্থকে অন্য অর্থরূপে ব্যাখ্যানের নাম অর্থান্তর-কল্পন বা 'ছল'; উহা----একটী নামাপরাধ।

পাপপ্রবণ-চিত্তে সত্যবস্তু-দর্শন---অসম্ভব। শ্রদ্ধাহীন জনগণের সত্যোপলব্ধিতে সর্বদাই বিবর্ত বর্তমান। উহারা বিপ্রলিপ্সা-ক্রমে স্বার্থান্ধ হইয়া সত্যার্থ গ্রহণের পরিবর্তে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া থাকে।।৪১।।

শ্রৌতপন্থায় গুহ্যাতিগুহ্য শ্রীগৌর-চরিত্র-শ্রবণান্তেই কীর্তন-বিধি—

বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র কেবা জানে?
তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে।।৮৪।।

অপার, অনন্ত, অসীম শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত—

চৈতন্যচরিত্র আদি-অন্ত নাহি দেখি।
যেন-মত দেন শক্তি, তেন-মত লিখি।।৮৫।।

গৌরগতচিত্ত, গৌরার্পিতাত্মা গ্রন্থকারের মহাপ্রভুকে 'যন্ত্রী' ও আপনাকে 'যন্ত্র'-জ্ঞান—

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।।৮৬।।

সকল শুদ্ধবৈষ্ণব-চরণে অপরাধ-নিবারণ-ভিক্ষা—

সর্ব বৈষ্ণবের পা'য়ে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।।৮৭।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ-প্রভু শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর আনুগত্যে হরিভজন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতের অপর দুইপুত্র অনেক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্য করিতেন বটে, কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহাদের তত প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপর এক পুত্র---বলরাম; তৎপুত্র---মধুসূদন। বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্যের পুত্র স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের প্রতি ইঁহারা প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। এই মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ ভট্টাচার্যই স্মার্তবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-বিহীন ছিলেন। শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম অধ্যায়ে ৩৮শ সংখ্যক ''ভাগবত শুনি' যার রামে নাহি প্রীত'' পদ্য হইতে ৪২-সংখ্যক ''তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব ঠাঁই'' পদ্য পর্যন্ত বাক্যগুলি বলিয়া থাকিবেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্যের অযোগ্যবংশের প্রতিও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই উক্তি অপ্রযোজ্য নহে।।৩৮-৪২।।

পাঠকের বোধ-সৌকর্যার্থ শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-বাক্যের পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে, যথা---(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৫, ৮-১১, ৪৫-৪৬, ৪৮, ৭৩-৭৪, ৭৬, ৮০-৮১, ১১৩-, ১১৫-১১৭, ১২০-১২১,১২৩-১২৫, ১৩৪-১৩৫, ১৩৭ ও ১৫৬ সংখ্যায় ---) ''সর্বাবতারী কৃষ্ণ---স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ---শ্রীবলরাম।। একই স্বরূপ দোঁহে,----ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য-কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায়।। . . .. শ্রীবলরাম গোসাঞি----মূলসংকর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন।। আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা-কার্য করেন ধরি' চারি কায়।। সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন। 'শেষ'-রূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ সেবন।। সর্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ। সেই বলরাম- গৌর সঙ্গে নিত্যানন্দ।। . . . .. জীব-নামক তটস্থাখ্য এক-শক্তি হয়। মহাসংকর্ষণ সর্বজীবের আশ্রয়।। যাঁহা যৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়। সেই পুরুষের সংকর্ষণ---সমাশ্রয়।।'' ... তুরীয়, বিশুদ্ধ সত্ত্ব সংকর্ষণ-নাম। তেঁহো---যাঁর অংশী, সেই নিত্যানন্দ রাম।। . . . . গোবিন্দের প্রতিমূর্তি-শ্রীবলরাম।। তাঁর এক স্বরূপ--শ্রীমহাসংকর্ষণ। তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন।। . . . .গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী, দোঁহে----'পুরুষ'-নাম। সেই দুই--যাঁর অংশ, বিষ্ণু, বিশ্বধাম।। . . . . সেই পুরুষ---সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। নানা অবতার করে, জগতের ভর্তা।। সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্ত যেই অংশের অবধান। সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার'-নাম।। . . . .. যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার। ধর্ম স্থাপন করে, অধর্ম-সংহার।। . . . .তবে 'অবতরি' করেন জগৎ-পালন। অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন।। সেই বিষ্ণু হন যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু-নিত্যানন্দ---সর্ব-অবতংস।। সেই বিষ্ণু 'শেষ'-রূপে ধরেন ধরণী। কাহাঁ আছে মহী, শিরে--হেন নাহি জানি।। . . .. সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'-ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর।। সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণগান। নিরবধি গুণ গা'ন অন্ত নাহি পা'ন।। . . . ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ। আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন।। এত মূর্তি ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের 'শেষতা' পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে।। সেই ত' অনন্ত যাঁর কহি এক 'কলা'। হেন প্রভু-নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা? . . . . এইরূপে নিত্যানন্দ---অনন্ত প্রকাশ। সেইভাবে কহি মুঞি 'চৈতন্যের দাস'।। কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা। পূর্বে যৈছে তিনভাবে ব্রজে কৈলা খেলা।। . . . . আপনারে 'ভৃত্য' করি' কৃষ্ণে 'প্রভু' জানে। কৃষ্ণের 'কলার কলা' আপনাকে মানে।। . . . . শ্রীচৈতন্য---সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ-রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।।''

শ্রীচৈতন্যকথা-বর্ণনারম্ভ—	ত্রিবিধ শ্রীচৈতন্যলীলা—
মন দিয়া শুন, ভাই, শ্রীচৈতন্য-কথা।	**ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা—আনন্দের ধাম।**
ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা-যথা।।৮৮।।	**আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড-নাম।।৮৯।।**

পাঠান্তরে,---'সে সব লক্ষ্মণ-অবতারেই প্রকাশ; (যথা চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১৪৯ ১৫৪ সংখ্যা--) "নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্বে হঞা লক্ষ্মণ। লঘুভ্রাতা হঞা করে রামের সেবন।। রামের চরিত্র সব---দুঃখের কারণ। স্বতন্ত্র-লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ।। নিষেধ করিতে নারে, যাতে 'ছোট' ভাই। মৌন ধরি' রহেন লক্ষ্মণ, মনে দুঃখ পাই'।। কৃষ্ণ অবতারে 'জ্যেষ্ঠ' হৈলা সেবার কারণ। কৃষ্ণকে করাইলা নানা সুখ- আস্বাদন।। রাম-লক্ষ্মণ-কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ। অবতার-কালে দোঁহার দোঁহাতে প্রবেশ।। সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান। অংশাংশীরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান।।৪৩।।

৪৩ সংখ্যায় ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রীচরিতামৃত-পদ্য দ্রষ্টব্য।।৪৪।।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বৈভবপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেবরূপে স্বীয় আনন্দাস্বাদনের সহায় হইয়াছেন। ৪৩শ সংখ্যার ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রীচরিতামৃত-পদ্য দ্রষ্টব্য।।৪৫।।

অন্বয়। ('তয়া সহাসীনমনন্ত-ভোগিনি' ইত্যাদি পূর্বশ্লোকোক্তম্ অনন্তভোগিনং বিশেষয়তি,---নিবাসেতি। হে ভগবন্!) তব (ভবতঃ) শেষতাং (শুদ্ধসত্ত্বময়-বৈকুণ্ঠ সেবোপকরণসম্ভাররূপাব্যভিচার্য্যংশতাং) গতৈঃ (প্রাপ্তৈঃ) নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপধান-বর্ষাতপবারণাদিভিঃ (নিবাসঃ বাসস্থানং চ, শয্যা শয়নাধারঃ চ, আসনম্ উপবেশন-স্থানং চ, পাদুকা পাদত্রাণং চ, অংশুকং সূক্ষ্মবস্ত্রম্ উত্তরীয়বসনং বা চ, উপাধানং শিরোধানং চ, বর্ষাতপবারণং ছত্রং চ নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপধানবর্ষাতপবারণানি, তানি আদীনি যেষাং তৈঃ) শরীরভেদৈঃ (শুদ্ধসত্ত্বময় স কর্ষণবৈভবাত্মক-মূর্তিভেদৈঃ) শেষঃ (অত্র তু শার্ঙ্গিণ শয্যারূপঃ ভগবান্ অনন্তঃ) ইতি জনৈঃ (লোকৈঃ) যথো চিত (যথার্থম্) ঈরিতে (কথিতে 'অনন্তভোগিনি তয়া (লক্ষ্ম্যা) সহ আসীনম্' ইত্যাদি পূর্ববর্ত্তি-শ্লোকাংশেন সহ 'ভবন্তম্ অহং কদা প্রহর্ষয়িষ্যামি' ইতি পরবর্তি-ষষ্ঠ-শ্লোকে নান্বয়ঃ)।।৪৬।।

অনুবাদ। হে ভগবন্! আপনার শুদ্ধসত্ত্বময়-বৈকুণ্ঠ-সেবোপকরণসম্ভাররূপে অভিন্নাংশত্ব-প্রাপ্ত নিবাস, শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র, উপাধান ও ছত্র প্রভৃতি নানাবিধ মূর্তিভেদে যিনি লোকসকলের নিকট 'শেষ'-নামে যথার্থই অভিহিত হইয়াছেন, (সেই অনন্তনাগের উপর শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত সমাসীন আপনাকে কবে আমি সন্তুষ্ট করিব?)।।৪৬।।

তথ্য। (ভাঃ ১০।৩।২৫ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি দেবকীর স্তব---) "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষ-সংজ্ঞঃ"; ইহার শ্রীজীবপ্রভু-কৃত 'লঘুতোষণী-টীকা "এক ইতি বৈকুণ্ঠাদীনামপি তদভেদাভিপ্রায়েণ; যথা, অশেষা যে তদানীং বৈকুণ্ঠাদয়স্তত্তৎপদার্থাভিধাস্তেঽপি তিষ্ঠন্তীতি শ্রীবৈষ্ণবমতে যথেষ্ট-বিনিয়োগার্হং 'শেষ' শব্দেন কথ্যত ইতি বা, 'শেষাঃ' শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-পরিচ্ছদ-পরিবারাদয়ঃ, তেঽপি সংজ্ঞায়ন্তে---যেন যদ্গ্রহণেনৈব তে গৃহীতা ভবন্তীত্যর্থঃ। এবম্ভূতো ভবানেকঃ শিষ্যতে, ন ত্বন্তর্গতেতরজীববৃন্দপ্রপঞ্চ ইত্যর্থঃ।"

(ভাঃ ১০।২।৮ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি---) "দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্। তৎসন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়।।" ইহার শ্রীজীবপ্রভু কৃত লঘুতোষণী-টীকা---'শেষাখ্যং' শিষ্যতে ইতি শেষোঽংশঃ, স আখ্যা খ্যাতির্যস্য তং সমাংশত্বেন খ্যাতমিত্যর্থঃ। মামকং সংকর্ষণসংজ্ঞং ধাম রূপমাধারশক্তিময়ত্বেনাশ্রয়ং বা।"

(ভাঃ ১০।৬৮।৪৬ শ্লোকে ক্রুদ্ধ শ্রীবলদেবের প্রতি তল্লাঙ্গলাকৃষ্ট-হস্তিনাপুরবাসি-কৌরবগণের স্তবোক্তি) "ত্বমেব মুর্দ্ধ্নীদমনন্তলীলয়া ভুমণ্ডলং বিভর্ষি সহস্রমূর্ধন্। অন্তে চ যঃ স্বাত্মনিরুদ্ধবিশ্বঃ শেষেঽদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ।।" অর্থাৎ "হে অনন্ত! হে সহস্রমস্তক! আপনিই স্বীয় মস্তকে এই ভুমণ্ডল অনায়াসে ধারণ করিতেছেন; আর প্রলয়ে স্বীয় শ্রীবিগ্রহে বিশ্ব নিরোধ (সংরক্ষণ) করিয়া যিনি অদ্বিতীয়-বস্তু (বিষ্ণু)রূপে শেষ-পর্যঙ্কে অবশিষ্ট থাকেন, তিনিও আপনি।"

ইহার শ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভু-কৃত 'বৃহত্তোষণী'-টীকা---"ননু ধরণীধরঃ শেষোঽহং পরমেশ্বরাদ্ভিন্নঃ কথমভেদেন স্তূয়ে? তত্রাহ, অন্তে চেতি; যদ্বা, ন চ প্রলয়েঽপি পালকত্বং ব্যভিচরতীত্যাহুঃ---অন্তে চেতি। স্বস্য আত্মনি শ্রীবিগ্রহে নিরুদ্ধং স্থাপিতং

আদি, মধ্য ও অন্ত্য-খণ্ডের লীলা-সূত্রের সংক্ষিপ্ত-সার—

'আদিখণ্ডে'—প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
'মধ্যখণ্ডে'— চৈতন্যের কীর্তন-প্রকাশ।।৯০।।

'শেষখণ্ডে'—সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ-স্থানে সমর্পিয়া গৌড়-ক্ষিতি।।৯১।।

গৌর-জনক শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পরিচয়—

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর।
বসুদেবপ্রায় তেঁহো—স্বধর্মতৎপর।।৯২।।

গৌর-জননী শ্রীশচীদেবীর পরিচয়—

তান পত্নী শচী নাম—মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয় দেবকী যেন সেই জগন্মাতা।।৯৩।।

সংরক্ষিতং বিশ্বং যেন সঃ। কিংবা অস্য দ্বিতীয়ঃ, অতঃ পরিতঃ শিষ্যমাণঃ ভগবচ্ছেষতাং প্রাপ্নুবন্ শেষে, অতএব 'শেষ'-নামাপি ত্বমিতি ভাবঃ।"

লঘুভাগবতামৃতে রুদ্রতত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে (১৯শ সংখ্যায়) শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ টীকা---"শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধার শক্তিং শেষ ঈশ্বর-কোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ" অর্থাৎ, শার্ঙ্গধনুর্ধারী বিষ্ণুর শয্যা ও আধারশক্তি 'শেষ'—ঈশ্বরকোটি এবং ভূধারী 'শেষ'—শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটির অন্তর্গত। পুনরায় শ্রী(বল) রামতত্ত্ব-বর্ণনপ্রসঙ্গে (২৮ সংখ্যায়, যথা)---"সংকর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব হি। পৃথ্বীধরেণ শেষেণ সন্ত্বয় ব্যক্তিমীয়িবান্। শেষো দ্বিধা--মহীধারী শয্যারূপশ্চ শার্ঙ্গিণঃ। তত্র স কর্ষণাবেশাদ্ভূভৃৎ সংকর্ষণো মতঃ। শয্যারূপস্তথা তস্য সখ্য-দাস্যাভিমানবান্।।" অর্থাৎ, যিনি---দ্বিতীয়-চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত 'সংকর্ষণ', তিনিই 'ভূধারী' শেষের সহিত মিলিত হইয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পৃথ্বীধারী ও ভগবানের শয্যারূপি-ভেদে শ্রীশেষ-দ্বিবিধ। ভূধারী 'শেষ'---শ্রীসংকর্ষণের আবেশাবতার বলিয়া 'সংকর্ষণ'-নামেও কথিত; আর যিনি----শ্রীনারায়ণের শয্যারূপ, তিনি আপনাকে শ্রীনারায়ণের 'সখা' এবং 'দাস' বলিয়া অভিমান করেন।।৪৬।।

'অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী',—শ্রীল গরুড়দেবও একাধারে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দাস, সখা, আসন, ধ্বজ ও বাহনাদিরূপে সংকর্ষণ বা অনন্তেরই অংশ; যথা আলবন্দারু বা শ্রীযামুনাচার্য-কৃত 'স্তোত্ররত্নে' ৪১ শ্লোকে----"দাসঃ সখা বাহনমাসন ধ্বজো যস্তে বিতানং ব্যজনং ত্রয়ীময়ঃ। উপস্থিত তেন পুরো গরুত্মতা ত্বদঙ্ঘ্রিসম্মর্দকিণাঙ্কশোভিনা।।"

অর্থাৎ, যিনি----আপনার দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, চাঁদোয়া, ব্যজন এবং ঋক্, সাম ও যজুর্বেদময়, যিনি-- আপনার পাদপদ্মসংমর্দন-জনিত-চিহ্নদ্বারা শোভাযুক্ত, সেই শ্রীল গরুড়ের সহিত আমার সম্মুখে সমুপস্থিত আপনাকে কবে আমি সন্তুষ্ট করিব?

লীলায় বলয়ে,----পাঠান্তর, 'বুলয়ে' ও 'বহয়ে'। 'বলয়ে', ----বেষ্টন করে বা সেবা-সমৃদ্ধি সাধন করে; 'বুলয়ে', ----ভ্রমণ করে; আর 'বহয়ে'----বহন করে।।৪৭।।

পূর্ববর্তী ২১ সংখ্যার ভাষ্যস্থিত তথ্য দ্রষ্টব্য।।৪৮।।

শ্রীঅনন্ত,---(ভাঃ ১০।২।৫ শ্লোকে রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি---) "যিনি---শ্রীকৃষ্ণের ধাম বা কলা, দেবলোকে যাঁহাকে 'অনন্ত'-নামে অভিহিত করে, তিনিই দেবকীর হর্ষ ও শোকবর্ধনকারী শুদ্ধসত্ত্বময় সপ্তম-গর্ভে হইলেন।

(ভাঃ ১০।১।২৪ শ্লোকে দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি---) "ভগবান্ বাসুদেবের কলা, সহস্রবদন, স্বরাট্ শ্রীঅনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কার্য-সম্পাদনেচ্ছু হইয়া তাঁহার অগ্রে অবতীর্ণ হইবেন।"

ইহার শ্রীজীব-প্রভুকৃত কৃষ্ণসন্দর্ভের (৮৬ সংখ্যায়) ব্যাখ্যা---শ্রীবসুদেব নন্দনস্য বাসুদেবস্য কলা প্রথমোহংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ। তৎসংকর্ষণত্বং স্বয়মেব, * *---'স্বরাট্' স্বেনৈব রাজতে ইতি; অতএবানন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ। * * য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি; * * তদুক্তং শ্রীযমুনাদেব্যা (ভাঃ ১০।৬৫।২৮)—"রাম রামমহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে।।" 'একাংশেন---শেষাখ্যেন' ইতি টীকা চ। * * অতঃ 'শেষাখ্যং ধাম মামকম্' (ভাঃ ১০।২।৮) ইত্যত্রাপি 'শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ' ইতিবৎ অব্যভিচর্যংশ এবোচ্যতে। শেষস্যাখ্যা খ্যাতির্যস্মাদিতি বা।।"৪৯।।

শচী-জগন্নাথ-নন্দন শ্রীগৌর-নারায়ণ—

তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সংসার-ভূষণ।।৯৪।।

আদিখণ্ডের লীলা সূত্র-বিস্তার—

(১) প্রভুর জন্মলীলা,–জন্ম-মাস ও জন্ম-তিথি—

আদিখণ্ডে, ফাল্গুন-পূর্ণিমা শুভদিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে।।৯৫।।

হরিনাম-পুরঃসর 'সংকীর্তন প্রবর্তক' প্রভুর অবতরণ—

হরিনাম-মঙ্গল উঠিল চতুর্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সংকীর্তন করি' আগে।।৯৬।।

(২) পিতামাতাকে গুপ্তবাস-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা-মাতা-প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস।।৯৭।।

আদিদেব,---ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোকে ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীনারদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-বর্ণন-প্রসঙ্গে উক্তি---) "গায়ন্ গুণান্ দশ-শতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।" অর্থাৎ 'সহস্রানন আদিদেব শ্রীশেষ (সহস্রমুখে) কৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে আজ পর্যন্ত অন্ত পান নাই।'

ভাঃ ৫।২৫।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি---"স এষ ভগবাননন্তোঽনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংহৃতামর্ষরোষবেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে।"

অর্থাৎ 'সেই অনন্ত-গুণনিধি আদিদেব ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব অমর্ষ ও ক্রোধবেগ সংযত করিয়া সমস্ত লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত তথায় অবস্থান করিতেছেন।'

শ্রীসংকর্ষণই আদিদেব অর্থাৎ আদি-পুরুষ---ভাঃ ৬।১৬।৩১ ও ১০।১৫।৬ শ্লোক দষ্টব্য।

মহাযোগী,---(১) যোগেশ্বর, যথা (ভাঃ ১০।৭৮।৩১ শ্লোকে শ্রীবলদেব-কর্তৃক ব্যাসশিষ্য ধর্মধ্বজী রোমহর্ষণ হত হওয়ায় নৈমিষে দীর্ঘসত্রি মুনিগণের হাহাকার ও বলরাম স্তুতি-) " যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োঽপি নিয়ামকঃ" অর্থাৎ, 'হে ভগবন্, আপনি–যোগেশ্বর (মহাযোগী), বেদ (বিধি)ও আপনার নিয়ামক নহে (অর্থাৎ আপনি যাহাই করেন, তাহাই বেদবিধি)।'

(২) যোগমায়াধীশ, যথা (ভাঃ ১০।৭৮।৩৪ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীবলরামকর্তৃক মুনিগণের প্রার্থনা-পুরণাঙ্গীকার---) "আশাসিতং যৎ তদ্ব্রূত সাধয়ে যোগমায়য়া" অর্থাৎ, আপনাদিগের যাহা যাহা প্রার্থিত, সেই সমুদয় বলুন; আমি স্বীয় যোগমায়াদ্বারা তাহা সম্পাদন করিব। ভাঃ ১১।৩০।২৬ শ্লোকে---"রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষম্" ইহার শ্রীধরস্বামিপাদ-টীকা---"পৌরুষং যোগং---পরমপুরুষ-ধ্যান-লক্ষণম্।"

ঈশ্বর,-----(ভাঃ ৬।১৬।৪৭ শ্লোকে শ্রীসংকর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর স্তব---)"হে ভগবন্! আপনি--সমস্ত জগতের স্থিতি, লয় ও উদ্ভবের ঈশ্বর, ভক্তিহীন কুযোগিণের প্রাকৃত ভেদদৃষ্টি-বশতঃ আপনার নিজ তত্ত্ব---তাহাদের নিকট অবিজ্ঞাত; আপনি ---পরমহংস, আপনাকে প্রণাম।"

(ভাঃ ১০।১৫।৩৫ শ্লোকে শ্রীবলদেবের ধেনুকাসুর-বধ বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবকর্তৃক শ্রীপরীক্ষিতের নিকট বলরাম-মাহাত্ম্য-কীর্তন---)"নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ।।"

অর্থাৎ 'হে রাজন্! ধেনুকাসুরকে তালবৃক্ষের উপর প্রক্ষেপপূর্বক উহার বধ-সাধন ও বৃক্ষরাজীর মহাকম্পনোৎপাদন-জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীসংকর্ষণের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নহে; কেননা, তন্তুসমূহের মধ্যে বস্ত্রের অবস্থানের ন্যায় তাঁহাতেই এই বিশ্ব---ওতপ্রোতভাবে অধিষ্ঠিত।'

(ভাঃ ১০।৬৮।৪৫ শ্লোকে ক্রুদ্ধ শ্রীবলদেবের প্রতি তল্লাঙ্গলাকৃষ্ট-হস্তিনাপুরবাসী কৌরবগণের স্তবোক্তি-) "স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ানাং ত্বমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ। লোকান্ ক্রীড়নকানীশ ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি।।"

অর্থাৎ, 'হে ঈশ্বর! আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের একমাত্র কারণ; আপনার আশ্রয় কেহই নাই; তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন লোকসমূহকে লীলাপ্রবৃত্ত আপনার ক্রীড়া-সামগ্রীরূপে বর্ণন করেন।'

(৩) পিতামাতাকে মহাপুরুষ চিহ্ন-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পতাকা।
গৃহ-মাঝে অপূর্ব্ব দেখিলা পিতা-মাতা।।৯৮।।

(৪) চৌরকে প্রতারণা ও ছলনা—

আদিখণ্ডে, প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোরে ভাণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে।।৯৯।।

বৈষ্ণব, (ভাঃ ১০।২।৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শুকোক্তি—) "সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে। গর্ভো বভুব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্ধনঃ।।"

অর্থাৎ, 'দেবকীর হর্ষ ও শোকবর্ধক সপ্তম-গর্ভ হইল; তিনি—কৃষ্ণের কলা; লোকে তাঁহাকে 'অনন্ত' নামে অভিহিত করেন।'

ইহা,—এই; ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের এই সব মহিমার অন্ত সকলে অবগত নহেন। ভাঃ ৫।১৭।১৭, ৫।২৫।৬, ৯ ও ১২ ৪৭ শ্লোক (পরবর্তী ৫৬-৫৭ সংখ্যা), ৬।১৬।২৩ ও ৪৬-৪৩ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।।৫০।।

ঠাকুরাল,—প্রভাব, প্রাধান্য বা ঐশ্বর্য লীলা।

আত্মতন্ত্রে—আত্মাধাররূপে, যথা ভাঃ ৫।২৬।১৩ শ্লোকে (পরবর্তী ৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীধরস্বামি-টীকা—ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেব রসাতলমূলে (অর্থাৎ ভূমির অধোদেশে) "নিজেই নিজের আধাররূপে" (অবস্থিত)।।৫১।।

'তুম্বুরু'—দেবর্ষি শ্রীনারদের নিত্যসঙ্গী শ্রীহরি গুণগানযন্ত্র সুপ্রসিদ্ধ 'বীণা' (পরবর্তী ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য); অথবা স্বর্গায়ক গন্ধর্বপতিবিশেষ (ভাঃ ১।১৩।৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

'ব্রহ্ম-স্থানে',—ব্রহ্মার 'মানসী'-সভায়; তথায় তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণের সঙ্গীতালাপ, (যথা, মহাঃ ভাঃ—সভা-পঃ ১১ শ অঃ শ্রীনারদকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্রহ্ম-সভা-বর্ণন প্রসঙ্গে ২৮ শ্লোকের শ্রীনীলকণ্ঠ-টীকা—)"অন্যে তু বিংশতি গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ সপ্ত চান্যে গন্ধর্বা মুখ্যাস্তে চ—'হংসো হাহা হুহুবিশ্বাবসুর্ববরুচিস্তথা। বৃষণস্তুম্বুরুশ্চৈব গন্ধর্বাঃ সপ্তকীর্তিতাঃ।।" ইতি।'

শ্লোকবন্ধে,—শ্লোক বাঁধিয়া অর্থাৎ রচনাপূর্বক। এই পদ্যটী—(ভাঃ ৫।২৫।৮) "তস্যানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ তুম্বুরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সংশ্লোকয়ামাস", এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ মাত্র।।৫২।।

পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মসভায় 'তুম্বুরু' নামক গন্ধর্বের অথবা স্বীয় বীণা-যন্ত্রের সহিত দেবর্ষি শ্রীনারদ কর্তৃক এই পাঁচটী শ্লোকে শ্রীসংকর্ষণগুণগান-বর্ণন,—

অন্বয়। অস্য (জগতঃ) উৎপত্তিস্থিতিলয়-হেতবঃ (জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-কারণানি) সত্ত্বদ্যাঃ প্রকৃতিগুণাঃ যদীক্ষয়া (যস্য ইক্ষয়া) কল্পাঃ (স্ব-স্ব-কার্যসমর্থাঃ) আসন্; যদ্রূপং (যস্য স্বরূপং) ধ্রুবম্ (অনন্তম্) অকৃতম্ (অনাদি, যতঃ) যৎ একম্ (অদ্বিতীয়মেব সৎ) আত্মন্ (আত্মনি) নানা (কার্যপ্রপঞ্চম্) অধাৎ; তস্য (ব্রহ্মরূপস্য) বর্ত্ম (তত্ত্বং) কথমুহ (জনঃ) বেদ?—(ন বেদেত্যর্থঃ)।।৫৩।।

অনুবাদ। এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে স্ব-স্ব কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যিনি 'এক' হইয়াও আপনাতেই (অর্থাৎ নিজ-দেহস্থ রোমকূপে) কার্যরূপী বিচিত্র-জড় প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, অতএব যাঁহার স্বরূপ-অনন্ত এবং অনাদি, মনুষ্য কি-প্রকারে সেই অপ্রাকৃত শ্রীঅনন্তদেবের তত্ত্ব জানিতে পারে?৫৩।।

অন্বয়। যত্র (যস্মিন্ ভগবতি) সৎ অসৎ ইদং (স্থূল-সূক্ষ্মাত্মকং কার্যকারণাত্মকং বিশ্বং) বিভাতি, (সঃ সর্ব কারণকারণং ভগবান্) নঃ (অস্মাকং ভক্তানাং) পুরুকৃপয়া (বহুকৃপয়া) সংশুদ্ধং সত্ত্বং মূর্তিং (শুদ্ধাং শুদ্ধসত্ত্বময়ীং মূর্তিং) বভার (স্বীকৃতবান্); উদার-বীর্যঃ (উদারাণি মহান্তি বীর্যাণি যস্য সঃ, অতঃ) মৃগপতিঃ (সিংহঃ) স্বজনমনাংসি (স্বজনানাং মনাংসি) আদাতুং (বশীকর্তুম্) অনবদ্যাম (অনিন্দ্যাং কৃতাং) যৎ(যস্য ভগবতঃ) লীলাম্ (অনন্তকোট্যংশাভাসমাত্রেণ) আদদে (অশিক্ষত, 'তস্মদন্যং মুমুক্ষুঃ কমাশ্রয়েৎ' ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ)। যদ্বা, যত্র . . . (স্বীকৃতবান্) যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ, (যয়া মূর্ত্যা বা) মৃগপতিঃ (সিংহঃ) ইব উদার-বীর্যঃ (মহাপরাক্রমবান্ ভগবান্) স্বজনমনাংসি স্বজনানাং মনাংসি) আদাতুম্ আকৃষ্য গ্রহীতুম) অনবদ্যাং (স্বরূপগতালৌকিকবীর্যগামভীর্যময়ীম্ অতঃ অনিন্দ্যাং) লীলাম্ আদদে (গৃহীতবান্ 'তস্মাৎ . . . . আশ্রয়েৎ' ইতি উত্তরেণান্বয়ঃ)।।৫৪।।

অনুবাদ। যাঁহাতে (অধিষ্ঠিত থাকিয়া) কার্যকারণাত্মক এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই (সর্বকারণকারণ) ভগবান্ আমাদিগের (ন্যায় শুদ্ধভক্তের) প্রতি বহু কৃপা করিয়া তাঁহার শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি—উদারবীর্য অর্থাৎ মহাপ্রভাবশালী;

(৫) একাদশী তিথিতে হিরণ্য-জগদীশ-গৃহে বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজন—

আদিখণ্ডে, জগদীশ-হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরি-বাসরে।।১০০।।

(৬) ক্রন্দন-ছলে সকলকে হরিকীর্তনে নিয়োগ—

আদিখণ্ডে, শিশু-ছলে করিয়া ক্রন্দন।
বোলাইলা সর্বমুখে শ্রীহরিকীর্তন।।১০১।।

(৭) মাতাকে জড়ীয় ভদ্রাভদ্র-বিচার ও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বর্ণন—

আদিখণ্ডে, লোকবর্জ্য হাণ্ডির আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আপনে।।১০২।।

(৮) সঙ্গী শিশুগণ-সহ চাল্য-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ-সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার।।১০৩।।

অতএব নিজজন ভক্তবর্গের চিত্ত বশীভূত করিবার জন্য যিনি স্বীয় অনিন্দ্য পবিত্রলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মৃগপতি সিংহ যাঁহার সেই লীলা (অনন্তকোট্যংশাভাসমাত্র) শিক্ষা লাভ করিয়াছে, নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীসংকর্ষণ ব্যতীত আর কাহাকে আশ্রয় করিবেন?

অথবা, যাঁহাতে ..... করিয়াছেন; যেহেতু, (বা যে শুদ্ধসত্ত্বময়ী মূর্তি ধারণপূর্বক) সিংহের (ন্যায়) মহাবীর্যশালী যে ভগবান্ নিজ-নিজ ভক্তবর্গের নিমিত্ত স্বীয় স্বরূপগত বীর্য-গাম্ভীর্যময়ী অনিন্দ্য-পবিত্র-লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, নিঃশ্রেয়সার্থী ..... করিবেন?৫৪।।

তথ্য। স্ব-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামি প্রভুর অর্থ---"মৃগপতি-শব্দে শ্রীবরাহদেব পৃথিবীধারণরূপ যাঁহার লীলা (ভেদ স্বীকার করিয়াছেন; এতদ্দ্বারা শ্রীঅনন্তদেবের পরম-মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল।" স্ব-কৃত 'ভাবার্থদীপিকা'য় শ্রীধর-স্বামিপাদের অর্থ---"যাঁহাদিগকে অন্বেষণ করা যায়, তাঁহারাই 'মৃগ' অর্থাৎ কামপ্রদ (দেবতা); তাঁহাদের পতি' অর্থাৎ প্রধান যিনি, তিনি।।৫৪।।

অন্বয়। যন্নাম (যস্য ভগবতঃ নাম সাধু-গুর্বাদিতঃ) শ্রুতং বা, অকস্মাৎ বা, আর্তঃ (ক্লিষ্ট) বা (সন্ প্রলম্ভনাৎ উপহাসাৎ বা পতিতঃ (মহাপাতকী জনঃ অপি) যদি অনুকীর্তয়েৎ, তর্হি, শ্রবণকারী, উচ্চারণকারী বা সর্বথা সংশুধ্যেৎ ইতি কিং বক্তব্যম্? যতঃ অসৌ শ্রীঅনন্তদেবঃ এব) নৃণাম্ (মানবানাং) অশেষম্ (অনন্তম্) অংহঃ (পাপং) সপদি (সদ্যঃ এব) হন্তি (নাশয়তি) তস্মাৎ মুমুক্ষুঃ (নিঃশ্রেয়সার্থী জনঃ) ভগবতঃ শেষাৎ (শ্রীঅনন্তদেবাৎ অন্যং) কম্ আশ্রয়েৎ (শরণং ব্রজেৎ)?৫৫।।

অনুবাদ। (সাধুগুরুর মুখ হইতে) শ্রবণ করিয়া, অথবা অকস্মাৎ, অথবা আর্ত হইয়া, কিংবা পরিহাসচ্ছলে পতিত ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীঅনন্তদেবের নাম কীর্তন করে, তাহা হইলে সেই শ্রবণ বা কীর্তনকারী ব্যক্তি যে শুদ্ধ হইবেনই, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি? কেননা, এই শ্রীঅনন্তদেবই স্বীয় দর্শনপ্রদানাদিদ্বারা মানবগণের অশেষ পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন; অতএব নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীশেষ ব্যতীত আর অপর কাহাকেই বা আশ্রয় করিবেন?৫৫।।

অন্বয়। আনন্ত্যাৎ (অপরিমেয়ত্বাৎ হেতোঃ) অবিমিত বিক্রমস্য (অনন্তবীর্যস্য তস্য) ভূম্নঃ (বিভোঃ) সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ (সহস্র-শিরসঃ ভূ-ধারিণঃ অনন্তদেবস্য) মূর্ধনি (একস্মিন্ এব মস্তকে) সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বং (গির্যাদিভিঃ সহিতং) ভূ লোকং (ভূমণ্ডলম্) অর্পিতম্ (ন্যস্তং সৎ) অণুবৎ (ভাতি ইত্যর্থঃ); সহস্রজিহ্বঃ অপি (সহস্রবদনঃ ভূত্বাপি) কঃ (জনঃ তস্য ভগবতঃ শ্রীঅনন্তস্য) বীর্যাণি গণয়েৎ (তস্য ভগবতঃ লীলাদীনি বর্ণয়িতুং কোঽপি ন সমর্থঃ ইত্যর্থঃ)।।৫৬।।

অনুবাদ। অপরিমেয়ত্ব-হেতু যাঁহার বিক্রমের পরিমাণ করা যায় না, সেই বিভূ সহস্রশীর্ষা ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের একটীমাত্র মস্তকে সমগ্র গিরি, নদী, সাগর ও জন্তুগণের সহিত এই ভূমণ্ডল ন্যস্ত থাকিয়া অণুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কে-ই বা তাঁহার বীর্যসমূহ গণনা করিতে পারেন?৫৬।।

তথ্য। শ্রীজীবপ্রভু স্ব-কৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকায় বলেন যে, শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের মধ্যম পরিমাণ সত্ত্বেও তাঁহার বিভুত্বহেতু ভূমণ্ডলের অণুত্ব কথিত হইল।।৫৬।।

(৯) অল্প অধ্যয়নেই অধ্যাপকোচিত-সম্মান লাভ—

আদিখণ্ডে, করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল-শাস্ত্রেতে।।১০৪।।

(১০) পিতার অপ্রাকট্য ও অগ্রজের সন্ন্যাসগ্রহণ—

আদিখণ্ডে, জগন্নাথমিশ্র-পরলোক।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস,—শচীর দুই শোক।।১০৫।।

অন্বয়। এবং প্রভাবঃ (ঈদৃগ্ বীর্যবান্) দুরন্তবীর্যোরুগুণানুভাবঃ (দুরন্তম্ অশেষং বীর্যং বলং যস্য, উরবঃ মহান্তঃ গুণাঃ অনুভাবাঃ প্রভাবাঃ চ যস্য সঃ, সঃ চ) আত্মতন্ত্রঃ (আত্মাধারঃ, সর্বথা স্বরাট্ অপীত্যর্থঃ) যঃ ভগবান্ অনন্তঃ (শেষঃ) রসায়াঃ মূলে (রসাতলে) স্থিতঃ (সন্) স্থিতয়ে (পৃথিব্যাঃ পরিপালনায়) লীলয়া (অনায়াসেন) ক্ষ্মাং (পৃথিবীং) বিভর্তি (বহতি, ধারয়তীত্যর্থঃ)।।৫৭।।

অনুবাদ। এতাদৃশ বীর্যসম্পন্ন অপরিমেয়-বলশালী মহাগুণ প্রভাববান্ সেই ভগবান্ অনন্তদেব নিজেই নিজের আধার হইয়াও রসাতলের মূলদেশে অবস্থিত থাকিয়া এই পৃথিবীর রক্ষণ বা পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে উহাকে ধারণ করিতেছেন।।৫৭।।

তথ্য। 'আত্মতন্ত্র'-শব্দে আত্মাধার—(শ্রীধরস্বামিপাদ)।। ৫৮-৫৯ সংখ্যাদ্বয়-পূর্ববর্তী ৫৩ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ। দৃষ্টিপাতে,—কটাক্ষে। হয়, যায়,—স্ব-স্ব-কার্যে সমর্থ ও অসমর্থ হয়, অথবা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। (চৈঃ চঃ আদি ৫ ম পঃ ৪৬ সংখ্যা—) ''যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়। সেই পুরুষের সংকর্ষণ—সমাশ্রয়।।'' ৫৮।।

অদ্বিতীয়,—দ্বিতীয় বা মায়া-রহিত, অভয়, 'অদ্বয়জ্ঞান'; সত্য,—ধ্রুব; অনাদি,—আদি বা উৎপত্তি-বিহীন, অজ; তত্ত্ব,—বর্ত্ম।।৫৯।।

৬০-৬১ সংখ্যাদ্বয়—পূর্ববর্তী ৫৪ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ। শুদ্ধসত্ত্ব,—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয় বা প্রভাবত্রয়ের অন্যতম সন্ধিনীর অধীশ্বরই শ্রীবলদেব; তাঁহা হইতেই যাবতীয় গুণত্রয়াতীত উপকরণের অর্থাৎ অবিমিশ্র শুদ্ধ-সত্ত্বের প্রাকট্য, অর্থাৎ তিনিই যাবতীয় চিত্তসত্ত্বতার কারণ। যাবতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ—তাঁহারই অংশ ও কলাস্বরূপ এবং সকলেই শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ। (ভাঃ ৪।৩।২৩ শ্লোকে সতীর প্রতি শ্রীমহাদেবের উক্তি—) ''সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে।।'' ইহার টীকায়, (১) শ্রীশ্রীজীবপাদ বলেন, 'বিশুদ্ধ'-শব্দে স্বরূপশক্তিত্বহেতু জাড্যাংশরহিত; (২) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেন,—'বিশুদ্ধ' শব্দে চিচ্ছক্তিবৃত্তিময় অপ্রাকৃত, অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব'; (৩) শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—'সত্ত্ব'-শব্দে অন্তঃকরণ বা শুদ্ধসত্ত্বগুণ; (ভাঃ ১।২।২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—) 'যৎ সত্ত্বং তৎ সাক্ষাদ্ব্রহ্মদর্শনম্।'' আবার, ভাঃ ১।৩।৩ শ্লোকে ''বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জিতম্''-পদের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—বিশুদ্ধং' রজ-আদ্যসংভিন্নম্' অতএব উর্জিতং নিরতিশয়ং সত্ত্বম্''; শ্রীমন্মধ্বাচার্য-কৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্যে—''সত্ত্বং সাধুগুণত্বং জ্ঞানবলরূপঞ্চ,—'বলজ্ঞান-সমাহারঃ সত্ত্বমিত্যভিধীয়তে' ইতি মাৎস্যে।'' শুদ্ধ-সত্ত্বেরই অপর নাম-'বসুদেব'; তাহাতে যিনি প্রকটিত হন, তিনিই 'বাসুদেব' (বিষ্ণু)।

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ৬৪-৬৫ সংখ্যা-) ''সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধ-সত্ত্ব'-নাম। ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম।। মাতা, পিতা, গৃহ, শয্যাসন আর। এই সব—কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।।'' (ঐ আদি ৫ম পঃ ৪৩-৪৪ ও ৪৮ সংখ্যা—) ''চিচ্ছক্তিবিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব'-নাম। শুদ্ধ সত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য তাঁহা সকলই চিন্ময়। সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয়।। * * তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব, 'সংকর্ষণ'-নাম। তেঁহো—যাঁর অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রাম।।''

মূর্তি,—বিগ্রহ; বিগ্রহ,—মূর্তি। বিষ্ণুতত্ত্ব—স্বভাবতঃই চিদ্বিলাসময় সচ্চিদানন্দমূর্তি,—অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য-ও লীলাময়; বস্তুতঃ তিনি স্বয়ংই 'নির্বিশেষ' বা 'চিদ্‌বিলাসবিহীন' নহেন; তদ্‌বিমুখ কোন বদ্ধজীবই স্বীয় প্রাকৃত-গুণদোষযুক্ত কোনপ্রকার মনোধর্ম সুলভ কল্পনা কখনও তাঁহাকে আরোপ করিতে পারিবে না। তিনি—অধোক্ষজ, এবং জীব ও মায়া-শক্তির অতীত ও অধীশ্বর-তত্ত্ব।

সবার,—মূল-শ্লোকানুসারে, 'সবার'-শব্দে 'সদ্‌সৎ জগতের' অর্থাৎ অচিৎসর্গ কার্যকারণাত্মাক এই বিশ্বের; অথবা, চিদ্‌চিৎ উভয় সর্গ ও তাহাদের ঈশ্বর যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের।

সুলীলায়,—অবলীলাক্রমে. বিচিত্রলীলা-প্রভাবে।।৬০।।

(১১) বিদ্যা-বিলাস—

আদিখণ্ডে, বিদ্যা-বিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্তিমন্ত দম্ভ।।১০৬।।

(১২) সতীর্থগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া—

আদিখণ্ডে, সকল পড়ুয়াগণ মেলি'।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলি।।১০৭।।

তরঙ্গ,—অপার-লীলা-সমুদ্রের তরঙ্গ অর্থাৎ অণুমাত্র। 'শিখি',—শিক্ষা করিয়া; সিংহ,—মৃগপতি; শ্রীনৃসিংহদেব, অথবা, শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে, শ্রীবরাহদেব; মহাবলী, (মূল শ্লোকে পূর্ববর্তী ৫৪ সংখ্যায়) উদারবীর্য; নিজ-জন, —(সিংহপক্ষে) পশুগণ, (শ্রীনৃসিংহপক্ষে) স্বীয় ভক্ত শ্রীল প্রহ্লাদ, (শ্রীবরাহপক্ষে) পৃথিবী বা বিরিঞ্চি-প্রমুখ ব্রহ্মবাদি-মুনিগণ।।৬১।।

৬২-৬৪ সংখ্যাত্রয়—পূর্ববর্তী ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের পদ্যানুবাদ। যে-তে, যে-সে, যে-কোন।।৬২।।

পূর্ববর্তী ১৮শ সংখ্যার তথ্যে ভাঃ ৬।১৬।৪৪ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।।৬২-৬৩।।

বন্ধ,—বন্ধন, মায়া-বদ্ধতা; ছিণ্ডে,—ছিন্ন হয়। বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে,—পূর্ববর্তী ২১শ সংখ্যার তথ্যে ভাঃ ৫।২৫।৪ শ্লোকে "সহ সাত্বতর্ষভৈঃ" ও ৬।১৬।৩৪, ৪০ ও ৪৩ শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

বিবৃতি। নামাপরাধ ত্যাগপূর্বক যে-কোনও প্রকারে শ্রীঅনন্তদেবের নাম উচ্চারণ করিলেই 'মায়িক-বিচারের মূলীভূত কারণ অবিদ্যা-জাত মনোধর্মগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়। বৈষ্ণবগণ কখনই শ্রীঅনন্তদেবকে লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকার চেষ্টা করেন না।।৬৩।।

শেষ,—পূর্ববর্তী ৪৬ সংখ্যক শ্লোকের তথ্য দ্রষ্টব্য; বই,—বিনা, ব্যতীত; গতি,—উদ্ধার বা নিস্তারের উপায়, আশ্রয়; সর্বজীবের উদ্ধার,—পূর্ববর্তী ১৪শ, ১৮শ ও ২১শ সংখ্যার তথ্যে ভাঃ ৫।২৬।৮ শ্লোকের পূর্বার্ধ ও ভাঃ ৬।১৬।৪৪ শ্লোকে প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।।৬৪।।

৬৫-৬৬ সংখ্যাদ্বয়—পূর্ববর্তী ৫৬ শ্লোকের পদ্যানুবাদ; পূর্ববর্তী ১৫ শ সংখ্যার তথ্যে ভাঃ ৫।১৭।২১, ৫।২৫।২ ও ৬।১৬।৪৮ শ্লোকের শেষার্ধ দ্রষ্টব্য। 'বিন্দু' যেন,—সর্ষপ বা 'সিদ্ধার্থ'-তুল্য; অনন্তবিক্রম,—পূর্ববর্তী ৫৬ সংখ্যক মূলশ্লোকের 'আনন্ত্যাদবিমিতবিক্রমস্য'-পদ দ্রষ্টব্য।

বিবৃতি। ভগবান্ শ্রীশেষের সহস্রফণা; তন্মধ্যে একটীমাত্র ফণায় বিন্দু (সর্ষপ) সদৃশ স-গিরিসাগরা অনন্ত পৃথিবী অবস্থিতা; উহার গুরুভার অনুভব করা দূরে থাকুক, স্বীয় শিরোদেশে উহা আদৌ বর্তমান কি না, তাহাই অনন্ত-পরাক্রমশালী শ্রীঅনন্তদেবের অনুভবের বিষয় হয় না।।৬৬।।

বিবৃতি। ভূধারী ভগবান্ শ্রীশেষ বা অনন্তদেব নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যশঃ স্বীয় সহস্র-মুখে গান করিতেছেন; পূর্ববর্তী ১২ ও ১৩ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।।৬৭।।

শ্রীযশের,—শ্রীকৃষ্ণের যশ বা গুণের; জয়ভঙ্গ—পরাজয়; কারু,—কাহারও অর্থাৎ শ্রীশেষের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের; দোঁহে—দুইজনেই অর্থাৎ বাগ্মিকুলশিরোমণি শ্রীঅনন্তদেব ও শ্রীকৃষ্ণ, উভয়েই।।৬৮।।

রাম-গোপালে—অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলরামের বা শ্রীঅনন্তদেবের মধ্যে; বাদ লাগিয়াছে,—অর্থাৎ সেব্য-শ্রীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অনুক্ষণ নব-নব-ভাবে বর্ধমান স্বীয় গুণমাধুর্যদ্বারা এবং সেবকবিগ্রহ শ্রীঅনন্ত স্বীয় সহস্রমুখে সহস্রভাবে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তনদ্বারা, স্ব-স্ব-উৎকর্ষপ্রদর্শনার্থ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন।

সিদ্ধ,—দেবযোনিবিশেষ; মুনীশ্বর,—মুনীন্দ্র, মহর্ষি।।৭০।।

লাগ,—'নাগাল', 'নজ্‌দিক,' নিকটবর্তী।

বিবৃতি। যদিও নব-নব-ভাবে অনুক্ষণ বর্ধমান কৃষ্ণ যশঃসিন্ধু—সুদুস্তর অর্থাৎ অপার, তথাপি সেই সিন্ধু উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কীর্তন করিয়া কৃষ্ণগুণরাশির অন্ত পাইবার জন্য শ্রীবলরাম বা অনন্তদেব দ্রুতবেগে (প্রবলভাবে) গমন (কীর্তনচেষ্টা প্রদর্শন) করেন। এস্থলে 'সিন্ধু'-শব্দে কৃষ্ণযশঃসমুদ্র; শ্রীঅনন্তদেব স্বীয় সহস্র-মুখে গান করিয়া অপার কৃষ্ণযশঃসমুদ্রের তীরে উপনীত হইবেন অর্থাৎ শেষসীমা প্রাপ্ত হইবেন, মনে করেন; কিন্তু সেই অসীম অপার কৃষ্ণগুণ-সিন্ধুর কূল বা তটভূমি অর্থাৎ সীমা-রেখা ক্রমশঃ সুদূরবর্তী হইতে থাকে, সেইজন্য শ্রীঅনন্তদেবও পুনরায় বর্ধিতোৎসাহভরে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত যশোমাধুর্য স্বীয় সহস্রবদনে কীর্তন করিতে থাকেন।।৭১।।

(১৩) সর্বশাস্ত্রে অজেয়ত্ব—

আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের সর্বশাস্ত্রে জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয়।।১০৮।।

(১৪) পূর্ববঙ্গে শুভবিজয়—

আদিখণ্ডে, বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই' শ্রীচরণ।।১০৯।।

স্বীয় শিষ্য শ্রীনারদের নিকট শ্রীব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতারসমূহ বর্ণন করিবার পর শ্রীবিষ্ণুর প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয়বিধ বিভূতিসমূহের অপরিমেয়ত্ব কীর্তন করিতেছেন,----

অন্বয়। পুরুষস্য (পরম-পুরুষস্য স্বয়ং ভগবতঃ) মায়াবলস্য (যৎ মায়াশক্তেঃ বলং তস্য, অপি) অন্তং (পারম্) অহং ন বিদামি (ন বেদ্মি, কিমুত তস্য চিচ্ছক্তেঃ ইতি ভাবঃ, তথা) তে অগ্রজাঃ অমী মূনয়ঃ চ (সনকাদয়ঃ চ ন বিদন্তি), দশ শতাননঃ (দশ-শতানি আননানি যস্য, স সহস্রবদনঃ) আদিদেবঃ (আদিপুরুষঃ) শেষঃ (শ্রীঅনন্তঃ) অস্য (পুরুষোত্তমস্য) গুণান্ (অপ্রাকৃতানি মাহাত্ম্যানি) গায়ন্ (উচ্চৈঃ কীর্তয়ন্) অধুনা (সাম্প্রতম্) অপি পারম্ (অন্তং) ন সমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি, পরং তু) যে (জনাঃ) অবরে (প্রাকৃতাঃ মায়াবদ্ধাঃ, তে) কুতঃ (কথং তং বিদন্তি)?৭২।।

অনুবাদ। (হে নারদ,) আমি স্বয়ং ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ এই সনকাদি-মুনিগণও সেই পরম-পুরুষ স্বয়ং ভগবানের চিচ্ছক্তিবলের দূরে থাকুক, মায়াশক্তি বলেরই অন্ত জানি না; এমন কি, আদিদেব সহস্রবদন শ্রীঅনন্তদেবও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী গান করিয়া অদ্যাবধি সীমা প্রাপ্ত হ'ন নাই, সুতরাং প্রাকৃত-জীবগণ আর কিরূপে উহা জানিতে পারিবে?৭২।।

তথ্য। এস্থলে ভগবানের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতরূপ উভয়বিধ বীর্যসমূহের অনন্তত্ব কীর্তন করিতেছেন (---শ্রীজীবপাদকৃত 'ক্রমসন্দর্ভ'-টীকা।।৭২।।

এই সংখ্যা---পূর্ববর্তী মূল ৫৭ সংখ্যক শ্লোকের শেষার্ধের পদ্যানুবাদ। পালন-নিমিত্ত,---(মূলে পূর্ববর্তী ৫৭ শ সংখ্যক শ্লোকে) 'স্থিতয়ে'; রসাতলে,----(ভাঃ ৫।২৪।৭ শ্লোকে) অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল---- এই সপ্ত ভূ-বিবর বা অধোদেশের অন্যতম।

এস্থলে (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা-মতে---) 'ভূমির, (পৃথিবীর) মূলদেশে', অথবা (ভাঃ ৫।২৫।১ শ্লোক-টীকা-মতে) 'পাতালের মূলদেশে' শ্রীঅনন্তদেবের অধিষ্ঠান; মহাশক্তিধর,---(মূলে পূর্ববর্তী ৫৭ শ সংখ্যক শ্লোকে) 'দুরন্তবীর্যোরুগুণানুভাবঃ; নিজ-কুতূহলে,---(মূলে ৫৭শ সংখ্যক শ্লোকে) 'আত্মতন্ত্রঃ'।।৭৩।।

'তুম্বুরু'----শ্রীদেবর্ষির নিত্যসঙ্গিনী বীণা; মতান্তরে, উহার নাম---'কচ্ছপী'; পূর্ববর্তী ৫২ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য।।৭৪।।

অনন্তপ্রভাব,----শ্রীঅনন্তদেবের মহাপ্রভাব,----এইজন্যই তৎসেবকপ্রবর গ্রন্থকার তাঁহাকে পূর্ববর্তী ১৬শ সংখ্যায় 'মহাপ্রভু', এবং ৭৩ সংখ্যায় 'প্রভু' প্রভৃতি ঐশ্বর্যমহিমাদ্যোতক ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। (বিষ্ণু-পুঃ ৪ অং ১ অঃ ২৬-৩৩ শ্লোকে রৈবতকের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি দ্রষ্টব্য)। অনুরাগ,---নিরন্তর সেবাযুক্ত আদর।।৭৬।।

সংসার-সাগর-সদৃশ; তাহাতে ডুবিয়া গেলে জীবের সর্বনাশ হয়। সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবানের সেবাময় অতল-জলধিতে নিমজ্জিত হইলেই নিত্য পরমানন্দের উদয় হয়। যাঁহার সেবা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার অভিলাষ হয়, তাঁহার নিত্যানন্দ-পদ আশ্রয় করাই একান্ত প্রয়োজনীয়।।৭৭।।

বিবৃতি। সংসারের অন্তর্গত জীবগণ নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। তাহারা স্ব-স্ব-অক্ষজজ্ঞানে ভোগ্যবস্তুগুলি মাপিয়া লইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান্ জগতে ভোগবুদ্ধিরহিত হইলে জীবগণ ভগবৎ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর সন্ধান লাভ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-বিগ্রহ--তাঁহার সেব্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন আশ্রয়-ভাবময় বিষয়বিগ্রহ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক। মুক্তপুরুষগণের নির্মল আত্মার একমাত্র বৃত্তিই 'শুদ্ধভক্তি'। অহৈতুক ও অব্যবহিতভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ শ্রীগুরুদাসেরই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে সন্তরণযোগ্যতা-লাভ হয়। (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩---) "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

(১৫) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্ধান ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ—

আদিখন্ডে, পূর্ব-পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে, রাজ-পণ্ডিতের কন্যা পরিণয়।।১১০।।

(১৬) বায়ুরোগ-ছলে প্রেমবিকার-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, বায়ু-দেহমান্দ্য করি' ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি-বিকার-সকল।।১১১।।

পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তৎকৃত 'প্রার্থনা'-গ্রন্থে বলেন,---''নিতাই-পদকমল,' কোটিচন্দ্র সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।''৭৮।।

বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুদাসগণের প্রভু যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-অংশীই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব। গ্রন্থকার সেই প্রভুকে সেবা করিবার অভিলাষে তাঁহার নিত্যদাস বৈষ্ণবগণের চরণে স্বীয় অভীষ্ট প্রার্থনা জানাইতেছেন। বৈষ্ণব-নিত্য, মুক্ত এবং জীবের নিত্য-পূজ্যবস্তু, তাঁহার নিকটই যে সাধকের স্বীয় উপাস্যের উপাসনার নিমিত্ত নিত্য অভীষ্ট প্রার্থনা-জ্ঞাপন বিধেয়,---ইহা বৈষ্ণবাচার্য-গ্রন্থকার স্বয়ং আচরণ করিয়া কপট-দৈন্যাশ্রিত, অহঙ্কার-বিমূঢ়, দীন, দাম্ভিক জীবকে শুদ্ধভক্তির অবিচ্ছেদ্য-অঙ্গ-রূপে বৈষ্ণব সমীপে দৈন্যজ্ঞাপনাচরণ শিক্ষা দিতেছেন।।৭৮।।

'দ্বিজ', 'বিপ্র' ও 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শব্দ যেমন সমপর্যায়ভুক্ত, সেইরূপ 'অনন্ত', 'বলদেব' ও 'নিত্যানন্দ'ও একই বিগ্রহের অভিন্ন শ্রীনাম।।৭৯।।

গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর 'শেষভৃত্য' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্তির পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আর কাহাকেও 'শিষ্য'-রূপে গ্রহণ করেন নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিত্র বর্ণন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিশেষণে 'অন্তর্যামী'-শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা প্রভুর অপ্রকট-কালেই যে গ্রন্থকারের হৃদ্দেশে গ্রন্থরচনার আদেশ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সূচিত হইতেছে।।৮০।।

পূর্ববর্তী ১৩-১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৮১।।

পুণ্যশ্রবণ-চরিত,---(ভাঃ ১।২।১৭ শ্লোকে 'পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ' অর্থাৎ যাঁহার নাম ও চরিতের শ্রবণ ও কীর্তন----পরম-পাবন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় ভক্তগণের শ্রীমুখেই তদীয় লীলাকথা গ্রন্থকার যে-যে-ভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই চৈতন্যভাগবত-রচনার উপকরণ বা উপাদানরূপে স্বীকার করিয়াছেন; এতদ্দ্বারা গ্রন্থকারকর্তৃক বৈষ্ণবানুগত্যেই সূক্ষ্মভাবে শ্রৌতপন্থার আদর প্রদর্শিত হইতেছে।।৮৪।।

যেন-মত, তেন-মত,---যেমন, তেমন।।৮৫।।

পুত্তলিকা যেমন স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে নৃত্য করিতে অসমর্থ এবং ঐন্দ্রজালিকগণ যেমন সেই পুত্তলিকাকে যথেচ্ছভাবে নৃত্য ও পরিচালনা করায়, কিন্তু নৃত্যের কারণ অদৃশ্য থাকে, তদ্রূপ পরম-কৃপাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রও আমাকে তন্নামগুণ-কীর্তনকারিরূপে নর্তক করিয়া তুলিয়া যথেচ্ছভাবে স্বীয় সেবার নিমিত্ত পরিচালন করিতেছেন, আমি---স্বতন্ত্রভাবে তন্নামগুণকীর্তনরূপ 'নৃত্যাদি-কার্যে' অসমর্থ। শ্রীমৎ কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু বলেন,--চৈঃ চঃ আদি ৮।৩৯ সংখ্যায়) ''বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা----শ্রীচৈতন্য''।।৮৬।।

এই পদ্যটী বৈষ্ণবাচার্য গ্রন্থকার অতি-দৈন্যভরে এই গ্রন্থের বহুস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন।।৮৭।।

গ্রন্থের খণ্ডত্রয়ের আদিখণ্ডে---মহাপ্রভুর 'বিদ্যা-বিলাস', মধ্যখণ্ডে,---'কীর্তনবিলাস' এবং শেষখণ্ডে--পুরুষোত্তমে 'যতিবেশে অবস্থান-লীলা' বর্ণিত হইয়াছে; তন্মধ্যে শ্রীগৌর সুন্দরের গৃহস্থলীলায় শ্রীগৌড়দেশবাসীকে কৃষ্ণকীর্তনোপদেশ প্রদান এবং সন্ন্যাসলীলায় উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান পূর্বক স্বীয় ভক্তগণের পালন শুনা যায়। যেকালে তিনি গৌড়দেশে ভক্তিধর্ম-প্রচার করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার সাহায্যকারিরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাস-ঠাকুর এবং অন্যান্য শুদ্ধভক্তগণ প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নীলাচলে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়দেশে প্রচারকার্যের নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেই প্রধান প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। নীলাচলে অবস্থিত গৌড়ীয়ভক্তগণ শ্রীদামোদরস্বরূপ-গোস্বামি প্রভুরই অনুগত ছিলেন, আর গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অধিকারে থাকিয়াই নিরন্তর হরিভজন করিতেন। শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রচারকগণের

(১৭) ভক্তগণে শক্তিসঞ্চার ও বিহার—

আদিখণ্ডে, সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হঞা।।১১২।।

(১৮) প্রভুর সুখে শচীমাতার সুখ—

আদিখণ্ডে, দিব্য-পরিধান, দিব্য-সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি' চন্দ্রমুখ।।১১৩।।

অগ্রণী হইয়াছিলেন, আর শ্রীগৌড়মণ্ডলে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রধান প্রচারক পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দ্বাদশজন প্রধানভক্ত লইয়া গৌড়দেশের সর্বত্র প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রধান সেনাপতি শ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামি প্রভুদ্বয় পশ্চিমদেশের প্রচার-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।।৯০-৯১।।

তত্ত্ববর্ণনে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর পিতা-মাতাকে 'বসুদেব' ও 'দেবকী' এবং প্রভুকে 'নারায়ণ' বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য ও তত্ত্ববর্ণনে এইরূপ নির্দেশ দোষাবহ নহে; মাধুর্যাবস্থানের কথা অ-তাত্ত্বিক জগতে বিচারিত হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না। গৃহে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'নিমাই', 'বিশ্বম্ভর' প্রভৃতি নাম ছিল; সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁহার নাম 'কৃষ্ণচৈতন্য' হইয়াছিল। বিশ্ববাসীকে সেই কৃষ্ণনামে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রভু তাঁহার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামের সার্থকতা প্রদর্শন করেন। আশ্রমবিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ চতুর্থ আশ্রমই 'সন্ন্যাস'; তজ্জন্য যতি নামই এই সংসারের অলঙ্কার-স্বরূপ।।৯৪।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুন-পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণকালে আবির্ভূত হন।।৯৫।।

চন্দ্রের উপরাগকে 'শুভক্ষণ' বলিয়া বিবেচনা করিয়া জগতের লোকসকল উচ্চ-হরিসংকীর্তনে নিযুক্ত ছিলেন। ঐরূপ সংকীর্তনমুখেই স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল।।৯৬।।

প্রাকৃত-জগতে ভগবানের অবস্থিতি ও ধামাদি—অপ্রকাশিত। পিতামাতার দিব্যজ্ঞান উদয় করাইয়া ভগবান্ স্বীয় অপ্রকাশিত বাসভূমি প্রদর্শন করিলেন।।৯৭।।

মহাপুরুষ-লক্ষণে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পতাকা প্রভৃতি চিহ্নসমূহ সামুদ্রিক-শাস্ত্রে কথিত আছে। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ঐসকল চিহ্ন—নিত্য-প্রকাশিত। প্রভু গৃহের অভ্যন্তরে যে-সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন থাকায়, শ্রীশচীদেবী ঐগুলি দর্শন করিলেন।।৯৮।।

ভগবজ্জন্মদিন, একাদশী এবং কতিপয় দ্বাদশীকে 'শ্রীহরি বাসর' বলে। ঐ হরিবাসর-দিবসে শ্রীহরির সেবকগণ সকল কর্ম হইতে বিরত হইয়া উপবাসাদি-মুখে হরিসেবা ব্রত অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সাক্ষাদ্ভগবান্ বলিয়া প্রভু এবার সেবকগণেরই পালনীয় শ্রীহরিবাসরে উপবাসাদি লীলা প্রদর্শন না করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিলেন।।১০০।।

অভাব ও যন্ত্রণা-বশে ক্রন্দন করাই বালকের স্বভাব। ঐরূপ ক্রন্দন স্তব্ধ করিবার জন্য বালককে নানাভাবে ভুলাইবার প্রথা সচরাচর দেখা যায়। তদনুসরণে মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীগণও শ্রীগৌরহরিকে ভুলাইবার জন্য হরিনামকীর্তন শ্রবণ করাইতেন। গৌরহরি তাঁহাদের মুখ হইতে নিজ প্রচার্য যুগধর্ম হরিনাম আদায় করিয়া স্বীয় ক্রন্দন পরিত্যাগ করিতেন।।১০১।।

লোকাচার-মতে অশুচি-জ্ঞানে পাককার্যে ব্যবহৃত মৃৎপাত্রসমূহ ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ ত্যক্ত মৃৎপাত্রের স্থানগুলি-জাগতিক শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট। প্রভু সমদর্শন-লীলা প্রদর্শন করিবার জন্য শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচার ছাড়িয়া দিয়া সেই অপবিত্র স্থানকেও 'পবিত্র' বলিয়া জানাইলেন। শচী-মাতা এরূপ লীলার প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, প্রভু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। জগতে জড়বিষয়-সম্বন্ধী উচ্চাবচ-ভাব ও লৌকিক-বিচার তত্ত্বজ্ঞান পুষ্ট নহে। স্বরূপে সর্বত্র যে সমদর্শনই বিধেয়,—এই তত্ত্ব প্রভু স্বীয় জননীকে জ্ঞাপন করিলেন।।১০২।।

কৃষ্ণলীলায় গোপবালকগণের সহিত কৃষ্ণ যেরূপ নানাবিধ ক্রীড়া-চাঞ্চল্য দেখাইয়াছিলেন, নবদ্বীপ-লীলাতেও প্রভু বিপ্রবালকগণের সহিত তদ্রূপ শিশূচিত নানাবিধ দুর্বৃত্ততা ও চঞ্চলতা দেখাইলেন।।১০৩।।

পাঠ্যাবস্থায় শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া সর্বশাস্ত্রের সামান্য অধ্যয়ন-ফলেই প্রভু 'বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক' হইয়া পড়িলেন। প্রভুর ঐ অলৌকিক প্রতিভা বহু অধ্যয়নের ফল নহে; সামান্য-পাঠের লীলা দেখাইয়াই তিনি সকল-বিদ্যায় স্বীয় পারদর্শিতা দেখাইলেন।।১০৪।।

(১৯) দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরীর পরাজয় ও মুক্তি—

আদিখণ্ডে, গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী-জয়।
শেষে করিলেন তাঁর সর্ববন্ধক্ষয়।।১১৪।।

(২০) ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর লীলা—

আদিখণ্ডে, সকল-ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেইখানে বুলে প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া।।১১৫।।

শচীমাতার দুইটী শোকের কারণ উপস্থিত হইল; একটী—প্রভুর পিতৃবিয়োগে স্বীয় পতি-বিরহ, অপরটী—প্রভুর অগ্রজের সন্ন্যাস-হেতু প্রাণাধিক পুত্র-বিরহ।।১০৫।।

পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্বক মূর্খলোককে নির্যাতন করায় প্রভুকে 'মূর্তিমান্ দম্ভ' বলিয়া পাষণ্ডিগণ অবলোকন করিত। প্রভুর গুণগ্রাহি-জনগণ তাঁহার বিদ্যা-বিলাস-দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলেন, আর মৎসর প্রতীক-সম্প্রদায় তাঁহাতে দোষারোপণ পূর্বক তাঁহাকে 'দাম্ভিক'-নামে অভিহিত করিয়া ভয়ে কম্পিত হইত।।১০৬।।

জলকেলি-শব্দে জলে সন্তরণ ও জলনিক্ষেপাদি লীলা।।১০৭।।

সকলশাস্ত্রের পণ্ডিতগণকে স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দমন করিয়া প্রভু স্বয়ং জয় লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গের দেবগুরু, মর্ত্যলোকের পণ্ডিত ও সর্বলোকে অনাদৃত নিন্দ্য অধোলোকবাসী পণ্ডিতম্মন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সহিত শাস্ত্রবিষয়ক বিচার করিতে সমর্থ হয় নাই।।১০৮।।

পূর্ববঙ্গের কতিপয় স্থান অদ্যাপি 'পাণ্ডববর্জিত' শোচ্যস্থান বলিয়া কথিত; যেহেতু, তথায় পুণ্যসলিলা ভাগীরথী প্রবাহমানা নাই। শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণোপলক্ষে সেইসকল শোচ্যভূমিকে স্বীয় পূত-পদাঙ্কনে পবিত্রীভূত করিয়া তীর্থরূপে পরিণত করিলেন।।১০৯।।

পূর্ব-পরিগ্রহ অর্থাৎ প্রভুর প্রথম পরিণীতা লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী; তাঁহার বিজয় অর্থাৎ দেহ-সংরক্ষণ ও স্বধামযাত্রা; প্রভুর দ্বিতীয়বার রাজ-পণ্ডিত সনাতন-মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পাণিগ্রহণ।।১১০।।

বায়ুরোগগ্রস্ত-ছলনায় প্রেমভক্তির বৈচিত্র্য-প্রদর্শনরূপ বিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন।।১১১।।

অনুগত-জনগণে শক্তিসঞ্চার করিয়া স্বয়ং বিদ্যানুশীলনমুখে ভ্রমণ করেন।।১১২।।

দিব্য পরিধান,—সুন্দর বসন; দিব্য সুখ,—অলৌকিক অপার আনন্দ; চন্দ্রমুখ,—উজ্জ্বল আলোকময় স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল।

কাশ্মীর-দেশীয় দিগ্বিজয়ী কেশবাচার্য'-নামক পণ্ডিতের গর্ব নাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কেশবের জড়বিদ্যার মাহাত্ম্য অপসারিত করিয়া তাঁহাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। কেশব বিবিধ-ছন্দে অবলীলাক্রমে অনর্গল শ্লোক রচনা ও আবৃত্তি করিতে পারিতেন। গঙ্গার বর্ণনে তিনি যে-সকল অভিনব শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, প্রভু তাহা স্মরণপথে রাখিয়া পরিশেষে পুনরাবৃত্তি করিয়া পণ্ডিতের বিস্ময় উৎপাদন এবং সেই শ্লোকের নানাবিধ আলঙ্কারিক দোষও প্রদর্শন করিলেন। প্রভুর নিকট কেশব শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা-মূলে দ্বৈতা-দ্বৈত-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইলেন। এই কেশবই কিছুদিন পরে 'নিয়মানন্দ-সম্প্রদায়ে' শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্যের ' বেদান্তকৌস্তুভ'-ভাষ্যের অনুগমনে 'কৌস্তুভপ্রভা'-নাম্নী বিস্তৃত টীকা রচনা করেন। এই কেশবের প্রণীত 'ক্রমদীপিকা'-নামক স্মৃতিনিবন্ধ হইতেই শ্রীহরিভক্তিবিলাস'- নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থে বিবিধ শ্লোক ও বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অযাচিত-কৃপাই কেশবকে বৈষ্ণবরাজ্যে আচার্যের পদবী প্রদান করিয়াছেন। ইদানীন্তন কেশবানুগত-ব্রুব অনভিজ্ঞ সম্প্রদায় কেশবকে মহাপ্রভুর হরিভজনের পথপ্রদর্শকরূপে স্থাপন করিবার যে বৃথা দম্ভমূলা চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভাবি-দুর্গতি ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন-দাস এস্থানে লিখিলেন যে, ''শেষে করিলেন তাঁর সর্ববন্ধ ক্ষয়''।

'ভক্তিরত্নাকরে' কেশবের গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-মঞ্জুষার ১ম সংখ্যায় 'কেশব-কাশ্মিরী'-শব্দ দ্রষ্টব্য।।১১৪।।

প্রভুর বাল্যলীলায় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ তাঁহাকে 'স্বয়ংকৃষ্ণ' বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তিনি সকল ভক্তের বিচারে মোহ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং ভক্তিপথে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিলেন। 'সেইখানে' অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপে; 'বুলে' অর্থাৎ তাদৃশ পরিচয়ে পরিচিত হইয়া ভ্রমণ বা বিহার করেন।।১১৫।।

(২১) গয়ায় গমন ও গুরুত্বে বরণ-পূর্বক ঈশ্বরপুরীপাদকে কৃপা—

আদিখণ্ডে গয়া গেলা বিশ্বম্ভর-রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায়।।১১৬।।

আদিলীলা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

আদিখণ্ডে, আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস।।১১৭।।

গয়া-গমন পর্যন্ত 'আদিখণ্ড'—

বাল্যলীলা-আদি করি' যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি 'আদিখণ্ডে'র বিলাস।।১১৮।।

মধ্যখণ্ডের লীলা-সূত্র-বিস্তার—

(১) প্রভুর প্রকাশ, ভক্তগণের অবগতি—

মধ্যখণ্ডে, বিদিত হইলা গৌর-সিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ।।১১৯।।

(২) অদ্বৈত ও শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণুসিংহাসনে প্রকাশ—

মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হৈলা বসি' বিষ্ণু-খট্টার উপরে।।১২০।।

(৩) নিত্যানন্দ-মিলন, উভয়ের একত্র কৃষ্ণ-সংকীর্তন—

মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন।
একঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্তন।।১২১।।

প্রভু পিতৃপ্রয়াণে গয়ায় শ্রাদ্ধ করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। সেই হরিপাদপদ্মাঙ্কিত গয়াভূমিতে শ্রীমন্মধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রিয়শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রভু অশেষ কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-তনয় শ্রীগদাধরানুগ শ্রীঅচ্যুতানন্দপ্রভু পিতা-অদ্বৈতপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি। তাঁর গুরু-ঈশ্বরপুরী, কোন শাস্ত্রে নাই।।" অনেকে নির্বুদ্ধিতা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ অক্ষজ ঐতিহ্যজ্ঞানে শ্রীঈশ্বর-পুরীর শিষ্য বলিয়া গৌরসুন্দরকে অভিহিত করেন; কিন্তু বৈষ্ণবরাজ ঠাকুর-শ্রীবৃন্দাবনদাস তাদৃশ মোহান্ধ জনগণের বিপদুদ্ধারণ হইয়া প্রভুর কৃপাপাত্ররূপেই ঈশ্বরপুরীকে এস্থলে নির্দেশ করিলেন।।১১৬।।

ভগবানের অসংখ্য লীলাবিলাস মহামুনি শ্রীব্যাস বর্ণন করিয়া থাকেন; শ্রীগৌরসুন্দরের যে-সকল লীলা এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কতিপয় লীলা বেদবিভাগকর্তা ব্যাসোপম জনগণ বর্ণন করিবেন। যাঁহারা ভগবান্ গৌরসুন্দরের লীলা বর্ণন করেন, তাঁহারাও ব্যাস পারম্পর্যে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট ভগবল্লীলা-লেখক 'ব্যাস'। ইতর-মুনিগণ ভগবল্লীলা ব্যতীত অন্য কথা বর্ণন করেন; কিন্তু শ্রীব্যাস ভগবানের কথা ব্যতীত ইতর-কথা বর্ণন না করায় তিনিই মহামুনি; আর অপরাপর মুনিগণ নামে মাত্র 'মুনি'—ব্যাসের ন্যায় 'মহামুনি' নহেন। "কৃষ্ণেতর কথা—'বাগ্‌বেগ' তার নাম"; সেই বাক্যকে যিনি কৃষ্ণ সেবার্থ দণ্ডিত করেন, তিনিই যথার্থ 'মুনি'।

'বর্ণিবেন',—এই ভবিষ্যৎপদপ্রয়োগে মহামুনি ব্যাসের অনুগ ব্যাসগণের অধিষ্ঠানে অক্ষজ-জ্ঞানাবলম্বিগণের সন্দেহ উপস্থিত হয়।।১১৭।।

প্রভুর গয়াক্ষেত্রাভিযান ও তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন-পর্যন্ত লীলাকথাই 'আদিখণ্ডে' স্থান পাইয়াছে।।১১৮।।

গৌরসিংহ,—স্যুরুত্তরপদে ব্যাঘ্রপুঙ্গবর্ষভকুঞ্জরাঃ। সিংহ শার্দুল-নাগাদ্যাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকাঃ।।" (—পাণিনি ২।১।৫৬-টীকা)। " চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য, সিংহের হুঙ্কার।। (—চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩০ সংখ্যা)।

ভগবানের চরণ সর্বদাই কমলরূপে গৃহীত। পদকমলমধুপানার্থ ভক্ত-ভৃঙ্গকুল তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।।১১৯।।

বিষ্ণু-খট্টা,—বিষ্ণু যে খট্ট বা সিংহাসনে সংরক্ষিত ও সম্পূজিত হন। 'খট্ট'-শব্দে কাষ্ঠাদিনির্মিত চতুষ্পদী সিংহাসন; চলিত ভাষায় 'খাট'। ব্যক্ত হৈলা,—শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় নারায়ণ লীলার অন্তর্গত নৈমিত্তিক অবতারাবলীর ঐশ্বর্য-লীলা প্রচার করিলেন।।১২০।।

দুই ভাই,—গৌর-নিত্যানন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম। এই দুই প্রভু এক পিতার ঔরস-প্রকটিত সহোদর ছিলেন না,—হারু-ওঝার উপাধ্যায়ের পুত্রই নিত্যানন্দ, আর শ্রীজগন্নাথের তনয়ই গৌরসুন্দর। এখানে পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ—পারমার্থিক, শৌক্র নহে। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রভুর নিত্যানন্দসহ শ্রীমায়াপুরেই সাক্ষাৎ হয়। হারু-ওঝার পুত্ররূপে নিত্যানন্দ প্রভু কি-নামে

(৪) নিত্যানন্দের ষড়্‌ভুজ, (৫) অদ্বৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন—

মধ্যখণ্ডে, 'ষড়্‌ভুজ', দেখিলা নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈত দেখিলা 'বিশ্বরঙ্গ'।।১২২।।

(৬) নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা,
(৭) পাষণ্ডীর প্রভু-নিন্দা—

নিত্যানন্দ-ব্যাসপূজা কহি মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে।।১২৩।।

(৮) বলরামাবেশে মহাপ্রভুর প্রকাশ ও নিত্যানন্দ-রাম-সহ তাঁহার অভেদ-প্রদর্শন—

মধ্যখণ্ডে, হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল-মুষল দিলা নিত্যানন্দ।।১২৪।।

(৯) জগাই ও মাধাইর উদ্ধার—

মধ্যখণ্ডে, দুই অতি-পাতকী-মোচন।
'জগাই'-'মাধাই'-নাম বিখ্যাত ভুবন।।১২৫।।

(১০) শচীমাতার ভ্রাতৃদ্বয়ের রূপ দর্শন—

মধ্যখণ্ডে, কৃষ্ণ-রাম—চৈতন্য-নিতাই।
শ্যাম-শুক্ল-রূপ দেখিলেন শচী আই।।১২৬।।

(১১) 'সাতপ্রহরিয়া'-মহাপ্রকাশ ও ভক্তগণের পরিচয়-প্রদান—

মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
'সাতপ্রহরিয়া ভাব' ঐশ্বর্য-বিলাস।।১২৭।।
সেই দিন অ-মায়ায় কহিলেন কথা।
যে-যে-সেবকের জন্ম হৈলা যথাযথা।।১২৮।।

প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীনিত্যানন্দের 'স্বরূপ'-নামটী—'তীর্থ'-উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সন্ন্যাসীর অনুগত ব্রহ্মচারীর উপাধি-মাত্র।।১২১।

ষড়্‌ভুজ,—শ্রীরামচন্দ্রের হস্তদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় ও শ্রীগৌরহরির হস্তদ্বয়,—এই ছয়টী হস্তবিশিষ্ট শ্রীগৌরমূর্তিই 'ষড়্‌ভুজ' নামে প্রসিদ্ধ। কাহারও মতে,—নৃসিংহের হস্তদ্বয়, রামের হস্তদ্বয় ও কৃষ্ণের হস্তদ্বয় মিলিত হইয়া ষড়্‌ভুজ। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বংশী, শ্রীরামের হস্তে ধনুর্বাণ (বা রামের শিঙ্গা) শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত আছে।

বিশ্বরঙ্গ,—গীতার একাদশ অধ্যায় কথিত 'বিশ্বরূপ'।।১২২।।

শ্রীবিষ্ণুবিমুখজনগণ 'পাপিষ্ঠ'-সংজ্ঞায় কথিত, আর অন্যদেবতার সহিত শ্রীবিষ্ণুতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণই 'পাষণ্ডী'। পাপিষ্ঠ ও পাষণ্ডিগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব অবগত না হইয়াই তাঁহার নিন্দা করে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং বিষ্ণু তত্ত্বের আকর হইয়াও স্বীয় ভৃত্য ব্যাসদেবকে গুরুপদে বরণ করিয়া ব্যাসপূজার বিধান প্রদর্শন করেন। "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" মন্ত্রের তাৎপর্য, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" মন্ত্রের গতি ও "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" প্রভৃতি শ্লোকের সাফল্যবিধান-নিমিত্তই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজার আয়োজন।।১২৩।।

গৌরহরি স্বয়ংরূপ-বস্তু হইলেও তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব। সুতরাং বলদেবের লীলা প্রদর্শন করিতে গিয়া স্বয়ংরূপ-তত্ত্বের বৈভব-প্রকাশ-বিলাসাদি ও অস্ত্রাদি-ধারণ-ভেদ অসঙ্গত নহে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও হল মূষলাদি স্বীয় অস্ত্রসমূহ তাৎকালিক লীলা-প্রদর্শনের জন্য মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিয়াছিলেন।।১২৪।।

জগাই ও মাধাই,—জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীনবদ্বীপের মায়াপুর-পল্লীর নিকট গঙ্গার ধারে বাস করিতেন। দুঃস্বভাবক্রমে তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা-প্রচারকারী প্রভু-নিত্যানন্দ ও ঠাকুর-হরিদাসের নামপ্রচারে বাধা দিয়াছিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপায় তাঁহারা উদ্ধার লাভ করিয়া হরিপরায়ণ হইলেন।।১২৫।।

কৃষ্ণের বর্ণ—শ্যাম, বলরামের বর্ণ—শুক্ল, শ্রীচৈতন্যদেব—কৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যানন্দ—বলরাম। শচীদেবী গৌর-নিতাইকে কৃষ্ণ-রামের বর্ণদ্বয়ে লক্ষিত দর্শন করিলেন।।১২৬।।

মহাপ্রকাশ, ঐশ্বর্যের বিলাস; প্রভু সাত প্রহরকাল তাদৃশভাবে মহৈশ্বর্য প্রকটিত করিয়াছিলেন।।১২৭।।

অ-মায়ায়,—'নিরস্তকুহক' সত্যস্বরূপ প্রকাশপূর্বক, জীবের মায়া-বশ্যতা-জনিত প্রাপঞ্চিক দৃষ্টি অপসারিত করিয়া অসুরমোহিনী ছলনা বা বঞ্চনারূপা আবরণী উন্মোচন করিয়া বিষ্ণুবিমুখ অক্ষজজ্ঞানোত্থ দর্শনের অতীত বাস্তববৈকুণ্ঠ-সত্য প্রকটনপূর্বক।।১২৮।।

(১২) স্বয়ং গৌর-নারায়ণের নগর-সংকীর্তন—

মধ্যখণ্ডে, নাচে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্তন।।১২৯।।

(১৩) হরিকীর্তনবিরোধী-কাজির উদ্ধার ও সকলের স্বচ্ছন্দে নগর-সংকীর্তন—

মধ্যখণ্ডে, কাজির ভাঙ্গিলা অহঙ্কার।
নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া কীর্তন অপার।।১৩০।।
ভক্তি পাইল কাজি প্রভু-গৌরাঙ্গের বরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্তন করে নগরে নগরে।।১৩১।।

(১৪) বরাহাবেশে মুরারিকে স্ব-তত্ত্ব-কথন—

মধ্যখণ্ডে, মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজ-তত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জিয়া।।১৩২।।

(১৫) মুরারি-স্কন্ধে চতুর্ভুজরূপে অঙ্গন-ভ্রমণ—

মধ্যখণ্ডে, মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হঞা কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ।।১৩৩।।

(১৬) শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন, (১৭) নানা লীলা-বিলাস—

মধ্যখণ্ডে, শুক্লাম্বর-তণ্ডুল- ভোজন।
মধ্যখণ্ডে, নানা ছান্দ হৈলা নারায়ণ।।১৩৪।।

(১৮) জগন্মাতা মহালক্ষ্মীর বেশে নৃত্য—

মধ্যখণ্ডে, রুক্মিণীর বেশে নারায়ণ।
নাচিলেন, স্তন পিল সর্বভক্তগণ।।১৩৫।।

(১৯) নির্বিশেষ-জ্ঞানিসঙ্গী মুকুন্দকে দণ্ডপ্রদান ও অনুগ্রহ—

মধ্যখণ্ডে, মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গ-দোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে।।১৩৬।।

(২০) শ্রীবাসাঙ্গনে বৎসর-ব্যাপি নিশা-সংকীর্তন—

মধ্যখণ্ডে, মহাপ্রভুর নিশায় কীর্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈলা অনুক্ষণ।।১৩৭।।

(২১) নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পরস্পর কৌতুক-কলহ—

মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে কৌতুক।
অজ্ঞ-জনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ।।১৩৮।।

শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে বাসুদেবাদি ব্যূহচতুষ্টয়ে নিত্য-ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া বর্তমান। সেই মায়াতীত ভগবদ্বস্তুই স্বয়ং প্রভুরূপে স্বীয় কথা কীর্তন করিবার জন্য নগরের সর্বত্র নৃত্য করিয়া জীবগণকে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন।।১২৯।।

প্রভুর প্রকটকালে নবদ্বীপ-নগরে শান্তি স্থাপনের জন্য একজন ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। সেই পদের নাম—'কাজি' ছিল। মৌলানা সিরাজুদ্দিন যাঁহার নামান্তর চাঁদকাজি—তৎকালে শান্তিস্থাপক বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; এই শাসনকার্যে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার নিত্য পরিচয়ের বিস্মৃতিক্রমে শাসিতবর্গের শাসনকর্তৃত্বাভিমান ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর অধোক্ষজ-সেবার কথা কীর্তন করিয়া বিষ্ণুবিমুখের ত্রিগুণান্তর্গত বিচার হইতে কাজিকে পরিত্রাণ করেন। মায়াশক্তির বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তিদ্বয়ে অবস্থিত জনগণের জগদ্ভোগ বা ত্যাগের রুচি পরিবর্তন করাইয়া স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রাকট্য বিধান করেন।।১৩০।।

ভগবানের অনুগ্রহে কাজিমহাশয় ভজনীয় বস্তুর প্রতি সেবা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু কাজির শাসিত নগরে সর্বত্র অপ্রতিহত কীর্তনের বিধি সংস্থাপিত করিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিলেন।।১৩১

শ্রীমন্মহাপ্রভু—সকল অবতারের অবতারী ভগবৎ-পরতত্ত্ব; তিনি বরাহাবেশে গর্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তকে স্ব-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন।।১৩২।।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভিক্ষালব্ধ 'আশু' ও 'হৈমন্তিক' ধান্য হইতে প্রস্তুত 'আতপ' ও 'সিদ্ধ' চাউল ভোজন-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ছান্দ,—বিচিত্র ভঙ্গ্যাত্মক লীলা-প্রদর্শন।।১৩৪।।

রুক্মিণীদেবী,—মহালক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণের বৈধপত্নী মহিষী; তিনি—জগন্মাতা। ধারণ-পোষণ-লীলাময় পরমাত্মা—আত্মতত্ত্ব ও মাতৃত্ব বৃত্তি-প্রকাশকারী;তিনি বাৎসল্যবিচারে স্বাশ্রিতগণকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। "কৃষ্ণ—মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ—ধন-প্রাণ"; এইজন্য কৃষ্ণই সকল-লীলার আকর। তাই বলিয়া সকলেই কৃষ্ণকে মাতৃসজ্জায় পরিগণিত ও ভূষিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে নিজ-ভোগময়ী সেবা গ্রহণ করিবেন, এরূপ নহে। কৃষ্ণ-অধোক্ষজ-বস্তু, সুতরাং নশ্বর জগতের সেবিকারূপিণী জননীর হেয়তা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। অক্ষজ জ্ঞান-বিমূঢ় ভোগিশাক্তেয়-সম্প্রদায় কামনার বশবর্তী হইয়া

(২২) নিত্যসিদ্ধা শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া সর্বজীবকে বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ককরণ—

মধ্যখণ্ডে, জননীর লক্ষ্যে ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান।।১৩৯।।

(২৩) সকল ভক্তের প্রভু-স্তুতি ও বর-লাভ—

মধ্যখণ্ডে, সকল বৈষ্ণব জনে-জনে।
সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে।।১৪০।।

(২৪) ঠাকুর হরিদাসকে অনুগ্রহ, (২৫) শ্রীধরগৃহে জলপান—

মধ্যখণ্ডে, প্রসাদ পাইলা হরিদাস।
শ্রীধরের জলপান—কারুণ্য-বিলাস।।১৪১।।

(২৬) ভক্তগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া—

মধ্যখণ্ডে, সকল-বৈষ্ণব করি' সঙ্গে।
প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে।।১৪২।।

(২৭) অদ্বৈত-ভবনে গৌর-নিতাইর গমন—

মধ্যখণ্ডে, গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে।।১৪৩।।

(২৮) অদ্বৈতাচার্যকে দণ্ডপ্রদানাভিনয় ও অনুগ্রহ—

মধ্যখণ্ডে, অদ্বৈতেরে করি' বহু দণ্ড।
শেষে অনুগ্রহ কৈলা পরম-প্রচণ্ড।।১৪৪।।

(২৯) মুরারির গৌরনিতাই বা কৃষ্ণরাম-তত্ত্বাবগতি—

মধ্যখণ্ডে, চৈতন্য-নিতাই—কৃষ্ণ-রাম।
জানিলা মুরারি-গুপ্ত মহা-ভাগ্যবান্।।১৪৫।।

(৩০) শ্রীবাসাঙ্গনে ভ্রাতৃদ্বয়ের একত্র নৃত্য—

মধ্যখণ্ডে, দুইপ্রভু চৈতন্য-নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক-ঠাঞি।।১৪৬।।

(৩১) শ্রীবাসের পুত্রমুখে জীবের জন্মমৃত্যু-রহস্য-বর্ণন—

মধ্যখণ্ডে, শ্রীবাসের মৃতপুত্র-মুখে।
জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইলা দুঃখে।।১৪৭।।

শ্রীবাসগৃহের "শোক-শাতন"—

চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
পাসরিলা পুত্রশোক,—জগতে বিদিত।। ১৪৮।।

আপনাকে পুত্র কল্পনাপূর্বক নিত্যসেব্য বিষয়বিগ্রহ ভগবদ্বস্তু হইতে যে সেবাগ্রহণের কু-ধারণা প্রদর্শন করেন, তাহা জীবের নিত্য-ভজনীয় বস্তুতে সংলগ্ন হইতে পারে না।।১৩৫।।

ত্রিতাপদগ্ধ জীবের ভোগবাসনা ও ত্যাগবাসনা সঙ্গদোষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। মুকুন্দ তাৎকালিক মায়াবাদীর বিচার অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষুর অভিনয় করেন। দণ্ডবিধানপূর্বক তাঁহার মায়াবাদীর সঙ্গ মোচন করিয়া পরিশেষে প্রভু তাঁহাকে কৃপা বিতরণ করিলেন।।১৩৬।।

দিবসে লোকসকল ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে নানা কর্মে ব্যাপৃত থাকে, নিশাকালে বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করে। শ্রীগৌরসুন্দর বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত জীবগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়সেবা হইতে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপবাসিগণকে বিরত করিয়া একবৎসরকাল রজনীযোগে অনুক্ষণ হরিকীর্তনদ্বারা মঙ্গল-বিধান করিয়াছিলেন।।১৩৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উভয়েই বিষ্ণু ও গৌর ভক্ততত্ত্ব। তাঁহারা পরস্পর রহস্য করিয়া যে বাদপ্রতিবাদ প্রচার করেন, তাহা অনভিজ্ঞ দুর্ভাগ্য সম্প্রদায় বুঝিতে না পারায় তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর মতবৈষম্য লক্ষ্য করেন।।১৩৮।।

সর্বজ্ঞ গৌরহরি স্বীয় জননীকে শ্রীঅদ্বৈতের নিকট অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জগতে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব এবং তাদৃশ অপরাধ হইতে সকল সাধকেরই মুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইলেন।।১৩৯।।

জনে জনে,—প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে।।১৪০।।

শ্রীধর—নবদ্বীপবাসী কদলীকানন-জীবী জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ। সেই দরিদ্রের কুটীরে ছিদ্রযুক্ত লৌহপাত্রে ভগবান জল পান করায় তাঁহার ভক্তবাৎসল্যলীলাই প্রদর্শিত হইয়াছিল।।

অদ্বৈতপ্রভুর ব্যবহারে অনেকে তাঁহাকে মায়াবাদী মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারে; এজন্য তৎপ্রতিষেধার্থ প্রভু তাঁহাকে শারীর-দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন; পরে তাঁহার ভক্তির উৎকর্ষ-ব্যাখ্যার অভিনয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।।১৪৪।।

(৩২) গঙ্গায় নিমজ্জন ও নিত্যানন্দ-হরিদাসের উত্তোলন—

মধ্যখণ্ডে, গঙ্গায় পড়িলা দুঃখ পাইয়া।
নিত্যানন্দ-হরিদাস আনিল তুলিয়া।।১৪৯।।

(৩৩) শ্রীবাসভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীর দেবদুর্ল্লভ প্রভুচ্ছিষ্ট লাভ—

মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নারায়ণী পাইলা মাত্র।১৫০।।

(৩৪) জীবোদ্ধার-নিমিত্ত প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ—

মধ্যখণ্ডে, সর্বজীব-উদ্ধার-কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে।।১৫১।।

সন্ন্যাসগ্রহণ-পর্যন্ত 'মধ্যখণ্ড'—

কীর্তন করিয়া 'আদি', অবধি 'সন্ন্যাস'।
এই হৈতে কহি 'মধ্যখণ্ডে'র বিলাস।।১৫২।।

মধ্যলীলা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

মধ্যখণ্ডে আছে আর কত-কোটি লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে-সকল খেলা।।১৫৩।।

অন্ত্যখণ্ডের লীলাসূত্র-বিস্তার—

(১) প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'- নাম-প্রকটন—

শেষখণ্ডে, বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাস।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম তবে পরকাশ।।১৫৪।।

(২) কেশ-শিখা-মুণ্ডনাভিনয়, (৩) শ্রীঅদ্বৈতের ক্রন্দন—

শেষখণ্ডে, শুনি' প্রভুর শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু-অদ্বৈত ক্রন্দন।।১৫৫।।

(৪) শচীমাতার দুঃসহ দুঃখ—

শেষখণ্ডে, শচী-দুঃখ—অকথ্য-কথন।
চৈতন্য-প্রভাবে সবার রহিল জীবন।।১৫৬।।

(৫) নিত্যানন্দ-কর্তৃক প্রভুদণ্ড-ভঙ্গ—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন, বলরাম, পরম প্রচণ্ড।।১৫৭।।

(৬) নীলাচলে আত্মগোপন—

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনারে লুকাই' রহিলা কুতূহলে।।১৫৮।।

মহাভাগ্যবান্ শ্রীমুরারিগুপ্ত নিতাই-গৌরকে 'রাম-কৃষ্ণ' বলিয়া জানিয়াছিলেন।।১৪৫।।

শ্রীবাসের গৃহই 'শ্রীবাসাঙ্গন' বলিয়া প্রসিদ্ধ।।১৪৬।।

শ্রীবাসের পরলোকগত পুত্রের মুখে জীবের গতি প্রভৃতি বর্ণন করাইয়া তৎপরিজনবর্গের বিরহদুঃখ নিবারণ করিয়াছিলেন।।১৪৭।।

পাশরিলা,—ভুলিয়া গেলেন।।১৪৮।।

মহাপ্রভু মূল পরতত্ত্ব-বস্তু; তাঁহার উচ্ছিষ্ট জগতের মূলপুরুষ বিধাতারও দুষ্প্রাপ্য বস্তু। ভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী সেই উচ্ছিষ্টের অধিকারিণী হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই নারায়ণী দেবীর পুত্র ঠাকুর বৃন্দাবনই এই গ্রন্থের লেখক।।১৫০।।

জীবের জীবনের চারিটী অবস্থা; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠাবস্থাই 'সন্ন্যাস'। সকল অবস্থার জীবগণই সন্ন্যাসীর উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা নিজ নিজ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই তুর্যাশ্রম স্বীকার করায় সকল জীবের স্ব-স্ব বিষয় হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল; যথা, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৩৩ শ্লোকে—"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহু র্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ। জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ।।" ১৫১।।

মধ্যখণ্ডে, ঈশ্বরপুরী হইতে শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর হরিকীর্তনপ্রচারলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া নবদ্বীপ পরিহারপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণলীলা পর্যন্ত বর্ণিত। এই গ্রন্থে বর্ণিত প্রভুর লীলাসমূহ ব্যতীতও তাঁহার অনন্ত-কোটি লীলা আছে। শ্রীব্যাসদেব ভবিষ্যৎকালে সেই সকল লীলা কথা বর্ণন করিবেন। বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও রসাভাসযুক্ত কোন কাল্পনিকলীলা ভগবানে আরোপ করিতে গেলে অপরাধ হয় এবং তাহা ব্যাসানুগত সম্প্রদায়ে সর্বথা পরিত্যাজ্য।।১৫৩।।

(৭) সার্বভৌমোদ্ধার ও (৮) সার্বভৌমকে ষড়্ভুজ-প্রদর্শন—

সার্বভৌম-প্রতি আগে করি' পরিহাস।
শেষে সার্বভৌমেরে ষড়্ভূজ-পরকাশ।।১৫৯।।

(৯) প্রতাপরুদ্রোদ্ধার, (১০) কাশীমিশ্র-গৃহে অবস্থান—

শেষখণ্ডে, প্রতাপরুদ্রের পরিত্রাণ।
কাশীমিশ্র-গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান।।১৬০।।

(১১) প্রভু-সঙ্গে শ্রীদামোদর-স্বরূপ ও শ্রীপরমানন্দ-পুরী—

দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দ-পুরী।
শেষখণ্ডে, এই দুই সঙ্গে অধিকারী।।১৬১।।

(১২) বৃন্দাবন-দর্শনার্থ গৌড়ে আগমন—

শেষখণ্ডে, প্রভু পুনঃ আইলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব বলি' আনন্দ বিশেষে।।১৬২।।

(১৩) বিদ্যানগরে বাচস্পতি-গৃহে অবস্থান, (১৪) কুলিয়ায় আগমন—

আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে।
তবে ত' আইলা প্রভু কুলিয়া-নগরে।।১৬৩।।

(১৫) প্রভু-দর্শনে সর্বজীবোদ্ধার—

অনন্ত অর্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্বজীব পাইলা নিস্তারে।।১৬৪।।

জড়বিষয়াভিনিবেশ-পরিত্যাগের নামই 'সন্ন্যাস'; ভোগ-প্রয়াস বা কৃত্রিম-ত্যাগ চেষ্টাই কর্মসন্ন্যাস বা জ্ঞান সন্ন্যাসনামে প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু যদিও জ্ঞানীর ন্যায় সন্ন্যাসলীলা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৩ অঃ বর্ণিত ত্রিদণ্ডি-যতির আনুষ্ঠানিক অভিনয়ই উদ্দিষ্ট ছিল,—তন্মুখে "এতাং সমাস্থায়"-শ্লোকের ভিক্ষুগীতিই তাঁহার মুকুন্দসেবাপর যতিবেশ-ধারণের প্রমাণ। অহংগ্রহোপাসকের ন্যায় সারূপ্যলাভের বিচার জীবশিক্ষক প্রভু আদৌ গ্রহণ করেন নাই।

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বেষে বাহ্যদর্শনে শিখাসূত্রাদি পরিদৃষ্ট হয় আজও শিক্ষাকে 'চৈতন্যশিক্ষা'-নামে অভিহিত করা হয়। মুণ্ডি-সন্ন্যাসীর পরিবর্তে শিখি-সন্ন্যাসগণই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়ভক্ত। ভক্ত-সন্ন্যাসিগণ ভক্তির প্রতিকূল অনুষ্ঠানসমূহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্যের আদর না করিয়া যুক্তবৈরাগ্যেরই অনুমোদন করেন; যথা—"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।। প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।।"১৫৪।।

মহাপ্রভুর অনুগ্রহেই শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী ও ভক্তগণ প্রভুর বিরহজনিত অবর্ণনীয় দুঃখ সহ্য করিয়া কৃষ্ণসেবা-দ্বারা জীবন-ধারণে সমর্থ হইলেন।।১৫৬।।

দণ্ড,—যাঁহারা চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করেন, বৈদিক-অনুষ্ঠানে তাঁহাদের করে দণ্ডধারণ বিহিত আছে। পুরাকালে ত্রিদণ্ডধারণই বৈদিক-অনুষ্ঠানের একমাত্র কৃত্য ছিল; পরে দণ্ডত্রয় একত্রিত করিয়া একদণ্ড-ধারণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অদ্বৈতবাদের আনুষ্ঠানিক কার্যরূপেই একদণ্ড শ্রৌতানুষ্ঠানের অনুর্ভুক্ত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডের সহিত জীবনদণ্ড-সংযোগে দণ্ডচতুষ্টয়ের সম্মেলন শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিচারত্রয় সমর্থন করিয়াছেন। যে-কালে শুদ্ধাদ্বৈত-মত বিদ্ধাদ্বৈত-মতে পর্যবসিত হয়, তৎকালেই ত্রিদণ্ডগ্রহণ-পন্থা একদণ্ডে পরিণত হয়। বৈদিক ত্রিদণ্ডিগণের যতিনামসমূহের প্রধান দশটী নামই কেবলাদ্বৈত বা বিদ্ধাদ্বৈতসম্প্রদায়ে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বৈদিক দশনামীর অন্যতম ভারতীনামক শঙ্কর সম্প্রদায়কে পবিত্র করিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শঙ্কর-সম্প্রদায়ের আনুগত্যাভিনয়-চিহ্ন একদণ্ডকে ত্রিখণ্ডিত করিয়া অর্ণবত্রয়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা জগৎকে একদণ্ড-গ্রহণ-পন্থা হইতে ত্রিদণ্ড গ্রহণ পন্থাই যে ভক্তির অনুকূল, তাহা দেখাইয়াছিলেন।।১৫৭।।

নীলাচল,—শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম; নীলাচলের সন্নিহিত স্থানেই 'সুন্দরাচল' অবস্থিত। 'অচল'-শব্দে 'গিরি'।।১৫৮।।

মনোধর্মী মুমুক্ষুর বিচারাবলম্বনে যে শারীরক-সূত্র-ব্যাখ্যা, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় হইলেও মহাপ্রভু স্বীয় মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তীর সতীর্থ বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট উহার ব্যাখ্যা শ্রবণপূর্বক বালচাপল্যের সহিত পরিহাস করিয়াছিলেন; পরে তাঁহাকে কৃপা করিয়া স্বীয় রামলীলার ভুজদ্বয়, কৃষ্ণলীলার ভুজদ্বয় ও গৌরলীলার ভুজদ্বয় তত্তদুচিত অস্ত্রাদির সহিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাসুদেব-সার্বভৌম-নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক ছিলেন; শেষজীবনে তিনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া পত্নীসহ শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করেন। তিনি মহেশ্বর-বিশারদের পুত্র ও গোপীনাথ আচার্যের শ্যালক ছিলেন।।১৫৯।।

(১৬) গৌড় পর্যন্ত গিয়া 'কানাইর নাটশালা' হইতে প্রত্যাবর্তন—

শেষখণ্ডে, মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কথো দূর গিয়া প্রভু নিবৃত্ত হইলা।।১৬৫।।

(১৭) গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে পুনরাগমন, (১৮) ভক্তগণ-সহ সর্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্তন—

শেষখণ্ডে, পুনঃ আইলেন নীলাচলে।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহলে।।১৬৬।।

(১৯) নিত্যানন্দকে গৌড়ে প্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ, (২০) স্বয়ং কতিপয় ভক্তসহ নীলাচলে অবস্থান—

গৌড়দেশে নিত্যানন্দ-স্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কথো জন লঞা।।১৬৭।।

(২১) রথাগ্রে নৃত্য—

শেষখণ্ডে, রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে।।১৬৮।।

(২২) সমগ্র দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও উদ্ধার-সাধন, (২৩) নীলাচলে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ঝারিখণ্ড-পথে বৃন্দাবনে পুনর্যাত্রা—

শেষখণ্ডে, সেতুবন্ধে গেলা গৌর-রায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায়।।১৬৯।।

(২৪) রায়-রামানন্দ-মিলন, (২৫) মাথুরমণ্ডলে কৃষ্ণান্বেষণ—

শেষখণ্ডে, রামানন্দ-রায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে, মথুরায় অনেক বিহার।।১৭০।।

(২৬) দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের উদ্ধারলীলাভিনয়—

শেষখণ্ডে, শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবিরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়।।১৭১।।

(২৭) প্রভু কর্তৃক উভয়কে 'রূপ-সনাতন'-নাম-প্রদান—

প্রভু চিনি' দুইভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন 'রূপ'-'সনাতন'।।১৭২।।

(২৮) প্রভুর বারাণসীতে আগমন, (২৯) মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার-সাধন—

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দক সন্ন্যাসী।।১৭৩।।

(৩০) নীলাচলে পুনঃ প্রত্যাবর্তন, (৩১) নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন—

শেষখণ্ডে, পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরিসংকীর্তন।।১৭৪।।

(৩২) নিত্যানন্দের ভারত-ভ্রমণ ও উদ্ধার-লীলা—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ কথেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্যটন-রস।।১৭৫।।

রাজা প্রতাপরুদ্র,—গঙ্গাবংশীয় গজপতি উৎকল-নরেন্দ্র। তাঁহাকে বিষয়-বিচার হইতে বিমুক্ত করিয়া প্রভু কৃষ্ণভজনরাজ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। এই সম্রাটের পুরোহিতই কাশীমিশ্র; তাঁহার গৃহেই প্রভু বাস করিতেন। সম্প্রতি উহা শ্রীজগন্নাথমন্দিরের ও সমুদ্রের মধ্যবর্তি-স্থানে অবস্থিত।।১৬০।।

শ্রীদামোদরস্বরূপ,—শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্যের 'ব্রহ্মচারী'-নাম। প্রভুর সন্ন্যাসের কিছু পূর্বেই তিনি বারাণসীতে গিয়া চৈতন্যানন্দের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে যোগপট্টগ্রহণের পূর্বে 'দামোদরস্বরূপ'-নামে খ্যাত হন। যোগপট্টের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের চরণতলে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। তদবধি তিনি প্রভুর শেষ অষ্টাদশবৎসর নীলাচলবাসের পরম-অন্তরঙ্গ সহযোগী ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র মালিক।

পরমানন্দপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক প্রধান শিষ্য। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম গৌরবের ও কৃপার পাত্র ছিলেন। পুরী ও স্বরূপ-গোস্বামী,—ইঁহারা উভয়েই প্রভুর সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য উভয়েই 'অধিকারী'।।১৬১।।

গৌড়দেশ,—শ্রীনবদ্বীপ ও তদুত্তর-দিকে বর্তমান মালদহের অন্তর্গত (দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের রাজ-কার্যস্থল ও গৌর-নবাবের রাজধানী) রামকেলি প্রভৃতি স্থান।

বিদ্যাবাচস্পতি—মহেশ্বর-বিশারদের পুত্র ও বাসুদেবসার্বভৌমের ভ্রাতা; তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, 'বিদ্যানগর'-গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩৩) নিত্যানন্দের পুর্বলীলা—

অনন্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর, সর্ব-মথুরা বিহরে।।১৭৬।।

(৩৪) নিত্যানন্দের পাণিহাটিতে শুভবিজয় ও প্রেম-বিতরণ—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ পাণিহাটি-গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে।।১৭৭।।

(৩৫) নিত্যানন্দের বণিগুদ্ধার-লীলা—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ মহা-মল্ল-রায়।
বণিকাদি উদ্ধারিলা পরম-কৃপায়।।১৭৮।।

(৩৬) শেষ ১৮ বৎসর প্রভুর নীলাচল-লীলা—

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ-সম্বৎসর।।১৭৯।।

অন্ত্যলীলা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

শেষখণ্ডে, চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস।।১৮০।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণগানেই শ্রীনিত্যানন্দের অসীম প্রীতি—

যে-তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ-প্রীতি বড়, তার নাহি সীমা।।১৮১।।

কুলিয়া-নগর—বর্তমান নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সহর; ইহারই নামান্তর—'কোলদ্বীপ'; ইহা নবদ্বীপ বা নয়টী দ্বীপের অন্তর্গত পঞ্চম-দ্বীপ ও গঙ্গার পশ্চিম তটে অবস্থিত।।১৬৩।।

মথুরা-দর্শনে অভিলাষী হইয়া প্রভু রাজমহলের নিকট 'কানাইর নাটশালা' পর্যন্ত আসিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করেন।।১৬৫।।

কৃষ্ণ-কোলাহল,—প্রাকৃত-ভোগপর-নির্জ্জনতার বিরোধী; শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণেতর-বিষয়ের কোলাহল পরিহার করিয়া শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্তন-কোলাহলেই প্রমত্ত হন।।১৬৬।।

নিত্যানন্দ-স্বরূপকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং নীলাচলে কতিপয় ভক্তসহ নামপ্রচার-কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

একদণ্ডি-শঙ্করসম্প্রদায়ে 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'-নামক সন্ন্যাসিদ্বয়ের অনুগত ব্রহ্মচারী-নামই 'স্বরূপ'; কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মীপতি-তীর্থই শ্রীনিত্যানন্দের 'স্বরূপ'-নাম প্রদান করেন।।

সেতুবন্ধু রামেশ্বর,—এস, আই, আর, লাইনে প্রথমে 'রামনাদ'-ষ্টেশন, তৎপর 'মণ্ডপম্'-ষ্টেশন, তথা হইতে বৃহৎ সেতু-যোগে 'পম্বম্-চ্যানেল' অতিক্রম করিয়া 'পম্বম্'-ষ্টেশন। উহার পরবর্তী দুই-একটি ষ্টেশনের পরেই রামেশ্বরম্-ষ্টেশন; উহা—ভারতোপদ্বীপখণ্ডের সর্বদক্ষিণ-প্রান্তে, সিলোন বা সিংহল-দ্বীপের ঠিক অপর-পারে, এস্, আই, আর লাইনে সর্বশেষ ষ্টেশন 'ধনুষ্কোটি' যাইবার পথে দুই-চারিটী ষ্টেশন পূর্বে এবং 'পম্বম্' বা 'রামেশ্বরম্'-দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক-মাইল দূরে 'রামতীর্থ,' 'লক্ষ্মণতীর্থ' প্রভৃতি ২৪টী তীর্থ (সরোবর) আছে এবং আরও এক মাইল দূরে 'শ্রীরামেশ্বর'-শিবলিঙ্গের ('রামই ঈশ্বর যাঁহার, এবম্বিধ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীশিবের) প্রস্তর-নির্মিত বৃহৎ মন্দির বিদ্যমান; উহার চতুর্দিকে চারিটি গোপুরম্ (সিংহ-দ্বার); তৎপর শ্রেণীবদ্ধ বহু প্রস্তর-স্তম্ভের উপর নাটশালা, তৎপর মন্দির,—এই সমস্তই গ্রেণাইট্-প্রস্তরে নির্মিত। ইহার পরেই পকৃপ্রণালীর উপর 'এডাম্‌স্ ব্রিজ' বা পৌরাণিক 'সেতুবন্ধ'।

ঝারিখণ্ড,—বর্তমান উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্য, বঙ্গের সর্বপশ্চিম প্রান্ত, বিহারের দক্ষিণ পশ্চিম-দিক্‌স্থ জেলাসমূহ, মধ্যভারতের ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বসীমান্তস্থিত জেলাগুলি লইয়া সুবৃহৎ বন্যপ্রদেশ; 'আকবরনামা'য় ঐ নামে বীরভূম ও পঞ্চকোটপ্রদেশ হইতে মধ্যপ্রদেশের রতনপুর, এবং দক্ষিণ-বিহারের অন্তর্গত রোটাসগড় হইতে উড়িষ্যার সীমান্ত-পর্যন্ত ভূভাগকে অভিহিত করা হইয়াছে (ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব্ ইণ্ডিয়া, বেঙ্গল, ২য় খণ্ড)। বর্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, সম্বলপুর, লাহারা, কিয়োঞ্জর, বাম্‌ড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ময়ূরভঞ্জ, সিংভূম রাঁচি, মানভূম, বাঁকুড়া, (বিষ্ণুপুর) সাঁওতালপরগণা, হাজারিবাগ, পালামৌ, যশপুর রায়গড়, উদয়পুরগড় ও সরগুজা প্রভৃতি গিরিসঙ্কট-বহুল পর্বত-জঙ্গলময় প্রদেশ।।১৬৯।।

রামানন্দ-রায়,—উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীনে করিঙ্গ রাজ্যের প্রাদেশিক অধিপতি ছিলেন। তিনি ভবানন্দ-পট্টনায়কের পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্ব জ্যেষ্ঠ। তিনি—'শ্রীজগন্নাথবল্লভ' নাটকের রচয়িতা এবং প্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ-ভক্ত। তাঁহার সদৃশ ঐকান্তিক রাগমার্গীয় কৃষ্ণভক্ত সমগ্র-দাক্ষিণাত্যে দুর্ল্লভ ছিল।।১৭০।।

গ্রন্থকারের ইষ্টদেব-নিত্যানন্দচরণ-সেবারূপ অভীষ্ট-প্রার্থনা—

ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ' প্রভু-গৌরচন্দ্র, আমারে সেবন।।১৮২।।

লীলা-সূত্র বর্ণন-মুখে তিনখণ্ডের রচনারম্ভ—

এই ত' কহিলুঁ সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া।।১৮৩।।

শ্রোতৃবর্গকে একাগ্রচিত্তে শ্রীচৈতন্যজন্মলীলা-শ্রবণার্থ অনুরোধ—

আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন এক-চিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈলা যেন-মতে।।১৮৪।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৮৫।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

'দবিরখাস',—যাবনিক ভাষায় শ্রীরূপ-গোস্বামীর নামান্তর। ইনি কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন। ইঁহার পিতার নাম—কুমার দেব, অগ্রজের নাম—সাকরমল্লিক বা শ্রীসনাতনগোস্বামী এবং অনুজের নাম—শ্রীবল্লভ বা অনুপম। প্রভু প্রদত্ত 'শ্রীরূপ'-নামেই ইনি ভক্ত-সমাজে প্রসিদ্ধ।।১৭২।।

বারাণসী—ভাগীরথীতীরে বিদ্বজ্জনবেষ্টিত প্রাচীন নগরী; এস্থানে কেবলাদ্বৈতসম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত ও ভক্তির নিন্দাকারী বহু মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর বাস। ভক্ত ও ভক্তির নিন্দা করেন বলিয়া সেই ভগবদ্বিষ্ণু-বিরোধী মায়াবাদি সন্ন্যাসিগণকে 'নিন্দক-সন্ন্যাসী' বলা হয়।।১৭৩।।

হরি-সংকীর্তন—বহুভক্ত সম্মিলিত হইয়া শ্রীভগবৎকথার কীর্তন, অথবা ভগবানের সম্যক্ কীর্তনই 'সংকীর্তন'।।১৭৪।।

পর্যটন-রস—পরিব্রাজকের ধর্ম।।১৭৫।।

পাণিহাটি—ই, বি, আর, লাইনে 'সোদপুর'-ষ্টেশনের সন্নিহিত ও ভাগীরথী-তটবর্তি গ্রামবিশেষ, এস্থানে শ্রীরাঘব-পণ্ডিতের ও শ্রীমকরধ্বজ-করের ভবন ছিল।।১৭৭।।

মহা-মল্ল-রায়,—সর্বপ্রধান কীর্তন-সেনাপতি।।১৭৮।।

মহা-মহেশ্বর—বশ্যগণের সেব্যবস্তুই ঈশ্বর; ঈশ্বরগণের মধ্যে আবার বৃহদ্বস্তুই মহেশ্বর। তাদৃশ মহেশ্বরগণের মধ্যে আবার সর্বপ্রধান বস্তুই মহা-মহেশ্বর, তাঁহা হইতেই যাবতীয় ঈশ্বর-তত্ত্ব ও মহেশ্বর-তত্ত্ব উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর বা সর্বেশ্বরেশ্বর পরতত্ত্ব (শ্রীগৌর-কৃষ্ণ)।।১৭৯।।

ধরণী-ধরেন্দ্র,—ভূধারি শেষের ঈশ্বর অর্থাৎ সকল পুরুষাবতারের আকর প্রভু শ্রীবলরাম-নিত্যানন্দ।।১৮২।।

চান্দ,—(প্রাকৃত) চন্দ্র; জান,—(ফার্সী) 'জীবন' বা প্রাণ (বিশেষ্য-পদ); অথবা, অবগত হও (ক্রিয়া-পদ); তছু,—তাঁহাদিগের।।১৮৫।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যায়।